

১৮০



# শ্রীশ্রীকালী পূজা পদ্ধতি

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীশান কালীকা, রক্ষাকালী, ভদ্রাকালী, মহাকালী,  
নিশাকালী, রটন্তীকালী এবং নিত্যকালী পূজা পদ্ধতি সম্বলিত।



প্রকাশক :—

৩৩ নং লাইব্রেরী

৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৯

★ শ্রীশ্রীকালী পূজা পদ্ধতি

[সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পুনঃ প্রকাশ : ভাদ্র, ১৪২৪ সন।

ইং, সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রীঃ।

মুদ্রক :

ইন্দু প্রিন্টিং ওয়ার্কস

কলকাতা-৭০০ ০৬৭

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত অন্যান্য পূজা পদ্ধতি।

● শ্রীশ্রীকোজাগরীলক্ষ্মী পূজা পদ্ধতি

● শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

ইহা ছাড়াও— রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, চণ্ডী, বৃহৎ  
নিত্যকর্মপদ্ধতি, মেয়েদের ব্রতকথা, সকল প্রকার পাঁচালী ও শতনাম, বেদীমাধব  
শীলের পঞ্জিকা ন্যায্য মূল্যে আমাদের নিকট পাইবেন। আপনার সহযোগিতা  
প্রার্থনীয়।

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
তোড়লোক্ত বৃহৎ পূজাসূত্রম্	৯	সঙ্কল্পসূক্ত (সাম ও যজুঃ)	১৫	মাতৃকান্যাস	২৩
পূজাবিধি	১০	বরণ	১৫	অস্ত্রমাতৃকান্যাস	২৪
আচমন	১০	মন্ত্রাচমন	১৭	বাহ্যমাতৃকান্যাস	২৪
তান্ত্রিক আচমন	১১	সামান্যার্ঘ্য স্থাপন	১৭	সংহারমাতৃকান্যাস	২৫
সূর্যার্ঘ্য	১২	দ্বারপূজা	১৯	পীঠন্যাস	২৭
তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন	১৩	বিদ্যাপসারণ	১৯	প্রাণায়াম	২৭
সাধারণ স্বস্তিবাচন	১৩	মাষভক্তবলি ও ভূতাপসারণ	১৯	ঋষ্যাদিন্যাস	২৮
স্বস্তিসূক্ত (সাম ও যজুঃ)	১৩-১৪	আসনশুদ্ধি	২০	করন্যাস	২৮
তন্ত্রোক্ত স্বস্তিসূক্ত	১৪	করশুদ্ধি	২১	অঙ্গন্যাস	২৯
সঙ্কল্প	১৪	ভূতশুদ্ধি	২১	বর্ণন্যাস	২৯
তন্ত্রোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত	১৪	সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি	২৩	যোড়ান্যাসের প্রমাণ	২৯



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃহৎ ষোড়শ্যাস (ধ্যানম)	২৯	মাতৃকাপুটিতা মূলমন্ত্রন্যাস	৪৬	বেদীশোধন	৫৪
ষোড়শ্যাস	২৯-৪৮	অনুলোম মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্রন্যাস	৪৭	বিতান শোধন	৫৪
ওঁ-কারপুটিতা মাতৃকান্যাস	৩০	বিলোম মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্রন্যাস	৪৮	ঘটস্থাপন	৫৪
মাতৃকাপুটিতা ওঁ-কারন্যাস	৩২	সংক্ষেপ ষোড়শ্যাস	৪৯	কাণ্ডরোপণ	৫৫
শ্রীবীজপুটিতা মাতৃকান্যাস	৩৩	তত্ত্বন্যাস	৪৯	সূত্রবেষ্টন	৫৫
মাতৃকাপুটিতা শ্রীবীজন্যাস	৩৪	বীজন্যাস	৪৯	অধিবাস	৫৫
কামবীজপুটিতা মাতৃকান্যাস	৩৫	দক্ষিণাকালিকার ধ্যান	৪৯	গণেশাদির পূজা	৫৬
মাতৃকাপুটিতা কামবীজন্যাস	৩৬	একাক্ষর মন্ত্রপক্ষে	৫০	আবাহন	৫৮
শক্তিবীজপুটিতা মাতৃকান্যাস	৩৭	মানসোপচার	৫০	চক্ষুর্দান	৫৯
মাতৃকাপুটিতা শক্তিবীজন্যাস	৩৯	বিশেষার্থ্য স্থাপন	৫০	প্রাণপ্রতিষ্ঠা	৬০
ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং পুটিতা মাতৃকান্যাস	৪০	পীঠপূজা	৫২	ষোড়শোপচারে পূজা	৬১
মাতৃকাপুটিতা ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং বর্ণন্যাস	৪২	পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (ত্রিবেদীয়)	৫৩-৫৪	সপরিবার পূজা	৭২
মূলপুটিতা মাতৃকান্যাস	৪৪	তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন	৫৪	আবরণ পূজা	৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্রাহ্মী আদি অষ্টশক্তির পূজা	৭৩	কপালিভৈরবের পূজা	৭৭	স্তম্ভপূজা	৮৫
নারায়ণীর পূজা	৭৪	ভীষণভৈরবের পূজা	৭৭	কুখ্যাণ্ডাদি বলি	৮৭
মাহেশ্বরীর পূজা	৭৪	সংহার ভৈরবের পূজা	৭৭	তন্ত্রোক্ত ছাগবলি বিধি	৮৮
চামুণ্ডার পূজা	৭৪	বটুকগণের পূজা	৭৮	মহিষবলি বিধি	৯০
কৌমারীর পূজা	৭৫	ডাকিনী এবং যোগিনীগণের পূজা	৭৮	দীপমালা উৎসর্গ	৯৪
অপরাজিতার পূজা	৭৫	ক্ষেত্রপালগণের পূজা	৭৮	তান্ত্রিক হোমের স্থগিল	৯৫
বারাহীর পূজা	৭৫	ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা	৭৯	তান্ত্রিক হোম প্রকরণ	৯৫
নারসিংহীর পূজা	৭৫	মহাকালভৈরবের পূজা	৭৯	পূর্ণাঙ্কতি	৯৯
অসিতাঙ্গভৈরবের পূজা	৭৫	শবশিবের পূজা	৮০	দক্ষিণাস্ত	১০০
রুদ্রভৈরবের পূজা	৭৬	দেবীর অস্ত্রপূজা	৮১	মূল দক্ষিণা	১০১
চণ্ডভৈরবের পূজা	৭৬	গুরুপংক্তি পূজা	৮১	অচ্ছিদ্রাবধারণ	১০১
ব্রহ্মভৈরবের পূজা	৭৬	বলি প্রকরণ (ছাগবলি বিধি)	৮২	বৈশ্ব্য সমাধান	১০১
উন্মত্তভৈরবের পূজা	৭৭	খড়্গপূজা	৮৪	কালীস্তোত্রম্	১০১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কালীকবচম্	১০৪	ঋষ্যাদিন্যাস	১১২
দক্ষিণকালিকাতোত্রম্	১০৬	মূলপুটিত মাতৃকান্যাস	১১৩
পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র	১০৮	অনুলোম মাতৃকাহানে মূলমন্ত্রন্যাস	১১৪
বিসর্জন ক্রিয়া	১০৯	বিলোম মাতৃকাহানে মূলমন্ত্রন্যাস	১১৫
তন্ত্রোক্ত শাস্তিমন্ত্র	১০৯	তন্ত্রন্যাস	১১৬
সুরাশোধন মন্ত্র	১১০	বীজন্যাস	১১৬
মাংসশোধন মন্ত্র	১১০	ব্যাপকন্যাস	১১৬
সংক্ষেপে কারণশোধন মন্ত্র	১১০	শ্মশানকালিকার ধ্যান	১১৬
শ্মশানকালিকা পূজাবিধি	১১১	মণ্ডলে পূজা	১১৭
আচমন বিধি	১১১	আবাহন	১১৮
সূর্য্যার্ঘ্য	১১১	হোমবিধি	১১৯
আম্রপ্রাণ প্রতিষ্ঠা	১১২	বিশ্বপত্র সমিধ সঙ্কল্প	১২০
করন্যাস, অঙ্গন্যাস	১১২	ভদ্রকালী ও মহাকালী পূজাবিধি	১২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাকালীর ধ্যান	১২১
নিশাকালী পূজাপদ্ধতি ও ধ্যান	১২১
ব্যাপকন্যাস	১২২
রক্ষাকালী পূজা	১২২
রটন্তী কালী পূজার কালাদি	১২২
কাম্য কালী পূজার দিন ও কালাদি	১২৩
দীপাঘিঁতা কালী পূজার কালাদি	১২৩
মুদ্রাসূচী	১২৩
মুদ্রার চিত্র	১২৭

## ॥ ফদর্দমালা ॥

সিদ্ধি, সিন্দূর ১ বাণ্ডিল, পূজকের বরণ—ধুতি ১ চাদর ১, তন্ত্রধারকের বরণ—ধুতি ১, চাদর ১, বরণাসুরীয় ২, বরণাসন ২, যজ্ঞোপবীত ৬, পান ও সুপারী, বরণডালা, কৃষ্ণতিল, হরীতকী, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, আতপ তণ্ডুল ১ সরা, তেকাটা ১, দর্পণ, সশীষ ডাব ১, তীরকাঠি ৪, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, পূজার শাড়ী ১, মহাকালের ধুতি ১, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, আসনাসুরীয় ৩ দফা, মধুপর্ক বাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত, পুষ্প, জবাপুষ্প ১০৮টি আরও কয়েকটি এবং অন্যান্য পুষ্প, তুলসী, দুর্কা, বিশ্বপত্র, ধূপ, ধুনা গুণ্ডুল, মাষকলাই ইত্যাদি।

নৈবেদ্য বড় ৪, কুচা নৈবেদ্য ১, চন্দ্রমালা ১, পুষ্পমালা ২, বিশ্বপত্রমালা ১, থালা ১, গেলাস ১, শয্যা ১ (অভাবে মাদুর) লোহা ১, নখ ১, শঙ্খ ১ জোড়া, রচনা হাঁড়ি ১, বালি, কাঠ, খড়্কে, গব্যঘৃত আধ সের, হোমের বিশ্বপত্র ১০৮ অথবা ২৮, ভোগের দ্রব্যাদি, কপূর, পান, পান মশলা, পূর্ণপাত্র, বলির দ্রব্য—ছাগ, কুম্ভাণ্ড ইত্যাদি, আরতির দ্রব্যাদি, (ধূপ, দীপ, জলশঙ্খ, চামর, শাড়ী, গামছা প্রভৃতি)।



## কালীপূজার জ্ঞাতব্য বিষয়

**কালী শব্দের তাৎপর্য**—কু খাতুর উত্তরে অন্ কর্তৃবাচ্যে অন্ যুক্ত হয়ে হয়েছে কাল। কালের অর্থ মহাকাল বা মৃত্যু অর্থাৎ মহাদেব। এই কাল শব্দের উত্তর ঈপ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে কালী পদটি। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়—কাল অর্থাৎ মহাকালের বিশেষ শক্তি হলেন কালী। দশ মহাবিদ্যার বর্ণনাতেও দেখা যায়, কালী হলেন প্রথম মহাবিদ্যা।

**কালী আরাধনার ফল**—শক্তি উপাসনার দ্বারা শক্তি লাভ, দুঃখ, শোক, রোগ, মারীভয় নিবারণ, গ্রহশান্তি, দারিদ্রতা নাশ, শত্রুক্ষয় প্রভৃতি এবং সর্বোপরি সিদ্ধি লাভ ও মুক্তি লাভার্থে কালী পূজা করা হয়। শাস্ত্রেও দেখা যায়, কলিতে কালী আরাধনা ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব।

**শক্তি তিলক বিধি**—সাধক ভস্ম, রক্তচন্দন এবং মৃত্তিকা, এর যে কোনও একটির দ্বারা তিলক করিতে পারেন। সর্বাভাবে জলদ্বারা ললাটে ত্রিপুত্র, তার নিম্নভাগে কুঙ্কুম দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকারে তিনটি রেখা করিয়া জন্ম মধ্য সিন্দূর বা কুঙ্কুম দ্বারা তিলক, তন্মধ্যে শক্তিবীজ 'হ্রীং', হৃদয়ে লম্বা তিলক রেখা।

**পূজার সময় নির্ধারণ**—পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমী, শনিবার, অষ্টমী, চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যা, শুক্রবার, দ্বিতীয়া বা দশমী, শনিবারে পূর্ণিমা ও মঙ্গলবারে অমাবস্যায় কালীপূজা শাস্ত্রসম্মত। বৈশাখ, কার্তিক ও ফাল্গুন মাস প্রশস্ত।

**জপের শ্রেষ্ঠমন্ত্র**—ক্লীং ক্লীং ক্লীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্লীং ক্লীং ক্লীং হুং হুং হুং স্বাহা।

## শ্রীশ্রীকালীপূজা পদ্ধতি

তোড়লোক্ত বৃহৎ পূজাসূত্রম্—সূত্রাকারেণ দেবেশি পূজা বিধিরহোচ্যতে। স্বস্তিবাচা চ সঙ্কল্প ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ ॥ মন্ত্ৰেণাচমনং কার্যং সামান্যার্ঘ্যং ততো ন্যসেৎ। তজ্জলৈর্দ্বারমভ্যক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ। ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য ভূতাপসারণং ততঃ। আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্য গুরুদেবং নমেৎ সুধীঃ। করশুদ্ধিং তালত্রয়ং দত্ত্বা দিগ্বক্ষনং ততঃ। বহিনা বেষ্টনং কার্যং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ॥ মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্যাদন্তরমাতৃকাম্। মাতৃকাধ্যানমুচ্চার্য বাহ্যে তু মাতৃকাং ন্যসেৎ॥ পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥ ঋষ্যাদিকং করাস্তঞ্চ বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ। যোচন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরম্ ॥ এবং সমাহিতমনাস্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ। বীজন্যাসং ততো দেবী ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ। মূলেণ সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ॥ বিশেষার্ঘ্যং পীঠপূজা পুনর্ধ্যানং সনেত্রকম্। মুদ্রাদি-দর্শনং কার্যমাবাহনং ষড়ঙ্গকম্ ॥ ধেন্বাদিকং ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মূলপূজনম্। আঙ্গা প্রার্থনমঙ্গানি কাল্যাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ॥ ব্রাহ্ম্যাদিরসিতাঙ্গাদীন্ মহাকালং প্রপূজয়েৎ। খড়্গাদীন্ গুরুপংক্তিঞ্চ পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ। বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপং॥ জপং সমপ্নয়েদ্ধীমান্ প্রাণায়ামং পুনশ্চরেৎ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি চাত্ত্বানস্ত সমর্পয়েৎ॥ স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্ত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ॥ শিবোহহমমিতি সংচিন্ত্য

সংহারেণ বিসর্জয়েৎ। ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্টপূর্বিক। অর্ঘ্যং সংখ্যায় শিরসি চন্দনঞ্চ ললাটকে। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি  
বিহরেচ্চ নিজেচ্ছুয়া ॥

পূজ্যবিধি—হাত পা ধৌত করে উত্তর দিকে মুখ করে শুদ্ধাসনে বসে আচমন করে নিত্যক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করুন।

আচমন—ডান হাতের তালু গৌর্গাকৃতি করে মাষকলাই ডুবতে পারে এইরূপ জল নিয়ে তিনবার কায়তীর্থ দ্বারা পান করবেন  
এবং তিনবার বলবেন—“ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীষ চক্ষুরাততম্ ॥ ওঁ অপবিত্রঃ  
পবিত্রো বা সর্বারবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।

অতঃপর জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি করে গায়ত্রী শাপোদ্ধার করে যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, এতে  
গন্ধপুষ্পে ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দিয়ে গুরুমন্ত্র যথাশক্তি জপ করুন। গুরুমন্ত্র না  
হলে গায়ত্রী বা দেবীর মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করুন।

শূদ্র এবং নারীগণ “ওঁ” মন্ত্রের পরিবর্তে “নমঃ” বলবেন এবং “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” মন্ত্রের পরিবর্তে “অপবিত্রঃ পবিত্রো বা” মন্ত্রটি পাঠ করবেন।  
মনে রাখবেন, অব্রাহ্মণ বা নারী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হলে তাঁর মাতৃপূজায় অধিকার জন্মে। স্বয়ং পূজায় অসমর্থ হলে প্রথমেই বরণকার্য শেষ করবেন।

এরপর দীক্ষিতগণ তর্পণ করবেন। যথা—“ওঁ দেবাস্তুতর্পয়ামি, ওঁ ঋষীস্তুতর্পয়ামি, ওঁ পিতৃণস্তুতর্পয়ামি, ওঁ মনুষ্যাংস্তুতর্পয়ামি, ওঁ গুরুং  
তর্পয়ামি, ওঁ পরম গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরাপর গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুং তর্পয়ামি।” এই মন্ত্রে প্রত্যেককে এক অঞ্জলি করে  
জল দিয়ে, আপন ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করে “ওঁ অমুকদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা ॥” মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল দেবেন।

এরপর আসনে জলের ছিটা দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। যথা—“ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা।” এরপর মন্ত্র পাঠ করে হস্ত প্রক্ষালন  
করবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ ধর্ম পাপানি শময়াশেষ বিকল্পমপনয় হুং ॥” এরপর করজোড়ে পাপক্ষয় মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—  
“ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূষ্মম। তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুং ফট্ চ তে নমঃ ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ মহাভূতানি  
পঞ্চ বৈ। এতে শুভশুভাস্যেহ কৰ্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥” এরপর তান্ত্রিক আচমন করবেন।

তান্ত্রিক আচমন—গৌর্গাকৃতি ডানহাতে মাষমগ্ন পরিমাণ জল নিয়ে তিনবার মন্ত্র পাঠ করে পান করবেন। যথা—“ওঁ হ্রীং  
আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা।” অথবা “ক্লীং” মন্ত্রে তিনবার আচমন করবেন। এরপর “ওঁ কালৈ  
নমঃ” মন্ত্রে উপরোষ্ঠ, “ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ” মন্ত্রে নিম্নোষ্ঠ মার্জন করে, “ওঁ কুঙ্কায়ৈ নমঃ” “ওঁ কুরুকুঙ্কায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা  
মুখমণ্ডল স্পর্শ করবেন। এইক্রমে—(দক্ষিণ নাসা) ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, (বাম নাসা) ওঁ বিপ্রচিত্ত্যৈ নমঃ। (দক্ষিণ নেত্র) ওঁ উগ্রায়ৈ



নমঃ, (বাম চক্ষু) ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ। (দক্ষিণ কর্ণ) ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, (বাম কর্ণ) ওঁ নীলায়ৈ নমঃ। (নাভি) ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ। (বক্ষ) ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ। (মস্তক) ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ। (দক্ষিণ স্কন্ধ) ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ। (বাম স্কন্ধ) ওঁ মিতায়ৈ নমঃ। এরপর সূর্য্যার্ঘ্য দেবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য—কুশীতে হরীতকী, সাগ্রকুশ ১ গাছি, জবাফুল ১টি, কিছু কুম্ভতিল, কিছু আতপ চাউল, দূর্বা, রক্তচন্দন ও জল নিয়ে বাম হাতে ধরে “এতস্মৈ বৎ অর্ঘ্যায় নমঃ”—মন্ত্র তিনবার বলে তিনবার কুশত্রিপত্রের জলের ছিটা দেবেন। একটি রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বৎ অর্ঘ্যায় নমঃ” বলে পুষ্পটি অর্ঘ্যের উপরে দেবেন ও পুনরায় একটি পুষ্প নিয়ে “এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” বলে পুষ্পটি নারায়ণ শিলায় দেবেন। এরপর “এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ” বলে কুশত্রিপত্রের জল দিয়ে অর্ঘ্যটি দুই হাতে নিয়ে—“এষোহর্ঘ্যঃ (সাম—ইদমর্ঘ্যঃ) ওঁ হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ড ভৈরবায় প্রকাশশক্তি সহিতায় ওঁ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা॥” মন্ত্রপাঠ করে কপালে ঠেকিয়ে তাম্রকুণ্ডে দেবেন। এরপর সূর্য্য প্রণাম করবেন। যথা—“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥”—এরপর আবার এইভাবে একটি অর্ঘ্য সাজিয়ে পূর্ব্বরূপে অর্ঘ্যের অর্চনা করে এবং “এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে কুশ-ত্রিপত্রের জল দিয়ে মন্ত্র পাঠ করে দেবীর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান করবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ উদ্যাদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্য চৈতন্যদায়িন্যৈ (যজুঃ) এষোহর্ঘ্যঃ (সাম) ইদমর্ঘ্যঃ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবৌ স্বাহা॥” মন্ত্র পাঠ করে কপালে ঠেকিয়ে তাম্রটাতে দেবীর উদ্দেশ্যে দেবেন। এরপর তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন করবেন (অবশ্য কেবলমাত্র

তন্ত্রোক্ত পূজাতেই করণীয়। অন্যথায় সাধারণ স্বস্তিবাচন করবেন)।

তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন—কুশীতে দূর্বা, আতপ চাল ও একটি রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে বামহাতের তালুতে রেখে ডান হাত দিয়ে আচ্ছাদন করে মন্ত্র পাঠ করবেন—“ওঁ হ্রীং হং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণাশ্রবা স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌং মেধা অমৃতময়ী হং স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু হ্রীং শ্রীং হং ফট্ স্বাহা॥” মন্ত্র পাঠান্তে কুশীটি তাম্রটাতে উপুড় করে দেবেন। পরে “হং” মন্ত্রে পূজাস্থান দর্শন “ফট্” মন্ত্রে পূজাভূমি প্রোক্ষণ করে ভূমিতে “ক্লীং” এই মন্ত্র লিখে এরপর “ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হং ফট্” মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে রক্ষাবন্ধন (গ্রহিবন্ধন) করে “ওঁ” মন্ত্রে শিখাবন্ধন করবেন। এবার সাধারণ স্বস্তিবাচন করুন।

সাধারণ স্বস্তিবাচন—যথা—“ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা পূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা পূজাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা পূজা কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্॥”

স্বস্তিসূত্র (সায়)—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি মঘার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥

স্বস্তিসূত্র (যজুঃ)—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তাক্ষোহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

ওঁ গণানাত্তা গণপতিগুঁহবামহে। প্রিয়ানাত্তাপ্রিয়পতিগুঁহবামহে। নিধীনাত্তা নিধিপতিগুঁহবামহে বসো মম॥

তদ্ব্যাক্ত স্বস্তিসূত্র—মন্ত্র, যথা—“ওঁ সর্বাশ্চ দেবশ্চ বিভীতকঞ্চ, প্রভঞ্জতাং মেরু সুবর্ণদায়ী। কালোদ্ধ মা মা সচেদ্ভিয়াং শ্রিয়ো বিবিক্ত রাগাশ্চ পুনর্ভবায় বৈ” পরে কৃতাঞ্জলি হয়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্যহ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্ত্রায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥” সাক্ষ্য মন্ত্রের পর সঙ্কল্প করণীয়।

সঙ্কল্প—তাত্রপাত্রে কুশ তিল ফল (হরীতকী) জল গ্রহণ করে বীরাসনে বসে অর্থাৎ দক্ষিণ জানু মাটিতে রেখে উত্তর মুখ হয়ে সঙ্কল্প করুন, যথা—ওঁ ক্রীং বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুককামঃ (শ্রীমদক্ষিণাকালিকা শ্রীতিকামো বা গণেশাদিনানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকাপূজন কর্ম্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—“অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য করিষ্যামি”) বলবেন। এরপর সঙ্কল্পসূত্র পাঠ করবেন।

তদ্ব্যাক্ত সঙ্কল্পসূত্র—যথা—ওঁ ইন্দ্রাদ্যানো বিবেশী পুষ্ঠাং মা কৃণোতি সতাং সিঞ্চধ্ব প্রহিতামমরোভি স্বর্গমাদধৎ কৃষণয়ুর্দেব

ওহতে॥ ওঁ সঙ্কল্পিতার্থা সিদ্ধান্ত সিদ্ধাঃ সন্ত মনোরথাঃ। শক্রগাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণামুদয়ায় চ॥ ওঁ অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥”

সঙ্কল্পসূত্র (সায়)—ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবিস্তাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিহো দেব ওহতে॥

সঙ্কল্পসূত্র (যজুঃ)—ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি। দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্প মস্তু।

বরণ—যজমান নিজে পূজা করতে অশক্ত হলে পূজক বরণ করুন। যজমান পূর্ব্বদিকে মুখ করে এবং পূজক উত্তরদিকে মুখ করে উপবেশন করবেন। যজমান কৃতাঞ্জলি হয়ে বলুন—“ওঁ সাধু ভবানাত্তাম্।” পূজক বলুন,—“ওঁ সাধ্বহমাসে।” যজমান বলুন—“ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তুম্।” পূজক বলুন—“ওঁ অর্চয়।” যজমান গন্ধপুষ্প যজ্ঞোপবীতবস্ত্রাসুরীয়ক গ্রহণ করে—“এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাসুরীয়ক যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে পূজককে দান করবেন। পূজক বলবেন,—“ওঁ স্বস্তি।” পরে যজমান কিছু অক্ষত (আতপ চাউল) নিয়ে পূজক ব্রাহ্মণের দক্ষিণ জানু ধরে বরণবাক্য পাঠ করবেন, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য (শূদ্রপক্ষে—শ্রীবিষ্ণুর্নমোহদ্য) অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—শ্রীঅমুকদাস) মৎসঙ্কল্পিত



শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকাপূজাকর্মণি পূজককর্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ ভবন্তুমহং ব্ণে।” পূজক ব্রাহ্মণ বলুন—“ওঁ বৃতোহস্মি।” যজমান কৃতাজলি হয়ে বলুন—“ওঁ যথাবিহিত পূজককর্ম কুরু।” পূজক বলুন—“ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি॥” তন্ত্রধারকেরও এই প্রকারে বরণ করতে হবে।

অতঃপর পূজক আসনে উপবেশন করে বৈদিক আচমন থেকে বরণ কার্যের পূর্বে করণীয় কর্ম সমাপ্ত করবেন। অর্থাৎ পূজায় বসার আগেই বরণ কার্যটি শেষ করবেন।

মন্ত্রাচমন—(দেবীকে হৃদয়ে চিত্তা করে) মূলমন্ত্র (ত্রীং) উচ্চারণ করে তিনবার আচমন করে “ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ” মন্ত্রে দ্বিরোষ্ঠমার্জ্জন, “ওঁ কুন্ডায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে কর প্রক্ষালন করে এরপর “ওঁ কুরুকুন্ডায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে মুখ, “ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ” মন্ত্রে ডাননাসা, “ওঁ বিপ্রচিত্রায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে বামনাসা, “ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে দক্ষিণ নেত্র, “ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে বামনেত্র, “ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে ডানকর্ণ, “ওঁ নীলায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে বামকর্ণ, “ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে নাভি, “ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে হৃদয়, “ওঁ মিত্রায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে মস্তক, “ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে ডানবাহু এবং “ওঁ মিত্রায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে বামবাহু স্পর্শ করে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করুন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—সম্মুখে ত্রিকোণমণ্ডল করে তার বাইরে বৃত্ত এবং তার বাইরে চতুষ্কোণ মণ্ডল জল দিয়ে অঙ্কিত করে

তার উপরে পূজা করুন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কৃম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।” এরপর “ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করে, “নমঃ” মন্ত্রে জলপূর্ণ করে, “ওঁ ত্রীং” মন্ত্রে কোশাতে দূর্বা, অক্ষত, বিল্বপত্র ও সচন্দন পুষ্প দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে অঙ্কুশ মুদ্রাযোগে কোশার জলে তীর্থাবাহন করবেন। যথা—“ক্রোং গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধো কারেবী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥” এরপর “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ” মন্ত্রে জলে



অঙ্কুশমুদ্রা



অবণ্ডঠনমুদ্রা



ধেনুমুদ্রা



যোনিমুদ্রা



মৎস্যমুদ্রা

গন্ধ-পুষ্প দিয়ে, “হ্রং” মন্ত্রে অবণ্ডঠন মুদ্রা, “বং” মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ করে, যোনিমুদ্রা দেখিয়ে, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন

করে, তার উপরে “ক্রীং” মূলমন্ত্র দশবার জপ করে, “ফট্” মন্ত্রে ঐ জল দিয়ে পূজার উপকরণ এবং নিজেকে অভ্যক্ষণ করবেন। এবার দ্বারপূজা করবেন।

দ্বারপূজা—উর্ধ্বে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ”। বামে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ”। দক্ষিণে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাং বটুকায় নমঃ”। অধোদেশে “ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ”। দ্বার চারিটিতে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ”, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ”, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ”, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ” নৈঋতে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ”, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া ত্রিবিধ বিদ্যাপসারণ করিবেন।

বিদ্যাপসারণ—মূলমন্ত্রে (ক্রীং) দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দিব্যবিদ্য, “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিদ্য এবং ভূমিতে বামপায়ের গোড়ালী দিয়ে তিনবার আঘাত করে ভৌমবিদ্যাপসারণ করে, “ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করে শ্বেতসর্ষপ বা অক্ষত দিয়ে “ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিদ্বকর্ভরন্তে নশ্যন্তু শিবাজ্জয়া ॥” “ওঁ সর্ববিদ্যানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা।” মন্ত্রে বিকিরণ করে ভূমিতে জল ছিটিয়ে ভূমি স্পর্শ করে “ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে, হুঁ ফট্ স্বাহা” মন্ত্র পাঠ করে ভূতাপসারণ করুন।

মাষভক্তবলি ও ভূতাপসারণ—এরপর কিছু অক্ষত বা শ্বেতসর্ষপ নিয়ে “ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা।

যে ভূতা বিদ্বকর্ভরন্তে নশ্যন্তু শিবাজ্জয়া ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্কে চণ্ডিকাক্ষেণ তাড়িতাঃ ॥ ওঁ বিনায়কাঃ বিদ্বকরাঃ মহোগ্রাঃ যজ্ঞদ্বিষো যে। পিশিতাশনাশ্চ সিদ্ধার্থকৈর্বজ্রসমানকল্লৈময়া নিরস্তাঃ বিদিশঃ প্রয়াস্তা ॥” মন্ত্র পাঠ করে দশদিকে ছড়িয়ে দিন ॥ তারপর ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করে তার উপর মাষভক্তবলি স্থাপন করে ভূতাদির আবাহন করবেন, যথা—“ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ সমিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত”, পরে “বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ” মন্ত্রে তিনবার কুশোদক দিয়ে অভ্যক্ষণ করে, গন্ধপুষ্প নিয়ে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষংবে নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা করে “এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করবেন। এরপর করজোড়ে পাঠ করবেন। “ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্তাত্র ভূতলে। তে গৃহুস্ত ময়া দত্তঃ বলিরেষ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তপিতাস্তুথা। দেশাদম্মাৎ বিনিসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্ ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” এরপর এক গণ্ডুষ জল নিয়ে—“ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্” মন্ত্রে দিয়ে, কিছু শ্বেত সরিষা নিয়ে “ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। ভূতানামবিরোধেন কালীপূজাং করোম্যহম্ ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্কে চণ্ডিকাক্ষেণ তাড়িতাঃ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করে “ফট্” মন্ত্রে দশদিকে ছড়িয়ে দেবেন। এরপর আসনশুদ্ধি করুন।



আসনশুদ্ধি—আসনের নিচে ত্রিকোণ মণ্ডল করে তার উপরে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশুদ্ধয়ে নমঃ, ওঁ কুম্ভায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করে তার উপর আসন পেতে আসন ধরে পাঠ করবেন। যথা—“ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কুম্ভোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষুণা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিতাং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥” তারপর গুরুপংক্তি প্রণাম করবেন। যথা (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, পরমগুরুভ্যো নমঃ, পরাপর গুরুভ্যো নমঃ”। (দক্ষিণে) “ওঁ গণেশায় নমঃ”, (উর্দ্ধে) “ওঁ ব্রহ্মাণে নমঃ”, (অধঃ) “ওঁ অনন্তায় নমঃ” (মধ্যে) “ওঁ নারায়ণায় নমঃ”, (সম্মুখে) “ওঁ শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্র পাঠ করবেন। তারপর মূলমন্ত্রে (ক্রীং) সব পূজোপকরণ অভ্যক্ষণ করে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে “ওঁ শতাভিষেকে হুঁ ফট্ স্বাহা” মন্ত্রে পুষ্প দেবীর অধিষ্ঠান চিন্তা করে “ওঁ পুষ্পকেতু রাজারহতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুঁ” মন্ত্রে নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ ও “ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা। মন্ত্রে পুষ্প শোধন করে নেবেন। এবার—

করশুদ্ধি—“এং অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে সচন্দন রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে “ক্রীং” মন্ত্রে দুই করতলে পেষণ করে “লং” মন্ত্রে আত্মাণ নিয়ে “হেসৌঃ” মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করুন। পরে “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে উর্দ্ধে তিনবার করতালি দিয়ে তুড়ি দিয়ে দশদিক বন্ধন করবেন। তারপর ভূতশুদ্ধি করবেন।

ভূতশুদ্ধি—‘রং’ মন্ত্র বলতে বলতে নিজের চতুর্দিকে জলের ধারা দিয়ে মনে মনে চিন্তা করবেন আপনি যেন বহি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তার মধ্যে বসে আছেন। এইরকম ভাবনা করে হাত দুটি চিৎ ভাবে উপর্যুপরি কোলে রেখে “সোহং” মন্ত্রে হৃৎপ্রদেশের দীপকলিকাকার জীবাত্তাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সাথে সুষুন্না পথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আত্তা নামক চক্র (চতুর্দল, ষড়দল, দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল ও দ্বিদলপদ্ম) ভেদ করে ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলের কর্ণিকা মধ্যে পরমাষ্ট্রাতে সংযোগ করে সেখানে দৈহিক পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে বিলীন করে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বামনাসাপুট রোধ করে “যং” এই ধূস্রবর্ণ বায়ুবীজ চিন্তা করে প্রাণায়ামানুসারে ১৬ বার জপ করে বামনাসা দিয়ে সমস্ত দেহ বায়ুতে আপ্রণ করবেন। তারপর “যং” বীজটি ৬৪ বার জপ করতে করতে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সাথে নিজদেহে শোষণ চিন্তা করবেন। তারপর ঐ “যং” বীজ ৩২ বার জপে দক্ষিণ নাসা দিয়ে বায়ু ত্যাগ করবেন। তারপর দক্ষিণ নাসাপুটে ‘রং’ রক্তবর্ণ এই বহিবীজ চিন্তা করে ১৬ বার জপ করে বায়ু দ্বারা দেহ পূরণ করবেন, তারপর ৬৪ বার জপে কুন্তক করে মূলাধারোখিত বহি দিয়ে কৃষ্ণবর্ণ



নারাচমুদ্রা

পাপপুরুষের সাথে দক্ষ চিন্তা করে পুনরায় ৩২ বার জপ করে বামনাসা দিয়ে দক্ষীভূত পাপপুরুষের ভস্মের সাথে বায়ুত্যাগ করবেন। পরে “ঊং” এই চন্দ্রবীজ শুরুবর্ণ চিন্তা করে ১৬ বার জপ করে পূর্বরূপ দেহ পূরণ করে “বং” এই বরুণবীজ ৬৪ বার জপে কুন্তক করে ললাটে চন্দ্র আনয়ন করে, চন্দ্র-বিগলিত মাতৃকাবর্ণাঙ্কিকা সুধা দিয়ে সমস্ত দেহ পুনরায় রচনা করবেন। পরে “লং” পৃথিবীবিজটিকে চিন্তা করে ৩২ বার জপে দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করে দক্ষিণ নাসা দিয়ে বায়ুত্যাগ করবেন, তারপর “হংসঃ” এই মন্ত্রে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে বিলীন চিন্তা করে কুলকুণ্ডলিনীসহ চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে আপন আপন স্থানে স্থাপন করে নিজ শরীরকে ইস্টদেবীর সদৃশ চিন্তা করবেন। প্রমাণ—“ততঃ ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামক্রমেন চ।”—জ্ঞানার্ণবে।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি—“রং” মন্ত্রে নিজের চতুর্দিকে জলধারা দিয়ে নিজেকে বহিঃ প্রাচীরের মধ্যবর্তী মনে মনে ভাবনা করবেন। তারপর নাসিকা টিপে ধরে নিম্নলিখিত মন্ত্র চারটি পাঠ করে দেবতাকে ভাবনা করলেই সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি হয়। মন্ত্র, যথা—

(১) ওঁ মূলশৃঙ্গাটচ্ছিরঃ সুযুন্মাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥ (২) ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥ (৩) ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা॥ (৪) ওঁ পরমশিব সুযুন্মাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জুল জুল প্রজুল প্রজুল হংসঃ সোহং স্বাহা॥ এরপর মাতৃকান্যাস করবেন।

মাতৃকান্যাস—“অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীছন্দো। মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ॥” শিরে—“ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।” মুখে—“ওঁ গায়ত্রৌ ছন্দসে নমঃ।” হৃদি—“ওঁ মাতৃকা-সরস্বত্যে দেবতায়ৈ নমঃ।” গুহে—“ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ।” পদে—“ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।” সর্বাস্থে—“ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।”

অষ্টম্মাতৃকান্যাস—ধ্যান মন্ত্র, যথা—“ওঁ আধারে লিঙ্গ নাভৌ হৃদয় সরসিজে তালুমূলে ললাটে, দ্বৈপত্রে ষোড়শারে দ্বাদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বাল মধ্যে ড ফ ক ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং। হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকল দলগতং বর্ণরূপং নমামি॥” এবার ন্যাস করুন, যথা—অং আং ইং ঙং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ৯ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কণ্ঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। বং শং ষং সং ইতি মূলাধারে। হং ক্ষং ইতি ক্রমধ্যে ন্যাসেৎ।

বাহ্যমাতৃকান্যাস—ধ্যান, যথা—“ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পদ্মধাবক্ষঃস্থলাং ভাস্বমৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনভুঙ্গন্তনীম্। মুদ্রামক্ষণং সুধাত্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাঙ্গুজৈর্কির্ভাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে।” এবার একটি পুষ্প নিয়ে দেহের যথাযথ স্থানে স্পর্শ করিয়ে বলুন, যথা—ললাটে—“অং নমঃ।” মুখে—“আং নমঃ।” দক্ষচক্ষুষি—“ইং নমঃ।” বাম কর্ণে—“



নমঃ।” দক্ষকর্ণে—“উং নমঃ।” বামকর্ণে—“উং নমঃ।” দক্ষনাসায়াং—“ঋং নমঃ।” বামনাসায়াং—“ঋং নমঃ।” দক্ষগণ্ডে—“ঌং নমঃ।” বামগণ্ডে—“ঌং নমঃ।” ওষ্ঠে—“এং নমঃ।” অধরে—“ঐং নমঃ।” উর্দ্ধদন্তপঙক্তৌ—“ওং নমঃ।” অধোদন্তপঙক্তৌ—“ওং নমঃ।” মস্তকে—“অং নমঃ।” মুখবিবরে—“অং নমঃ।” দক্ষিণবাহুমূলে—“কং নমঃ।” কুপরে—“খং নমঃ।” মণিবন্ধে—“গং নমঃ।” অঙ্গুলিমূলে—“ঘং নমঃ।” অঙ্গুল্যাগ্রে—“ঙং নমঃ।” বামবাহুমূলে—“চং নমঃ।” কুপরে—“ছং নমঃ।” মণিবন্ধে—“জং নমঃ।” অঙ্গুলিমূলে—“ঝং নমঃ।” অঙ্গুল্যাগ্রে—“ঞং নমঃ।” দক্ষিণোত্তরমূলে—“টং নমঃ।” জানুনি—“ঠং নমঃ।” গুল্ফে—“ডং নমঃ।” অঙ্গুলিমূলে—“ঢং নমঃ।” অঙ্গুল্যাগ্রে—“ণং নমঃ।” বামোত্তরমূলে—“তং নমঃ।” জানুনি—“থং নমঃ।” গুল্ফে—“দং নমঃ।” অঙ্গুলিমূলে—“ধং নমঃ।” অঙ্গুল্যাগ্রে—“নং নমঃ।” দক্ষপার্শ্বে—“পং নমঃ।” বামপার্শ্বে—“ফং নমঃ।” পৃষ্ঠদেশে—“বং নমঃ।” নাভৌ—“ভং নমঃ।” জঠরে—“মং নমঃ।” হৃদয়ে—“যং ত্রুগাত্তানে নমঃ।” দক্ষকন্ধে—“রং অসুগাত্তানে নমঃ।” ককুদি—“লং মাংসাত্তানে নমঃ।” বামকন্ধে—“বং মেদাত্তানে নমঃ।” হৃদয়াদি-দক্ষবাহুপর্যাত্তং—“শং অস্থাত্তানে নমঃ।” হৃদয়াদি-বামবাহুপর্যাত্তং—“যং মজ্জাত্তানে নমঃ।” হৃদয়াদি-দক্ষপাদপর্যাত্তং—“সং শুক্রাত্তানে নমঃ।” হৃদয়াদি-বামপাদপর্যাত্তং—“হং প্রাণাত্তানে নমঃ।” হৃদয়াদ্যুদরপর্যাত্তং—“লং জীবাত্তানে নমঃ।” হৃদয়াদিমুখপর্যাত্তং—“ক্ষং পরমাত্তানে নমঃ।”

সংহারমাতৃকান্যাস—ধ্যান মন্ত্র, যথা—“অক্ষশজং হরিণপোত-মৃদগ্ৰটকং বিদ্যাং কঠোরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলি-

মরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনশ্রাম্॥” এরপর পরবর্তী সকল মন্ত্রের আগে “ওঁ” যোগ করে পর পর ন্যাস করুন, যথা—“ক্ষং নমঃ”—হৃদয়াদি-মুখে, “লং নমঃ”—হৃদয়াদি-জঠরে, “হং নমঃ”—হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে, “সং নমঃ”—হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে, “ঘং নমঃ”—হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে, “শং নমঃ”—হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে, “বং নমঃ”—বামকন্ধে, “লং নমঃ”—ককুদি, “রং নমঃ”—দক্ষিণকন্ধে, “ঘং নমঃ”—হৃদি, “মং নমঃ”—উদরে, “ভং নমঃ”—নাভী, “বং নমঃ”—পৃষ্ঠে, “ফং নমঃ”—বামপার্শ্বে, “পং নমঃ”—দক্ষিণপার্শ্বে, “নং নমঃ”—বামপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, “ধং নমঃ”—অঙ্গুলিমূলে, “দং নমঃ”—গুল্ফে, “থং নমঃ”—জানুনি, “তং নমঃ”—বামপাদমূলে, “ণং নমঃ”—দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, “ঢং নমঃ”—অঙ্গুলিমূলে, “ডং নমঃ”—গুল্ফে, “ঠং নমঃ”—জানুনি, “টং নমঃ”—দক্ষপাদমূলে, “ঞং নমঃ”—বামকরাঙ্গুল্যাগ্রে, “ঝং নমঃ”—অঙ্গুলিমূলে, “জং নমঃ”—বাম মণিবন্ধে, “ছং নমঃ”—কূপরে, “চং নমঃ”—বামবাহুমূলে, “ঙং নমঃ”—দক্ষিণকরাঙ্গুল্যাগ্রে, “ঘং নমঃ”—অঙ্গুলিমূলে, “গং নমঃ”—দক্ষমণিবন্ধে, “ঋং নমঃ”—কূপরে, “কং নমঃ”—দক্ষবাহুমূলে, “অং নমঃ”—মুখে, “অং নমঃ”—মস্তকে, “ঔং নমঃ”—অধোদন্তপঙ্ক্তৌ, “ওং নমঃ”—উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ, “ঐং নমঃ”—অধরে, “এং নমঃ”—ওষ্ঠে, “ঐং নমঃ”—বামগণ্ডে, “ঐং নমঃ”—দক্ষিণগণ্ডে, “ঋং নমঃ”—বামনাসাপুটে, “ঋং নমঃ”—দক্ষিণনাসাপুটে, “উং নমঃ”—বামকর্ণে, “উং নমঃ”—দক্ষিণকর্ণে, “ঙং নমঃ”—বামনেত্রে, “ইং নমঃ”—দক্ষিণনেত্রে, “আং নমঃ”—মুখবৃত্তে, “অং নমঃ”—ললাটে। এরপর পীঠন্যাস করণীয়।



পীঠন্যাস—নিজের হৃদয়ে হাত রেখে “ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ, ওঁ কুম্ভায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায় নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।” দক্ষিণস্কন্ধে—“ওঁ ধর্মায় নমঃ।” বামস্কন্ধে—“ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।” দক্ষিণ উরুতে—“ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।” বামোরুতে—“ওঁ নমঃ।” দক্ষিণস্কন্ধে—“ওঁ ধর্মায় নমঃ।” বামস্কন্ধে—“ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।” দক্ষিণ উরুতে—“ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।” বামপার্শ্বে—“ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ।” মুখে—“ওঁ অধর্মায় নমঃ।” দক্ষপার্শ্বে—“ওঁ অভিজ্ঞানায় নমঃ।” নাভিতে—“ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ।” বামপার্শ্বে—“ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ।” পুনর্হৃদয়ে—“ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়নে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়নে নমঃ, ওঁ সং সত্যায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ কামিন্যৈ নমঃ, ওঁ কামদায়িন্যৈ নমঃ, ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ আনন্দায়ৈ নমঃ, ওঁ মনোম্যন্যৈ নমঃ, ওঁ অপরায়ে নমঃ, হ্রীং ওঁ পরাপরায়ৈ নমঃ, ওঁ হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ॥” এরপর প্রাণায়াম করবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণ নাসারন্ধ্র ধারণ করে মূলমন্ত্র (ক্ৰীং) অথবা “হ্রীং” বীজ ১৬ বার জপ দ্বারা বায়ু পূরণ করুন। পরে উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করে, চৌষটি (৬৪) বার জপপূর্বক কুস্তক করে বত্রিশ (৩২) বার জপ পূর্বক দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বায়ু রেচন করুন। এবার বিপরীত ভাবে অর্থাৎ উপরোক্ত ভাবে জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বায়ু পূরণ করে, দুটি নাসা রুদ্ধ করে কুস্তক করুন।

এবং বাম নাসা দিয়ে বায়ু পরিত্যাগ করুন। আবার বাম নাসায় বায়ু পূরণ করে কুস্তক করে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বায়ু পরিত্যাগ করুন। এইভাবে তিনবার করলে একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ষোল, কুস্তকে চৌষটি ও রেচকে বত্রিশবার করতে হয়। অসমর্থ হলে একবার করলেও প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশক্তপক্ষে ষোলবার স্থলে চারবার, চৌষটিবার স্থলে ষোলবার এবং বত্রিশবার স্থলে আটবার জপ করলেও সিদ্ধ হয়। এরপর ঋষ্যাদিন্যাস করুন।

ঋষ্যাদিন্যাস—কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ্য, যথা—“অস্য দক্ষিণকালিকা মন্ত্রস্য ভৈরবঋষিরুষ্ণিক্ছন্দঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকা দেবতা, হ্রীং বীজং হুং শক্তিঃ, ক্রীং কীলকং, পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ॥” পরে গন্ধপুষ্প দিয়ে যথাস্থান স্পর্শ করুন, যথা—শিরসি—“ওঁ ভৈরবঋষয়ে নমঃ”, মুখে—“ওঁ উষ্ণিক্ছন্দসে নমঃ”, হৃদয়ে—“ওঁ শ্রীমদক্ষিণকালিকাদেবতায়ৈ নমঃ”, ওহে—“ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ”, পাদয়োঃ—“ওঁ হুং শক্তয়ে নমঃ”, সর্বাস্তে—“ওঁ ক্রীং কীলকায় নমঃ”॥ এরপর করন্যাস এবং অঙ্গন্যাস করবেন।

করন্যাস—“ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রীং তজ্জলীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥”

অঙ্গন্যাস—“ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্রুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্রৈং কবচায় হুং, ওঁ ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।” (এইরূপ করন্যাস একাক্ষর বীজ মন্ত্রের পূজার প্রয়োগ হইবে)। অন্যথায়—



“হাং হৃদয়ায় নমঃ” এইক্রমে করাজন্যাস করুন, অতঃপর বর্ণন্যাস করুন।

বর্ণন্যাস—একটি গন্ধপুষ্প নিয়ে যথাস্থানে স্পর্শ করুন। মন্ত্র, যথা—হৃদয়ে—“ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঋং ঌং ৯ং ১০ং নমঃ,” দক্ষিণবাহতে—“ওঁ এং ঐং ওং ঔং অং অং কং খং গং ঘং নমঃ,” বামবাহতে—“ওঁ ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ,” দক্ষিণপাদে—“ওঁ ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ,” বামপাদে—“ওঁ মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।” এরপর ষোড়ান্যাস করুন।

ষোড়ান্যাসের প্রমাণ—মাতৃকা ‘তার’ সংপূটাং মাতৃকা পুটিতং তারং, শ্রীবীজং পুটিতাং তান্ত মাতৃকা পুটিতান্ততং। কামেন পুটিতাং দেবীং তং পটাং কামমেব চ। শক্ত্যা চ পুটিতাং দেবী শক্তিঞ্চ তংপুটাং ন্যাসেৎ। ক্রীং দ্বন্দ্বঞ্চ পুনন্যস্তা ঋং ঌং ৯ং ১০ং পূর্ববৎ। মূলেণ পুটিতাং দেবীং তং পুটাং মূলমেব চ। অনুলোম বিলোমেন ন্যস্য মন্ত্রং যথাবিধি। মূলেনাষ্টশতং কুর্যাদ্যাপকং তদনন্তরম্॥

বৃহৎ ষোড়ান্যাস (ধ্যানম্)—কৃষ্ণমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করে “ওঁ কালীং কল্যাণরূপাং ত্রিজগতি সুমহানন্দসন্দোহবৃন্দমোহঞ্চংসৈকহেতুং, ক্ষমসহনমহাভৈরবানন্দসঙ্ঘাম্। বর্ণাখ্যাং মঙ্গলাখ্যাং মরকতমণিভামীশ্বরীং মোহহন্ত্রীং। বন্দে ষোড়শং মহাখ্যাং প্রথমপরিলসৎ কালরূপাং ত্রিনেত্রাম্॥” ধ্যানান্তে পুষ্পটি দেবীর উদ্দেশ্যে দিয়ে তারপর পুষ্প নিয়ে মাতৃকান্যাসের বা তত্ত্বমুদ্রার রীতিতে ন্যাস করবেন।

ষোড়ান্যাস—ললাটে—অং নমঃ। মুখবৃত্তে—আং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—ইং নমঃ। বামনেত্রে—ঈং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—উং নমঃ। বামকর্ণে—ঊং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—ঋং নমঃ। বামনাসায়াং—ঌং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—৯ং নমঃ। বামগণ্ডে—১০ং নমঃ, ওষ্ঠে—এং নমঃ। অধরে—ঐং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—ওং নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—ঔং নমঃ। মস্তকে—অং নমঃ। মুখে—অং নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—কং নমঃ। কূপরে—খং নমঃ। মণিবন্ধে—গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঙং নমঃ। বামবাহুমূলে—চং নমঃ। কূপরে—ছং নমঃ। মণিবন্ধে—জং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঝং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঞং নমঃ। দক্ষিণগুরুমূলে—টং নমঃ। জানুনি—ঠং নমঃ। গুল্ফে—ডং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঢং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ণং নমঃ। বামগুরুমূলে—তং নমঃ। জানুনি—থং নমঃ। গুল্ফে—দং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ধং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—নং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—পং নমঃ। বামপার্শ্বে—ফং নমঃ। পৃষ্ঠে—বং নমঃ। নাভৌ—ভং নমঃ। উদরে—মং নমঃ। হৃদয়ে—যং নমঃ। দক্ষিণক্ষত্রে—রং নমঃ। ককুদি—লং নমঃ। বামক্ষত্রে—বং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—শং নমঃ। হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে—ষং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—সং নমঃ। হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—হং নমঃ। হৃদয়াদি-জঠরে—লং নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—ক্ষং নমঃ॥

ঐ-কারপুটিত মাতৃকান্যাস—ললাটে—ওঁ অং ওঁ নমঃ। মুখবৃত্তে—ওঁ আং ওঁ নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—ওঁ ইং ওঁ নমঃ। বামনেত্রে—ওঁ ঈং ওঁ নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—ওঁ উং ওঁ নমঃ। বামকর্ণে—ওঁ ঊং ওঁ নমঃ। দক্ষিণ নাসায়াং—ওঁ ঋং ওঁ নমঃ। বাম নাসায়াং—

ওঁ ঋং ওঁ নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—ওঁ ৯ং ওঁ নমঃ। বামগণ্ডে—ওঁ ৯ং ওঁ নমঃ। ওষ্ঠে—ওঁ এং ওঁ নমঃ। অধরে—ওঁ ঐং ওঁ নমঃ।  
 উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—ওঁ ওং ওঁ নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—ওঁ ঔং ওঁ নমঃ। মস্তকে—ওঁ অং ওঁ নমঃ। মুখে—ওঁ অঃ ওঁ নমঃ।  
 দক্ষিণবাহুমূলে—ওঁ কং ওঁ নমঃ। কূপরে—ওঁ খং ওঁ নমঃ। মণিবন্ধে—ওঁ গং ওঁ নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঘং ওঁ নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—  
 ওঁ ঙং ওঁ নমঃ। বামবাহুমূলে—ওঁ চং ওঁ নমঃ। কূপরে—ওঁ ছং ওঁ নমঃ। মণিবন্ধে—ওঁ জং ওঁ নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঝং ওঁ  
 নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ওঁ ঞং ওঁ নমঃ। দক্ষিণগুরুমূলে—ওঁ টং ওঁ নমঃ। জানুনি—ওঁ ঠং ওঁ নমঃ। গুল্ফে—ওঁ ডং ওঁ নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—  
 ওঁ ঢং ওঁ নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ওঁ ণং ওঁ নমঃ। বামগুরুমূলে—ওঁ তং ওঁ নমঃ। জানুনি—ওঁ থং ওঁ নমঃ। গুল্ফে—ওঁ দং ওঁ নমঃ।  
 অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ধং ওঁ নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ওঁ নং ওঁ নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ পং ওঁ নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ ফং ওঁ নমঃ। পৃষ্ঠে—  
 ওঁ বং ওঁ নমঃ। নাভৌ—ওঁ ভং ওঁ নমঃ। উদরে—ওঁ মং ওঁ নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ যং ওঁ নমঃ। দক্ষিণকক্ষে—ওঁ রং ওঁ নমঃ। ককুদি—  
 ওঁ লং ওঁ নমঃ। বামকক্ষে—ওঁ বং ওঁ নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—ওঁ শং ওঁ নমঃ। হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে—ওঁ ষং ওঁ নমঃ। হৃদয়াদি-  
 দক্ষিণপাদাগ্রে—ওঁ সং ওঁ নমঃ। হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—ওঁ হং ওঁ নমঃ। হৃদয়াদি-জঠরে—ওঁ লং ওঁ নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—ওঁ ক্ষং  
 ওঁ নমঃ॥

মাতৃকাপুটিতা ঐ-কারন্যাস—ললাটে—অং ওঁ অং নমঃ। মুখবৃত্তে—আং ওঁ আং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—ইং ওঁ ইং নমঃ। বামনেত্রে—  
 ঈং ওঁ ঈং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—উং ওঁ উং নমঃ। বামকর্ণে—উং ওঁ উং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—ঋং ওঁ ঋং নমঃ। বামনাসায়াং—ঋং ওঁ  
 ঋং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—৯ং ওঁ ৯ং নমঃ। বামগণ্ডে—৯ং ওঁ ৯ং নমঃ। ওষ্ঠে—এং ওঁ এং নমঃ। অধরে—ঐং ওঁ ঐং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—  
 ওং ওঁ ওং নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—ঔং ওঁ ঔং নমঃ। মস্তকে—অং ওঁ অং নমঃ। মুখে—অঃ ওঁ অঃ নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—কং ওঁ কং  
 নমঃ। কূপরে—খং ওঁ খং নমঃ। মণিবন্ধে—গং ওঁ গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং ওঁ ঘং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঙং ওঁ ঙং নমঃ। বামবাহুমূলে—  
 চং ওঁ চং নমঃ। কূপরে—ছং ওঁ ছং নমঃ। মণিবন্ধে—জং ওঁ জং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঝং ওঁ ঝং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঞং ওঁ ঞং নমঃ।  
 দক্ষিণগুরুমূলে—টং ওঁ টং নমঃ। জানুনি—ঠং ওঁ ঠং নমঃ। গুল্ফে—ডং ওঁ ডং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঢং ওঁ ঢং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ণং  
 ওঁ ণং নমঃ। বামগুরুমূলে—তং ওঁ তং নমঃ। জানুনি—থং ওঁ থং নমঃ। গুল্ফে—দং ওঁ দং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ধং ওঁ ধং নমঃ।  
 অঙ্গুল্যাগ্রে—নং ওঁ নং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—পং ওঁ পং নমঃ। বামপার্শ্বে—ফং ওঁ ফং নমঃ। পৃষ্ঠে—বং ওঁ বং নমঃ। নাভৌ—ভং ওঁ ভং  
 নমঃ। উদরে—মং ওঁ মং নমঃ। হৃদয়ে—যং ওঁ যং নমঃ। দক্ষিণকক্ষে—রং ওঁ রং নমঃ। ককুদি—লং ওঁ লং নমঃ। বামকক্ষে—বং ওঁ  
 বং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—শং ওঁ শং নমঃ। হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে—ষং ওঁ ষং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—সং ওঁ সং নমঃ।



হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—হং ওঁ হং নমঃ। হৃদয়াদি-জঠরে—লং ওঁ লং নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—ক্ষং ওঁ ক্ষং নমঃ॥

শ্রীবীজপুটিতা মাতৃকাত্যাস—ললাটে—শ্রীং অং শ্রীং নমঃ। মুখবৃত্তে—শ্রীং আং শ্রীং নমঃ। দক্ষিণেন্দ্রে—শ্রীং ইং শ্রীং নমঃ।  
বামেন্দ্রে—শ্রীং ঈং শ্রীং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—শ্রীং উং শ্রীং নমঃ। বামকর্ণে—শ্রীং উং শ্রীং নমঃ। দক্ষিণনাসায়—শ্রীং ঋং শ্রীং  
নমঃ। বামনাসায়—শ্রীং ঋং শ্রীং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—শ্রীং ঌং শ্রীং নমঃ। বামগণ্ডে—শ্রীং ঌং শ্রীং নমঃ। ওষ্ঠে—শ্রীং এং শ্রীং  
নমঃ। অধরে—শ্রীং ঐং শ্রীং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—শ্রীং ওং শ্রীং নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—শ্রীং ওং শ্রীং নমঃ। মস্তকে—শ্রীং  
অং শ্রীং নমঃ। মুখে—শ্রীং অং শ্রীং নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—শ্রীং কং শ্রীং নমঃ। কপূরে—শ্রীং খং শ্রীং নমঃ। মণিবন্ধে—শ্রীং  
গং শ্রীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—শ্রীং ঘং শ্রীং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—শ্রীং ঙং শ্রীং নমঃ। বামবাহুমূলে—শ্রীং চং শ্রীং নমঃ। কপূরে—  
শ্রীং ছং শ্রীং নমঃ। মণিবন্ধে—শ্রীং জং শ্রীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—শ্রীং ঝং শ্রীং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—শ্রীং ঞং শ্রীং নমঃ। দক্ষিণোরুমূলে—  
শ্রীং টং শ্রীং নমঃ। জানুনি—শ্রীং ঠং শ্রীং নমঃ। গুল্ফে—শ্রীং ডং শ্রীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—শ্রীং ঢং শ্রীং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—  
শ্রীং ণং শ্রীং নমঃ। বামোরুমূলে—শ্রীং তং শ্রীং নমঃ। জানুনি—শ্রীং থং শ্রীং নমঃ। গুল্ফে—শ্রীং দং শ্রীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—  
শ্রীং ধং শ্রীং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—শ্রীং নং শ্রীং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—শ্রীং পং শ্রীং নমঃ। বামপার্শ্বে—শ্রীং ফং শ্রীং নমঃ। পৃষ্ঠে—

শ্রীং বং শ্রীং নমঃ। নাভৌ—শ্রীং ভং শ্রীং নমঃ। উদরে—শ্রীং মং শ্রীং নমঃ। হৃদয়ে—শ্রীং যং শ্রীং নমঃ। দক্ষিণক্লে—শ্রীং  
রং শ্রীং নমঃ। ককুদি—শ্রীং লং শ্রীং নমঃ। বামক্লে—শ্রীং বং শ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—শ্রীং শং শ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-  
বামকরাগ্রে—শ্রীং ষং শ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—শ্রীং সং শ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—শ্রীং হং শ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-  
জঠরে—শ্রীং লং শ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—শ্রীং ক্ষং শ্রীং নমঃ।

মাতৃকাপুটিতা শ্রীবীজত্যা—ললাটে—অং শ্রীং অং নমঃ। মুখবৃত্তে—আং শ্রীং আং নমঃ। দক্ষিণেন্দ্রে—ইং শ্রীং ইং নমঃ।  
বামেন্দ্রে—ঈং শ্রীং ঈং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—উং শ্রীং উং নমঃ। বামকর্ণে—উং শ্রীং উং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—ঋং শ্রীং ঋং নমঃ।  
বামনাসায়াং—ঋং শ্রীং ঋং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—ঌং শ্রীং ঌং নমঃ। বামগণ্ডে—ঌং শ্রীং ঌং নমঃ। ওষ্ঠে—এং শ্রীং এং নমঃ। অধরে—  
ঐং শ্রীং ঐং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—ওং শ্রীং ওং নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—ওং শ্রীং ওং নমঃ। মস্তকে—অং শ্রীং অং নমঃ। মুখে—  
অং শ্রীং অং নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—কং শ্রীং কং নমঃ। কপূরে—খং শ্রীং খং নমঃ। মণিবন্ধে—গং শ্রীং গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং শ্রীং  
ঘং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঙং শ্রীং ঙং নমঃ। বামবাহুমূলে—চং শ্রীং চং নমঃ। কপূরে—ছং শ্রীং ছং নমঃ। মণিবন্ধে—জং শ্রীং জং নমঃ।  
অঙ্গুলিমূলে—ঝং শ্রীং ঝং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঞং শ্রীং ঞং নমঃ। দক্ষিণোরুমূলে—টং শ্রীং টং নমঃ। জানুনি—ঠং শ্রীং ঠং নমঃ।  
গুল্ফে—ডং শ্রীং ডং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঢং শ্রীং ঢং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ণং শ্রীং ণং নমঃ। বামোরুমূলে—তং শ্রীং তং নমঃ। জানুনি—



খং শ্রীং খং নমঃ। গুল্ফে—দং শ্রীং দং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ধং শ্রীং ধং নমঃ। অঙ্গুলাগ্রে—নং শ্রীং নং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—পং শ্রীং পং নমঃ। বামপার্শ্বে—ফং শ্রীং ফং নমঃ। পৃষ্ঠে—বং শ্রীং বং নমঃ। নাভৌ—ভং শ্রীং ভং নমঃ। উদরে—মং শ্রীং মং নমঃ। হৃদয়ে—যং শ্রীং যং নমঃ। দক্ষিণক্কে—রং শ্রীং রং নমঃ। ককুদি—লং শ্রীং লং নমঃ। বামক্কে—বং শ্রীং বং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—শং শ্রীং শং নমঃ। হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে—ষং শ্রীং ষং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—সং শ্রীং সং নমঃ। হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—হং শ্রীং হং নমঃ। হৃদয়াদিজঠরে—লং শ্রীং লং নমঃ। হৃদয়াদিমুখে—ক্ষং শ্রীং ক্ষং নমঃ॥

কায়বীজপুটিত মাতৃকাল্যাস—ললাটে—ক্লীং অং ক্লীং নমঃ। মুখবৃত্তে—ক্লীং আং ক্লীং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—ক্লীং ইং ক্লীং নমঃ। বামনেত্রে—ক্লীং ঙং ক্লীং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—ক্লীং উং ক্লীং নমঃ। বামকর্ণে—ক্লীং উং ক্লীং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—ক্লীং ঞং ক্লীং নমঃ। বামনাসায়াং—ক্লীং ঞং ক্লীং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—ক্লীং ঞং ক্লীং নমঃ। বামগণ্ডে—ক্লীং ঞং ক্লীং নমঃ। ওষ্ঠে—ক্লীং এং ক্লীং নমঃ। অধরে—ক্লীং ঐং ক্লীং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙক্তৌ—ক্লীং ওং ক্লীং নমঃ। অধোদন্তপঙক্তৌ—ক্লীং ওং ক্লীং নমঃ। মস্তকে—ক্লীং অং ক্লীং নমঃ। মুখে—ক্লীং অং ক্লীং নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—ক্লীং কং ক্লীং নমঃ। কূপরে—ক্লীং খং ক্লীং নমঃ। মণিবন্ধে—ক্লীং গং ক্লীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ক্লীং ঘং ক্লীং নমঃ। অঙ্গুলাগ্রে—ক্লীং ঙং ক্লীং নমঃ। বামবাহুমূলে—ক্লীং চং ক্লীং নমঃ। কূপরে—ক্লীং ছং ক্লীং নমঃ। মণিবন্ধে—ক্লীং জং ক্লীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ক্লীং ঝং ক্লীং নমঃ। অঙ্গুলাগ্রে—ক্লীং ঞং ক্লীং নমঃ। দক্ষিণোরুমূলে—

ক্লীং টং ক্লীং নমঃ। জানুনি—ক্লীং ঠং ক্লীং নমঃ। গুল্ফে—ক্লীং ডং ক্লীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ক্লীং ঢং ক্লীং নমঃ। অঙ্গুলাগ্রে—ক্লীং ণং ক্লীং নমঃ। বামোরুমূলে—ক্লীং তং ক্লীং নমঃ। জানুনি—ক্লীং থং ক্লীং নমঃ। গুল্ফে—ক্লীং দং ক্লীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ক্লীং ধং ক্লীং নমঃ। অঙ্গুলাগ্রে—ক্লীং নং ক্লীং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ক্লীং পং ক্লীং নমঃ। বামপার্শ্বে—ক্লীং ফং ক্লীং নমঃ। পৃষ্ঠে—ক্লীং বং ক্লীং নমঃ। নাভৌ—ক্লীং ভং ক্লীং নমঃ। উদরে—ক্লীং মং ক্লীং নমঃ। হৃদয়ে—ক্লীং যং ক্লীং নমঃ। দক্ষিণক্কে—ক্লীং রং ক্লীং নমঃ। ককুদি—ক্লীং লং ক্লীং নমঃ। বামক্কে—ক্লীং বং ক্লীং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—ক্লীং শং ক্লীং নমঃ। হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে—ক্লীং ষং ক্লীং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—ক্লীং সং ক্লীং নমঃ। হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—ক্লীং হং ক্লীং নমঃ। হৃদয়াদি-জঠরে—ক্লীং লং ক্লীং নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—ক্লীং ক্ষং ক্লীং নমঃ॥

মাতৃকাপুটিতা কায়বীজল্যাস—ললাটে—অং ক্লীং অং নমঃ। মুখবৃত্তে—আং ক্লীং আং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—ইং ক্লীং ইং নমঃ। বামনেত্রে—ঈং ক্লীং ঈং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—উং ক্লীং উং নমঃ। বামকর্ণে—উং ক্লীং উং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—ঞং ক্লীং ঞং নমঃ। বামনাসায়াং—ঞং ক্লীং ঞং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—ঞং ক্লীং ঞং নমঃ। বামগণ্ডে—ঞং ক্লীং ঞং নমঃ। ওষ্ঠে—এং ক্লীং এং নমঃ। অধরে—ঐং ক্লীং ঐং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙক্তৌ—ওং ক্লীং ওং নমঃ। অধোদন্তপঙক্তৌ—ওং ক্লীং ওং নমঃ। মস্তকে—অং ক্লীং অং নমঃ। মুখে—অং ক্লীং অং নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—কং ক্লীং কং নমঃ। কূপরে—খং ক্লীং খং নমঃ। মণিবন্ধে—গং ক্লীং গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং ক্লীং ঘং নমঃ।



2

অঙ্গুল্যাগ্রে—ঙং ক্লীং ঙং নমঃ। বামবাহুমূলে—চং ক্লীং চং নমঃ। কূর্ণরে—ছং ক্লীং ছং নমঃ। মণিবন্ধে—জং ক্লীং জং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—  
ঝং ক্লীং ঝং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঞং ক্লীং ঞং নমঃ। দক্ষিণোৰুমূলে—টং ক্লীং টং নমঃ। জানুনি—ঠং ক্লীং ঠং নমঃ। গুল্ফে—ডং ক্লীং ডং  
নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঢং ক্লীং ঢং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ণং ক্লীং ণং নমঃ। বামোৰুমূলে—তং ক্লীং তং নমঃ। জানুনি—থং ক্লীং থং নমঃ।  
গুল্ফে—দং ক্লীং দং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ধং ক্লীং ধং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—নং ক্লীং নং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—পং ক্লীং পং নমঃ। বামপার্শ্বে—  
ফং ক্লীং ফং নমঃ। পৃষ্ঠে—বং ক্লীং বং নমঃ। নাভৌ—ভং ক্লীং ভং নমঃ। উদরে—মং ক্লীং মং নমঃ। হৃদয়ে—যং ক্লীং যং নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—  
রং ক্লীং রং নমঃ। ককুদি—লং ক্লীং লং নমঃ। বামস্কন্ধে—বং ক্লীং বং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—শং ক্লীং শং নমঃ। হৃদয়াদি-  
বামকরাগ্রে—ষং ক্লীং ষং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—সং ক্লীং সং নমঃ। হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—হং ক্লীং হং নমঃ। হৃদয়াদি-জঠরে—  
লং ক্লীং লং নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—ক্ষং ক্লীং ক্ষং নমঃ।

শক্তিবীজপুটিতা মাতৃকান্যাস—ললাটে—হ্রীং অং হ্রীং নমঃ। মুখবৃত্তে—হ্রীং আং হ্রীং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—হ্রীং ইং হ্রীং নমঃ।  
বামনেত্রে—হ্রীং ঙং হ্রীং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—হ্রীং উং হ্রীং নমঃ। বামকর্ণে—হ্রীং উং হ্রীং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—হ্রীং ঞং হ্রীং নমঃ।  
বামনাসায়াং—হ্রীং ঞং হ্রীং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—হ্রীং ণং হ্রীং নমঃ। বামগণ্ডে—হ্রীং ণং হ্রীং নমঃ। ওষ্ঠে—হ্রীং এং হ্রীং নমঃ।

५

অধরে—হ্রীং ঐং হ্রীং নমঃ। উদ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—হ্রীং ওং হ্রীং নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—হ্রীং ঔং হ্রীং নমঃ। মন্তকে—হ্রীং অং হ্রীং নমঃ। মুখে—হ্রীং অঃ হ্রীং নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—হ্রীং কং হ্রীং নমঃ। কূপরে—হ্রীং খং হ্রীং নমঃ। মণিবন্ধে—হ্রীং গং হ্রীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—হ্রীং ঘং হ্রীং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—হ্রীং ঙং হ্রীং নমঃ। বামবাহুমূলে—হ্রীং চং হ্রীং নমঃ। কূপরে—হ্রীং ছং হ্রীং নমঃ। মণিবন্ধে—হ্রীং জং হ্রীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—হ্রীং ঝং হ্রীং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—হ্রীং ঞং হ্রীং নমঃ। দক্ষিণোক্ষমূলে—হ্রীং টং হ্রীং নমঃ। জানুনি—হ্রীং ঠং হ্রীং নমঃ। গুল্ফে—হ্রীং ডং হ্রীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—হ্রীং ঢং হ্রীং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—হ্রীং ণং হ্রীং নমঃ। বামোক্ষমূলে—হ্রীং তং হ্রীং নমঃ। জানুনি—হ্রীং থং হ্রীং নমঃ। গুল্ফে—হ্রীং দং হ্রীং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—হ্রীং ধং হ্রীং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—হ্রীং নং হ্রীং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—হ্রীং পং হ্রীং নমঃ। বামপার্শ্বে—হ্রীং ফং হ্রীং নমঃ। পৃষ্ঠে—হ্রীং বং হ্রীং নমঃ। নাভৌ—হ্রীং ভং হ্রীং নমঃ। উদরে—হ্রীং মং হ্রীং নমঃ। হৃদয়ে—হ্রীং যং হ্রীং নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—হ্রীং রং হ্রীং নমঃ। ককুদি—হ্রীং লং হ্রীং নমঃ। বামস্কন্ধে—হ্রীং বং হ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—হ্রীং শং হ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে—হ্রীং ষং হ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—হ্রীং সং হ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—হ্রীং হং হ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-জঠরে—হ্রীং লং হ্রীং নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—হ্রীং ক্ষং হ্রীং নমঃ॥



মাতৃকাপুটিতা শক্তিবিজ্ঞান্যাস—ললাটে—অং হ্রীং অং নমঃ। মুখবৃত্তে—আং হ্রীং আং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—ইং হ্রীং ইং নমঃ।  
 বামনেত্রে—ঈং হ্রীং ঈং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—উং হ্রীং উং নমঃ। বামকর্ণে—উং হ্রীং উং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—ঋং হ্রীং ঋং নমঃ।  
 বামনাসায়াং—ঋং হ্রীং ঋং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—৯ং হ্রীং ৯ং নমঃ। বামগণ্ডে—৯ং হ্রীং ৯ং নমঃ। ওষ্ঠে—এং হ্রীং এং নমঃ। অধরে—ঐং  
 হ্রীং ঐং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—ওং হ্রীং ওং নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—ওং হ্রীং ওং নমঃ। মস্তকে—অং হ্রীং অং নমঃ। মুখে অং হ্রীং অং  
 নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—কং হ্রীং কং নমঃ। কূপরে—খং হ্রীং খং নমঃ। মণিবন্ধে—গং হ্রীং গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং হ্রীং ঘং নমঃ।  
 অঙ্গুল্যাগ্রে—ঙং হ্রীং ঙং নমঃ। বামবাহুমূলে—চং হ্রীং চং নমঃ। কূপরে—ছং হ্রীং ছং নমঃ। মণিবন্ধে—জং হ্রীং জং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—  
 ঝং হ্রীং ঝং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঞং হ্রীং ঞং নমঃ। দক্ষিণোন্মূলে—টং হ্রীং টং নমঃ। জানুনি—ঠং হ্রীং ঠং নমঃ। গুল্ফে—ডং হ্রীং ডং  
 নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঢং হ্রীং ঢং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ণং হ্রীং ণং নমঃ। বামোন্মূলে—তং হ্রীং তং নমঃ। জানুনি—থং হ্রীং থং নমঃ।  
 গুল্ফে—দং হ্রীং দং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ধং হ্রীং ধং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—নং হ্রীং নং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—পং হ্রীং পং নমঃ। বামপার্শ্বে—  
 ফং হ্রীং ফং নমঃ। পৃষ্ঠে—বং হ্রীং বং নমঃ। নাভৌ—ভং হ্রীং ভং নমঃ। উদরে—মং হ্রীং মং নমঃ। হৃদয়ে—যং হ্রীং যং নমঃ। দক্ষিণক্লে-  
 রং হ্রীং রং নমঃ। ককুদি—লং হ্রীং লং নমঃ। বামক্লে-বং হ্রীং বং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—শং হ্রীং শং নমঃ। হৃদয়াদি-

বামকরাগ্রে—ষং হ্রীং ষং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—সং হ্রীং সং নমঃ। হৃদয়াদি-বামপাদাগ্রে—হং হ্রীং হং নমঃ। হৃদয়াদি-জঠরে—  
 লং হ্রীং লং নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—ক্ষং হ্রীং ক্ষং নমঃ।

ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং পুটিত মাতৃকান্যাস—ললাটে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং অং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং  
 ৯ং নমঃ। মুখবৃত্তে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং আং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং  
 ইং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। বামনেত্রে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং ঈং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ।  
 দক্ষিণকর্ণে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং উং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। বামকর্ণে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং উং ক্রীং  
 ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং ঋং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ।  
 বামনাসায়াং—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং ঋং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং ৯ং ক্রীং  
 ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। বামগণ্ডে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং ৯ং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। ওষ্ঠে—ক্রীং ক্রীং ঋং  
 ঋং ৯ং ৯ং এং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। অধরে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং ঐং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ।  
 উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং ওং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং







৯০ নমঃ। হৃদয়াদি-মুখে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং নমঃ।

মাতৃকাপুটিতা ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং বর্ণন্যাস—ললাটে—অং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং অং নমঃ। মুখবৃত্তে—  
আং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং আং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—ইং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ইং নমঃ। বামননেত্রে—ঈং ক্রীং ক্রীং  
ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঈং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—উং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং উং নমঃ। বামকর্ণে—উং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং  
উং নমঃ। দক্ষিণনাসায়াং—ঋং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঋং নমঃ। বামননাসায়াং—ঋং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঋং নমঃ।  
দক্ষিণগণ্ডে—১ং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ১ং নমঃ। বামগণ্ডে—৯ং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ৯ং নমঃ। ওষ্ঠে—এং ক্রীং  
ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং এং নমঃ। অধরে—এং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং এং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ—ওং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং  
১ং ৯ং ৯ং ওং নমঃ। অধোদন্তপঙ্ক্তৌ—ওং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ওং নমঃ। মস্তকে—অং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং অং  
নমঃ। মুখে—অঃ ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং অঃ নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—কং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং কং নমঃ। কূপরে—  
ঋং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঋং নমঃ। মণিবন্ধে—গং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং ক্রীং ক্রীং ঋং  
ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঘং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঙং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঙং নমঃ। বামবাহুমূলে—চং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং চং

নমঃ। কূপরে—ছং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ছং নমঃ। মণিবন্ধে—জং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং জং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—  
ঝং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঝং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ঞং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঞং নমঃ। দক্ষিণগুরুমূলে—টং ক্রীং ক্রীং  
ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং টং নমঃ। জানুনি—ঠং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঠং নমঃ। গুলফে—ডং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ডং নমঃ।  
অঙ্গুলিমূলে—ঢং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ঢং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—ণং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ণং নমঃ। বামগুরুমূলে—তং  
ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং তং নমঃ। জানুনি—থং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং থং নমঃ। গুলফে—দং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং  
৯ং ৯ং দং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ধং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ধং নমঃ। অঙ্গুল্যাগ্রে—নং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং নং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—  
পং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং পং নমঃ। বামপার্শ্বে—ফং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ফং নমঃ। পৃষ্ঠে—বং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং  
১ং ৯ং ৯ং বং নমঃ। নাভৌ—ভং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ভং নমঃ। উদরে—মং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং মং নমঃ। হৃদয়ে—  
যং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং যং নমঃ। দক্ষিণকঙ্কে—রং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং রং নমঃ। ককুদি—লং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং  
১ং ৯ং ৯ং লং নমঃ। বামকঙ্কে—বং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং বং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে—শং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং  
শং নমঃ। হৃদয়াদি-বামকরাগ্রে—ষং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং ষং নমঃ। হৃদয়াদি-দক্ষিণপাদাগ্রে—সং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ১ং ৯ং ৯ং



88

# শ্রীশ্রীকালীপূজা পদ্ধতি

# দ্বিতীয় পর্ব

82

গং ক্রীং গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং ক্রীং ঘং নমঃ। অঙ্গুলি অগ্রে—ঙং ক্রীং ঙং নমঃ। বামবাহুমূলে—চং ক্রীং চং নমঃ। কূর্ণরে—  
ছং ক্রীং ছং নমঃ। মণিবন্ধে—জং ক্রীং জং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঝং ক্রীং ঝং নমঃ। অঙ্গুলি অগ্রে—ঞং ক্রীং ঞং নমঃ। দক্ষিণ  
উরুমূলে—টং ক্রীং টং নমঃ। জানুতে—ঠং ক্রীং ঠং নমঃ। গুলফে—ডং ক্রীং ডং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঢং ক্রীং ঢং নমঃ। অঙ্গুলি  
অগ্রে—ণং ক্রীং ণং নমঃ। বাম উরুমূলে—তং ক্রীং তং নমঃ। জানুতে—থং ক্রীং থং নমঃ। গুলফে—দং ক্রীং দং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—  
ধং ক্রীং ধং নমঃ। অঙ্গুলি অগ্রে—নং ক্রীং নং নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে—পং ক্রীং পং নমঃ। বাম পার্শ্বে—ফং ক্রীং ফং নমঃ। পৃষ্ঠে—  
বং ক্রীং বং নমঃ। নাভিতে—ভং ক্রীং ভং নমঃ। উদরে—মং ক্রীং মং নমঃ। হৃদয়ে—যং ক্রীং যং নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে—রং ক্রীং  
রং নমঃ। ককুদি—লং ক্রীং লং নমঃ। বাম স্কন্ধে—বং ক্রীং বং নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে—শং ক্রীং শং নমঃ। হৃদয়াদি  
বামকরাগ্রে—ষং ক্রীং ষং নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে—সং ক্রীং সং নমঃ। হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে—হং ক্রীং হং নমঃ। হৃদয়াদি  
জঠরে—লং ক্রীং লং নমঃ। হৃদয়াদি মুখে—ক্ষং ক্রীং ক্ষং নমঃ। এরপর অনুলোম মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্রন্যাস করবেন।

অনুলোম মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্রব্যাস—ক্ৰীং নমঃ ললাটে। ক্ৰীং নমঃ মুখবৃত্তে। ক্ৰীং নমঃ দক্ষিণ নেত্রে। ক্ৰীং নমঃ বাম নেত্রে। ক্ৰীং নমঃ দক্ষিণ কর্ণে। ক্ৰীং নমঃ বাম কর্ণে। ক্ৰীং নমঃ দক্ষিণ নাসায়। ক্ৰীং নমঃ বাম নাসায়। ক্ৰীং নমঃ দক্ষিণ গণ্ডে। ক্ৰীং নমঃ বাম গণ্ডে। ক্ৰীং

নমঃ গুণে। ক্রীং নমঃ অথরে। ক্রীং নমঃ উর্ধ্বদন্তপংক্তিতে। ক্রীং নমঃ অথো দন্তপংক্তিতে। ক্রীং নমঃ মস্তকে। ক্রীং নমঃ মুখে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ বাহুমূলে। ক্রীং নমঃ কূপরে। ক্রীং নমঃ মণিবন্ধে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলিমূলে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলি অগ্রে। ক্রীং নমঃ বাম বাহুমূলে। ক্রীং নমঃ কূপরে। ক্রীং নমঃ মণিবন্ধে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলিমূলে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলি অগ্রে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ উরুমূলে। ক্রীং নমঃ জানুতে। ক্রীং নমঃ গুল্ফে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলিমূলে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলি অগ্রে। ক্রীং নমঃ বাম উরুমূলে। ক্রীং নমঃ জানুতে। ক্রীং নমঃ গুল্ফে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলিমূলে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলি অগ্রে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ পার্শ্বে। ক্রীং নমঃ বামপার্শ্বে। ক্রীং নমঃ পৃষ্ঠে। ক্রীং নমঃ নাভিতে। ক্রীং নমঃ উদরে। ক্রীং নমঃ হৃদয়ে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ ঋন্ধে। ক্রীং নমঃ ককুদি। ক্রীং নমঃ বাম ঋন্ধে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি বামকরাগ্রে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি জঠরে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি মুখে। তারপর বিলোম মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্রন্যাস করিবেন।

বিলোম মাতৃকাস্থানে মূলমস্ত্রন্যাস—ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি মুখে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি জঠরে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে।  
ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি বামকরাগ্রে। ক্রীং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে। ক্রীং নমঃ বাম ঋদ্ধে। ক্রীং  
নমঃ ককুদি। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ ঋদ্ধে। ক্রীং নমঃ হৃদয়ে। ক্রীং নমঃ উদরে। ক্রীং নমঃ নাভিতে। ক্রীং নমঃ পৃষ্ঠে। ক্রীং নমঃ



৫৫ বামপার্শ্বে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ পার্শ্বে। ক্রীং নমঃ বামপাদঙ্গুলি অগ্রে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলিমূলে। ক্রীং নমঃ গুল্ফে। ক্রীং নমঃ জানুতে। ক্রীং নমঃ উরুমূলে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলি অগ্রে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণপাদ অঙ্গুলিমূলে। ক্রীং নমঃ গুল্ফে। ক্রীং নমঃ জানুতে। ক্রীং নমঃ উরুমূলে। ক্রীং নমঃ বামহস্ত অঙ্গুলি অগ্রে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলিমূলে। ক্রীং নমঃ মণিবন্ধে। ক্রীং নমঃ কূপরে। ক্রীং নমঃ বাহুমূলে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ অঙ্গুলি অগ্রে। ক্রীং নমঃ অঙ্গুলিমূলে। ক্রীং নমঃ মণিবন্ধে। ক্রীং নমঃ কূপরে। ক্রীং নমঃ বাহুমূলে। ক্রীং নমঃ মুখে। ক্রীং নমঃ মস্তকে। ক্রীং নমঃ অথো দন্তপংক্তিতে। ক্রীং নমঃ উর্ধ্বদন্তপংক্তিতে। ক্রীং নমঃ অধরে। ক্রীং নমঃ ওষ্ঠে। ক্রীং নমঃ বাম গণ্ডে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ গণ্ডে। ক্রীং নমঃ বাম নাসায়। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ নাসায়। ক্রীং নমঃ বাম কর্ণে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ কর্ণে। ক্রীং নমঃ বাম নেত্রে। ক্রীং নমঃ দক্ষিণ নেত্রে। ক্রীং নমঃ মুখবৃত্তে। ক্রীং নমঃ ললাটে।—ইতি বৃহৎ ষোড়ান্যাস।

বৃহৎ ষোড়ান্যাস করতে অসমর্থ হলে সংক্ষেপে ষোড়ান্যাস করবেন।

সংক্ষেপ ষোড়ান্যাস—(মস্তকে) ওঁ নমঃ। (হৃদয়ের মধ্য) হুং নমঃ। (কণ্ঠে) এং নমঃ। (হৃদয়ে) ক্রীং নমঃ। (নাভিতে) ঐং নমঃ। (লিঙ্গে) ক্রীং নমঃ। (গুহ্যে) সৌং নমঃ। (দক্ষিণ বাহুতে) হুং নমঃ। (বাম বাহুতে) শ্রীং নমঃ। (দক্ষিণ পদে) হ্রীং নমঃ। (বাম পদে) ক্রীং নমঃ। (পৃষ্ঠে) ক্রৌং নমঃ।

তত্বন্যাস—(পা হইতে নাভি পর্যন্ত স্পর্শ) ওঁ ক্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। (এইক্রমে নাভি থেকে হৃদয়) ওঁ ক্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। (হৃদয় থেকে মস্তক পর্যন্ত) ওঁ ক্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা।

বীজন্যাস—(ব্রহ্মরন্ধ্রে) ওঁ হ্রীং নমঃ। (জীবোন্মধ্যে) ওঁ ক্রীং নমঃ (ললাটে) ওঁ ক্রীং নমঃ। (নাভী) ওঁ হুং নমঃ। (গুহ্যে) ওঁ হুং নমঃ (মুখে) ওঁ হ্রীং নমঃ (সর্ব্বাঙ্গে) ওঁ হ্রীং নমঃ। এইক্রমে তিনবার করবেন। এবার ক্রীং মূলমন্ত্রদ্বারা সাতবার ব্যাপকন্যাস করবেন। এরপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্প নিয়ে দেবীর ধ্যান করবেন।



কূর্মমুদ্রা

দক্ষিণাকালিকার ধ্যান—প্রথমে যোনিমুদ্রা, ভূতিনীমুদ্রা, বরমুদ্রা, খড়া ও মুণ্ডমুদ্রা দেখিয়ে কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করবেন। ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥ সদ্যশ্চিন্নশিরঃ-খড়্গাবামাধোঋকরাস্বজাম্। অভয়ং বরদধৈব দক্ষিণোঋধাঃ পাণিকাম্॥ মহামেষপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্। কণ্ঠাবসন্তমুণ্ডালীগলদ্রুগধিরচ্ছিতাম্॥ কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥ শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাধীং হসন্মুখীম্। স্কন্ধদ্বয়গলদ্রুস্তথারাবিস্মুরিতাননাম্॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। বালার্কমণ্ডলাকার-লোচন ত্রিতয়ায়িতাম্॥ দন্তরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্। শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥ শিবাভিঘোররাবাভিশ্চতুর্দিশু

সমম্বিতাম্। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্ ॥ সুখপ্রসন্নবদনাং স্মোরাননস্মরোরুহাম্। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্যকামার্থসিদ্ধিদাম্ ॥

একাক্ষর যন্ত্রপক্ষে—ওঁ শবাক্ষাং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ভাকরাম্ ॥ মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্বাহু যুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥

মানসোপচার—এইরূপে ধ্যান করে পুষ্পটি আপন মস্তকে দিয়ে মানসোপচারে পূজা করবেন। যথা—ঈ-কারাত্মক কামকলারূপা আত্মাকে চিন্তা করে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিদ্যুদ্বর্ণা কুণ্ডলিনী শক্তিকে চিন্তা করে হৃৎপদ্মে দেবীকে রত্ন-বেদীকার উপর সংস্থিত। এই রকম চিন্তা করে হৃদয়পদ্ম দেবীকে আসন, সহস্রার পদ্ম ক্ষরিত অমৃত পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, সহস্রদল ক্ষরিত জলকে আচমনীয় ও স্নানীয়, আকাশতত্ত্বকে বস্ত্র, ক্ষিতিতত্ত্বকে গন্ধ, অহিংসা, বিজ্ঞান, ক্ষমা, দয়া, আলোভ, অমোহ, অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অদ্বৈষ প্রভৃতিকে পুষ্প কল্পনা করে, প্রাণকে ধূপ, তেজস্তত্ত্বকে চামর, সহস্রার পদ্মকে ছত্র, অনাহতক্ষনিকে ঘণ্টাবাদ্য কল্পনা করে, এবং শব্দতত্ত্বকে গীত, ইন্দ্রিয় কর্মসমূহকে নৃত্য কল্পনা করে দেবেন। এরপর বিশেষার্থ্য স্থাপন করবেন।

বিশেষার্থ্য স্থাপন—নিজবামে ত্রিকোণমণ্ডল করে, তার মধ্যে “হুং” বীজ লিখে মণ্ডলের বাইরে বৃত্ত, তার বাইরে চতুষ্কোণ করে, তার উপর মণ্ডলে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইভাবে—ওঁ অনন্তায়

নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।” এইভাবে পূজা করে “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে ত্রিপদিকা ও শঙ্খ ঘোঁত করে মণ্ডলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর মূলমন্ত্র ক্রীং উচ্চারণ করে বিলোম মাতৃকা পাঠ করতে করতে শুদ্ধ জলে শঙ্খের তিনভাগ পূর্ণ করবেন, যথা—ওঁ ক্রীং ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং চং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঞং গং খং কং অং অং ওং ওং ঐং এং ঊং ৯ং ঋং ঋং উং উং ঈং ইং আং অং ক্রীং। এবার গন্ধপুষ্প দ্বারা (ত্রিপদিকায়) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। (শঙ্খে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। (জলে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। মন্ত্রে পূজা করে মূলমন্ত্রে (ক্রীং) দুর্বা, আতপ চাউল, সচন্দন পুষ্প, বিল্বপত্রাদি দিয়ে শঙ্খের উপর অর্ঘ্য সাজাবেন, তারপর অক্লেশমুদ্রা দ্বারা মন্ত্র পাঠ পূর্বক সূর্য্যমণ্ডল থেকে তীর্থাবাহন করবেন। যথা—ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধৌ কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” এবার “ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকে দেবি। ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সুষুন্না পথে তেজোময় দেবতাকে শঙ্খজলে এনে চিন্তা করে গন্ধপুষ্পদ্বারা শঙ্খে দেবীর পূজা করে “ক্রীং হৃদয়ায় নমঃ” প্রভৃতি মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করে সকলীকরণ পূর্বক “হুং” মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে গালিনী



গালিনীমুদ্রা



২ মুদ্রা দেখিয়ে “ওঁ” মন্ত্রে শঙ্খের জল দেখে মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করে ঐ জলে মূলমন্ত্র (ত্রীং) দশবার জপ করবেন। এবার ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে সংরক্ষণ করে অর্ঘ্য জল সামান্য সামান্যার্যের জলে (কোশায়) মিশিয়ে ত্রীং মূলমন্ত্রে নিজের মাথায় ও পূজার সমস্ত দ্রব্যে ছিটাবেন, অতঃপর দেবীর পীঠপূজা করবেন।  
পীঠপূজা—পীঠের উপর—প্রথমে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ।” মন্ত্রে মণ্ডলের পূজা করে, তারপর—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণিপীঠায় নমঃ।” এইরূপে পীঠের মধ্যে—ওঁ মূনিভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ শব মুণ্ডেভ্যো নমঃ। ডানদিকে—ওঁ ধর্মায় নমঃ। ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ। চারকোণে—ওঁ অধর্মায় নমঃ। ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। অং সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ, মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। অং সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ, মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং আয়ানে নমঃ। অং অন্তরায়ানে নমঃ। পং পরমায়ানে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানায়ানে নমঃ। কেশরগুলির পূর্বদিক থেকে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ। এইরূপে—ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ কামিন্যৈ নমঃ, ওঁ রত্নৈ নমঃ, ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ আনন্দায়ৈ নমঃ, ওঁ মনোম্মন্যৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ ঐং পরায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং অপরায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং পরাপরায়ৈ নমঃ। সবার উপর—হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ। এইভাবে পীঠপূজা

শেষ করে পঞ্চগব্য শোধন করে বেদীশোধন, বিতান শোধন করে তারপর ঘটস্থাপন করবেন।

পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র—(সামবেদীয়) গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্ গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুত সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥” দুধ—“ওঁ গব্যো যু নো যথা পুরন্দ্রয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহো নাম॥” দধি—“ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষেগরশ্চস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা কেরোং প্র গ আয়ুংসি তারিষৎ॥” ঘৃত—“ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োকর্বা পৃথ্বী মধুদুগে সুপেশসা। দ্যাভাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥” কুশোদক—“ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পুষেহস্তাভ্যাং গৃহ্মামি॥” তারপর গায়ত্রী পাঠ করে সমস্ত একীকরণ করবেন। (যজুর্বেদীয়) গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্॥ ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়েশ্রীম্॥” দুধ—“ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥” দধি—“ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষেগরশ্চস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা কেরোং প্র গ আয়ুংসি তারিষৎ॥” ঘৃত—“ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥” কুশোদক—“ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পুষেহস্তাভ্যামাদদে॥” তারপর গায়ত্রী পাঠ করে একীকরণ করবেন। (ঋগ্বেদীয়) গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্ গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥” দুধ—“ওঁ আপো অদ্যাস্চারিষং

রসেন সমগম্মহি। পয়স্বানম্ আগহি, তং মা সংসৃজ বর্চসা॥” দধি—“ওঁ উদুধ্যথবং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিদ্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতোহবসে নিহুয়ে বঃ॥” যত—“ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা যতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোহজশ্রোষর্মো হবিরস্মিনাম্॥” কুশোদক—“ওঁ যোগে যোগে তবস্তুরং বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমুতয়ে (আয়ুষে প্রজায়ৈ)।” সমস্ত একীকরণ করে পাঠ করবেন—“ওঁ গায়ত্রেন ত্বা ছন্দসা মস্থামি, ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মস্থামি, আনুষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মস্থামি, জাগত্বেন ত্বা ছন্দসা মস্থামি, ভূর্ভুবঃ স্বস্তয়ীষতে॥”

তক্রোক্ত যন্তে পঞ্চগব্য শোধন—(ক্রীং) মূলমন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করবেন।

বেদীশোধন—“ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বহিষি বহিরিদ্ভিয়ম্। যুপেন যুপ আপ্যায়তাং প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা॥”

বিতান শোধন—“ওঁ উর্দ্ধ উ যুগ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সবিতা যথাঞ্জভির্কবভিহুয়া মহে॥” এই মন্ত্রে শোধিত পঞ্চগব্য ছিটিয়ে বেদী ও বিতান শোধন করবেন।

ঘটস্থাপন—খুব বড়ও নয় এবং খুব ছোটও নয় এইরূপ মজবুত ঘট নিয়ে “ক্রীং” মন্ত্রে কুশের জল দিয়ে শোধন করুন।

এবার “হ্রীং” মন্ত্রে পঞ্চগুড়ি অঙ্কিত মণ্ডলে ধান বা পঞ্চাঙ্গস্যের উপর ঘট বসিয়ে, হ্রীং মন্ত্রে জলপূর্ণ করবেন। তারপর ঘটের জলে তীর্থ আবাহন করবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ॥ ত্বদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতাল ভূগতাঃ। সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্ত সন্নিধিম্॥” “স্ত্রীং” মন্ত্রে (বট, অশ্বখ, আম, কাঁঠাল ও বকুল) এই পঞ্চপল্লব দিয়ে “হ্রীং ক্রীং” মন্ত্রে তার উপর একসরা আতপ চাউল ও “হং” মন্ত্রে তার উপর ডাব দিবেন। “রং” মন্ত্রে ঘটে সিন্দূর দিয়ে, “যং” মন্ত্রে ঘটের উপর পুষ্প দিবেন। “ক্রীং” মন্ত্রে ঘটের উপর দূর্বা এবং “ওঁ” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা অভ্যঙ্গণ করবেন। “হুং ফট্ স্বাহা” মন্ত্রে কুশ দ্বারা ঘট স্পর্শ করবেন এবং “ওঁ স্ত্রীং স্থাং স্বীং স্থিরাভব” মন্ত্রে হাত দিয়ে ধরে ঘট স্থিরীকরণ করবেন। এরপর চারটি তীর পুঁতবেন।

কাণ্ডরোপণ—কুশ দ্বারা তীরকাঠি স্পর্শ করে মন্ত্র বলবেন—“ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি, পরুষ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥”

সূত্রবেষ্টন—লাল সুতো দিয়ে তীরকাঠি বেষ্টন করে মন্ত্র বলবেন—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগমসবন্তি মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥” তারপর দেবীর অধিবাস করবেন।



অধিবাস—প্রতিমা ও ঘটে মূলমন্ত্রে অধিবাস করবেন। যথা—অনয়া মহ্যা অস্যা মন্যর্যাঃ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণাকালিকা দেবতয়াঃ শুভ গন্ধাদ্যধিবাসনমস্তু। এইক্রমে—অনেন গন্ধেন ক্রীং অস্যা ইত্যাদি। অনয়া শীলয়া ক্রীং ইত্যাদি। অনেন ধান্যেন ক্রীং ইত্যাদি। অনয়া দুর্ব্বয়া ক্রীং ইত্যাদি। অনেন পুষ্পেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন ফলেন ক্রীং ইত্যাদি। অনয়া দধ্না ক্রীং ইত্যাদি। অনেন ঘৃতেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন স্বস্তিকেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন সিন্দূরেণ ক্রীং ইত্যাদি। অনেন শঙ্খেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন কঙ্কলেন ক্রীং ইত্যাদি। অনয়া রোচনয়া ক্রীং ইত্যাদি। অনেন সিদ্ধার্থেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন কাঞ্চনেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন রৌপ্যেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন তাম্রেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন চামরেণ ক্রীং ইত্যাদি। অনেন দর্পণেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন দীপেন ক্রীং ইত্যাদি। অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ক্রীং ইত্যাদি। অনেন মাসল্য সূত্রেণ ক্রীং ইত্যাদি। শেষের মন্ত্রটি বলে মুণ্ড ধারণ করা দেবীর বামহস্তে দুর্বা ও হরিদ্রা রঞ্জিত সূত্রটি বেঁধে দেবেন। এরপর গণেশাদির পূজা করবেন।

গণেশাদির পূজা—শালগ্রাম শিলায় গণেশাদির আবাহন নিষিদ্ধ। “ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ গণপতে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে যথাশক্তি উপচারে পূজা করবেন। ধ্যান—“ওঁ স্বৰ্গঃ স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রসাদমদগন্ধলুপ্ত মধুপ ব্যালোল

গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং, বন্দে শৈলসূতাসূতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥ এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতন্মৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” এইভাবে পূজা করে প্রণাম করবেন। যথা—“ওঁ একদন্তং মহাকাং লম্বোদরং গজাননং। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥” এইভাবেই সূর্য্যের ধ্যান করে পূজা করবেন। ধ্যান, যথা—“রক্তাঙ্কুশাসনমশেষগুণৈকসিদ্ধিং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈ, স্মাগিক্যমৌলি মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে প্রণাম করবেন। “ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥” এবার বিষ্ণুর পূজা করবেন। ধ্যান—“ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্, নিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধ্বতশ্চক্রঃ॥ ওঁ বিষণ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে প্রণাম করবেন। যথা—“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥” তারপর শিবের পূজা করবেন। ধ্যান—“ওঁ ধ্যায়ৈমিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুম্গবরাভীতিহন্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্ব্যাকৃতিং



বসানং, বিশ্বাদ্যাং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবজ্রং ত্রিনেত্রম্ ॥ ওঁ নমঃ শিবায় ॥” মন্ত্রে পূজা করে প্রণাম করবেন। যথা—“ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্ত্বানং ত্বং গতি পরমেশ্বর ॥” এবার জয়দুর্গার পূজা করবেন। ধ্যান—“ওঁ কালাত্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং। শঙ্খাং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্ ॥ সিংহস্কন্ধাধিকৃতাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং। ধ্যায়ৈদুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥” মন্ত্রে পূজা করে প্রণাম করবেন। যথা—“ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥” তারপর—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ ॥” এইরূপে—“ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ, ওঁ বাস্তুদেবতায় নমঃ, ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ ॥” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করবেন। তারপর করযোড়ে—“ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকা মূর্ত্তি কল্পয়ামি” মন্ত্রটি পাঠ করে মনে মনে দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করবেন। পুনরায় কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে—“ওঁ করালবদনাং ঘোরামিত্যাদি” বা “শবাকৃতাং মহাভীমাং” ইত্যাদি দেবীর ধ্যান করে ধ্যানান্তে পুষ্পটি ঘটে দিয়ে আবাহন করবেন।

আবাহন—করযোড়ে আবাহন মন্ত্র পাঠ করবেন, যথা—“ওঁ এহোহি ভগবত্যস্ত ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে। যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্বদা ॥ ওঁ মহাপদ্মবনান্তস্থে কারণানন্দ বিগ্রহে। সর্বভূতহিতে মাতরেহোহি পরমেশ্বর ॥ ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার



আবাহনী মুদ্রা



স্থাপনী মুদ্রা



সন্নিধাপনী মুদ্রা



সন্নিরোধনী মুদ্রা



সম্মুখীকরণী মুদ্রা



ভূতিনী মুদ্রা



পরমীকরণ মুদ্রা

সমস্থিতে। যাবত্নাং পূজয়িষ্যামি তাবত্নং সুস্থিরা ভব ॥” মন্ত্রে প্রার্থনা করে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখিয়ে আবাহন করবেন। যথা—“ওঁ ক্রীং শ্রীমম্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, (আবাহন মুদ্রা), ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, (স্থাপনী মুদ্রা), ইহসন্নিহিতা ভব, (সন্নিধাপনী মুদ্রা) ইহসন্নিরুদ্ধা ভব, (সন্নিরোধনী মুদ্রা) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণ



মুদ্রা)।” “হুং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন করে দেবীর হৃদয়ে মূলমন্ত্র (ক্ৰীং) ১০৮ বা ২৮ বার জপ করে দেবীর অঙ্গন্যাস করবেন, যথা—ক্ৰীং হৃদয়ায় নমঃ, ক্ৰীং শিরসে স্বাহা, ক্ৰীং শিখায়ৈ বষট্, ক্ৰীং কবচায় হুং, ক্ৰীং নেত্রায়ৈ বৌষট্, ক্ৰীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ ॥ এইরূপে—ক্ৰীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ, ক্ৰীং তর্জনীভ্যাম্ স্বাহা, ক্ৰীং মধ্যমাভ্যাম্ বষট্, ক্ৰীং অনামিকাভ্যাম্ হুং, ক্ৰীং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্, ক্ৰীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এবার ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করে, ভূতিনী, আকর্ষণী ও যোনি মুদ্রা দেখিয়ে চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন।

চক্ষুর্দান—বিশ্বপত্রাদিতে কাজল গ্রহণ করে কুণ্ডল দিয়ে প্রথমে দেবীর উর্ধ্বনেত্রে, পরে বামনেত্রে, পরে দক্ষিণনেত্রে কাজল দিয়ে চক্ষুর্দান করবেন। পরে শবশিবের চক্ষুর্দান করবেন। দেবীর চক্ষুর্দান মন্ত্র। যথা—(উর্ধ্ব চক্ষু) “ওঁ ক্ৰীং কালিকায়ৈ বিদ্বাহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো যোরে প্রচোদয়াৎ। ওঁ ক্ৰীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়াঃ উর্ধ্বচক্ষুঃ কল্পয়ামি॥” এই মন্ত্রে উর্ধ্বনেত্রে। “ওঁ ক্ৰীং কালিকায়ৈ বিদ্বাহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো যোরে প্রচোদয়াৎ। ওঁ ক্ৰীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়াঃ বামচক্ষুঃ কল্পয়ামি॥” এই মন্ত্রে বামনেত্রে, এবং “ওঁ ক্ৰীং কালিকায়ৈ বিদ্বাহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো যোরে প্রচোদয়াৎ। ওঁ ক্ৰীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়াঃ দক্ষিণচক্ষুঃ কল্পয়ামি॥” এই মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষুে কাজল দিবেন। এরপর করযোড়ে পাঠ করবেন, যথা—“ওঁ ইদং নেত্রয়ং দিব্যাং

চন্দ্র-সূর্য্যানল প্রভং। তারকার ময়ং দেবি পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ম্॥” এবার পদতলস্থিত শবশিবের আগে উর্ধ্বনেত্রে, পরে দক্ষিণনেত্রে, তারপর বামনেত্রে বৈদিক গায়ত্রী পাঠ করে কাজল দিয়ে চক্ষুর্দান করবেন। তারপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—প্রথমে দেবীর মাথায় “ক্ৰীং” মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবেন। তারপর লেলিহান মুদ্রায় বিশ্বপত্র, দূর্বা ও আতপ তণ্ডুল নিয়ে প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন। যথা—“ওঁ অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরী ঋষয়ঃ ঋকযজুঃসামানি ছন্দাংসি চৈতন্যরূপাপ্রাণশক্তির্দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকায়াঃ বাঙ্গানশ্চক্ষুস্ত্বকপ্রোত্রাঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ ওঁ মনোজ্যোতির্জুযতামাজস্য বৃহস্পতির্যজুর্মিমং তনোহরিস্তং যজুং সমিমং দধাতু, বিশ্বং দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ লেলিহান মুদ্রা প্রতিষ্ঠা॥ অসৌ প্রাণা প্রতিষ্ঠন্তু অসৌ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অসৌ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা॥ ওঁ হং সঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষং সন্ধোতা





বেদিসদতিথিদুরোণসং নৃসদরসদত সদোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীৰ্য্যোণ মৃগো ন ভীমঃ  
কুচরো গরিষ্ঠাঃ॥ অস্যোরুযু ত্রিষু বিক্রমণেধধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আ সিঞ্চতু  
প্রজাপতি ধাতা গর্ভং দধাতু তে। ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে  
সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্, উর্বারুকমিববন্ধনান্মৃতোন্মুক্ষীয়মামৃতাং স্বাহা।” এবার দেবীর পদতলস্থিত শবশিবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন। যথা—  
“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হং সং শবশিবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং  
শং যং সং হৌং হং সং শবশিবস্য জীব ইহ স্থিতাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হং সং শিবশিবস্য  
সর্কেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হং সং শিবশিবস্য বাহ্ননশ্চক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা  
ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিববন্ধনান্মৃতোন্মুক্ষীয়মামৃতাং স্বাহা॥” পরে  
কুশোদক দিয়ে মূলমন্ত্র (ক্রীং) বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে ষোড়শোপচারে পূজা করবেন।

ষোড়শোপচারে পূজা—প্রথমে কূর্মুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান পাঠ করে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করে মন্ত্র পাঠ সহকারে  
যথাযথ নামানুসারে সব দ্রব্য নিবেদন করবেন।

১। রজতাসন একটি পাত্রে অথবা বিশ্বপত্রের উপর রেখে অর্চনা করবেন, যথা—“বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ,” মন্ত্রে তিনবার  
কুশোদক দিয়ে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে  
নমঃ” বলে গন্ধপুষ্প দিয়ে, “এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে রজতাসনটি হাতে নিয়ে মন্ত্রপাঠ  
করবেন। “ওঁ সর্বভূতান্তরঙ্গায়ৈ সর্বভূতান্তরাত্মনে। কল্পয়াম্যুপবেশার্থং আসনং তে নমো নমঃ। ইদং রজতাসনং ওঁ ক্রীং  
শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ” বলে আসন দান করবেন। এইভাবে অন্যান্য উপচার সকলও উপরোক্ত মন্ত্রে শোধন ও পূজা করে  
নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথাক্রমে দেবীকে দান করবেন। ২। স্বাগতম্—“ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকে মাতঃ স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং  
তে। ওঁ দেব্যাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং যস্য বাঞ্ছতি দর্শনম্। সুস্বাগতং স্বাগতং তে তস্মৈ তে পরমাত্মনে॥ অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য  
মে সফলা ক্রিয়া। স্বাগতং যন্তুয়া যন্মে তপসাং ফলমাগতম্॥” ৩। পাদ্যোদক অর্চনা করে, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং পাদ্যোদকায়  
নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ যৎ পাদজলসংস্পর্শাৎ  
শুদ্ধিমাং জগত্রয়ম্। তৎপাদাঙ্ক প্রোক্ষণার্থং পাদ্যং তে কল্পয়াম্যহম্। এতৎ পাদ্যম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ॥” ৪। অর্ঘ্যম্—  
অর্চনা করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং অর্ঘ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে বং অর্ঘ্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ



১) বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ পরমানন্দ সন্দোহো জায়তে যৎ প্রসাদতঃ। তস্যৈ সর্বাত্মভূতায়ৈ  
 আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে। ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ স্বাহা॥” (যজুর্বেদীয়দের ‘ইদম্ অর্ঘ্যং’ স্থলে ‘এষোহর্ঘ্যং’)  
 ৫। আচমনীয়ম্—“এতস্মৈ ওঁ বং আচমনীয়োদকায় নমঃ।” তিনবার বলে, “এতে গন্ধপুষ্পে আচমনীয়োদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে  
 এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ যদুচ্ছিষ্টমপি স্পৃষ্টং শুদ্ধি মেত্যখিলং  
 জগৎ। তস্যৈ শ্রীমুখারবিন্দে আচামং কল্পয়ামি তে॥ ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ স্বধা॥” ৬। মধুপর্কঃ—(একটি  
 কাঁসার পাত্রে ঘৃত, দধি ও মধু নিয়ে বাম হাতে ধরে)—“এতস্মৈ ওঁ বং সাধার মধুপর্কায় নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার জলের  
 ছিটা দেবেন, একটি সচন্দন পুষ্প নিয়ে, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাধার মধুপর্কায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায়  
 ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ তাপত্রয়বিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবে। মধুপর্কং দদামদ্য  
 প্রসাদ পরমেশ্বরী॥ এষঃ সাধার মধুপর্কং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ৭। পুনরাচমনীয়ম্—“এতস্মৈ বং পুনরাচমনীয়োদকায়  
 নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার জলের ছিটা দিয়ে, “এতে গন্ধপুষ্পে পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে  
 দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ অশুচিশুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ। অস্মিংস্তে

বদনাঙ্গোজে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং পুনরাচমনীয়োদকম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ স্বধা॥” ৮। স্নানীয়—কুশীতে জল নিয়ে,  
 “এতস্মৈ বং স্নানীয়োদকায় নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার জলের ছিটা দিয়ে, একটি সচন্দনপুষ্প নিয়ে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ  
 বং স্নানীয়োদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ  
 নমঃ। ওঁ যন্তেজসা জগদ্ব্যাপী যতো জাতমিদং জগৎ। তস্যৈ তে জগদাধারে স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে॥ ইদং স্নানীয়োদকম্ ওঁ ক্রীং  
 শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নিবেদয়ামি॥” ৯। বস্ত্র—বামহাতে বস্ত্র নিয়ে, “এতস্মৈ ওঁ বং বস্ত্রায় নমঃ।” বলে তিনবার জলের ছিটা  
 দিয়ে, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং বস্ত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং  
 শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্বভরণহীনায়ৈ মায়াপ্রচ্ছন্ন তেজসে। বসনং পরিধানায় কল্পয়ামি নমোহস্ততে॥ ইদং বস্ত্রম্ ওঁ ক্রীং  
 শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নিবেদয়ামি॥” ১০। আভরণ—রজতাভরণ একটি পাত্রে কিংবা বিষ্ণুপত্রের উপর রজতাভরণ রেখে বামহাতে  
 স্পর্শ করে, “এতস্মৈ বং রজতাভরণায় নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে একটি সচন্দন পুষ্প নিয়ে, “এতে গন্ধপুষ্পে  
 বং রজতাভরণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ  
 নমঃ। ওঁ বিশ্বগভরণভূতায়ৈ বিশ্বশোভকযোনয়ে। মায়াবিগ্রহ ভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে॥ ইদং রজতাভরণম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ

নিবেদয়ামি।” ১১। গন্ধ—একটি পুষ্প অথবা বিশ্বপত্রে রক্তচন্দন নিয়ে, “এতস্মৈ বং গন্ধায় নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, একটি সচন্দন পুষ্প নিয়ে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং গন্ধায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্ট্যা যথা গন্ধধরা ধরা। তস্মৈ পরাশ্রয়নে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে।। এষ গন্ধঃ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ১২। পুষ্প—একটি পুষ্প নিয়ে নিজবামে পুষ্পের উপর রেখে, বামহাতে ধরে, “এতস্মৈ বং সুপুষ্পায় নমঃ।” (পদ্মপুষ্প হলে—এতস্মৈ বং পদ্মজপুষ্পায় নমঃ, জ্বাপুষ্প হলে—এতস্মৈ বং জ্বাপুষ্পায় নমঃ), তিনবার বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে একটি সচন্দন পুষ্প নিয়ে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং (যে পুষ্প সেই নাম উল্লেখ করে) অমুকপুষ্পায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেব-নির্মিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পং (যে পুষ্প তার নাম উল্লেখ করে) ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ বৌষট্।” ১৩। বিশ্বপত্র—রক্তচন্দনসহ একটি বিশ্বপত্র নিজবামে বিশ্বপত্রের উপর রেখে, “এতস্মৈ বং শ্রীফলপত্রায় নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীফলপত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।

ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ বিদ্যাহে শাশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।। এষ সচন্দন বিশ্বপত্রম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ১৪। পুষ্পমাল্য—নিজবামে পুষ্পের উপর মাল্যটি রেখে বামহাতে স্পর্শ করে, “এতস্মৈ বং পুষ্পমাল্যায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং পুষ্পমাল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ সূত্রেন গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্প সমন্বিতম্। শ্রীযুক্তং লক্ষ্মণানন্দং গৃহাণ পরমেশ্বরী।। ইদং মাল্যং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ১৫। ধূপ—নিজবামে একটি ধূপ জ্বলে, “এতস্মৈ বং ধূপায় নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং ধূপায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করে, ‘জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা’, বলে একটি পুষ্প ঘণ্টায় দিয়ে ঘণ্টাপূজা করে, ঘণ্টাধ্বনি করতে করতে, “ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যং সুমনোহরঃ। আশ্রয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।। এষ ধূপঃ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নিবেদয়ামি।” দীপ—বামদিকে একটি প্রদীপ জ্বলে, “এতস্মৈ বং দীপায় নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে বং দীপায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতন্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যভ্যন্তরঃ



১ জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগ্হাতাম্॥ এষ দীপঃ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ১৭। নৈবেদ্য—“এতস্মৈ বং নৈবেদ্যায় নমঃ।”  
তিনবার বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং নৈবেদ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ  
বিষবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ নৈবেদ্যং স্বাদসংযুক্তং নানাভক্ষ্যসমম্বিতম্। নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং  
জুষ্ম পরমেশ্বরী। ইদম্ নৈবেদ্যং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নিবেদয়ামি। ১৮। পানীয়—কর্পূর মিশ্রিত পানীয় জল, “এতস্মৈ  
বং পানার্থোদকায় নমঃ।” তিনবার বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং পানার্থোদকায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে  
এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ পানার্থং সলিলং দেবি কর্পূরাদি  
সুवासিতম্॥ সর্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছমর্পয়ামি নমোহস্ত তে। ইদং পানার্থোদকং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ১৯। পুনরাচমনীয়—  
কুশীতে কিঞ্চিৎ জল নিয়ে বামহাতে স্পর্শ করে, “এতস্মৈ বং পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে  
গন্ধপুষ্পে পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং  
শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ অশুচি শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ। অস্মিংস্তে বদনাভোজে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং  
পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ২০। তাম্বল—“এতস্মৈ বং ফলতাম্বলায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে,

“এতে গন্ধপুষ্পে ফলতাম্বলায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং  
শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ পূগকর্পূরখদিরলবঙ্গৈলাদিসংযুতম্। তাম্বলং মুখরাগায় কল্পয়ামি নমোহস্ততে॥ ইদং ফলতাম্বলম্ ওঁ  
ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ২১। এরপর সবস্ত্রতৈজসাধারভোজ্যাদি নিবেদন করবেন। যথা—বামহাতে ভোজ্য ধরে, “এতস্মৈ  
বং সবস্ত্রতৈজসাধারভোজ্যায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে সবস্ত্রতৈজসাধারভোজ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে  
এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ইদং সবস্ত্রতৈজসাধারভোজ্যং ওঁ  
ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ২২। অন্ন—“এতস্মৈ বং সঘৃতোপকরণ অন্নায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে  
গন্ধপুষ্পে সঘৃতোপকরণ অন্নায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং  
শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ অন্নং চতুর্বিধং দেবি রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমম্বিতম্। উত্তমং প্রাণদং চৈবং গৃহাণ মম ভাবতঃ॥ ইদং  
অন্নং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ২৩। পরমান্ন—“এতস্মৈ বং পরমান্নায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে  
গন্ধপুষ্পে ওঁ পরমান্নায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ  
নমঃ। ওঁ গব্যসর্পিঃ সমায়ুক্তং নানামধুসমম্বিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পায়সং প্রতিগ্হাতাম্॥ ইদং পরমান্নং ওঁ ক্রীং



শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ২৪। পিষ্টকং—“এতস্মৈ বং পিষ্টকায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ অমৃতৈঃ রচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্মিতম্। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ॥ ইদং পিষ্টকং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ২৫। মধু—“এতস্মৈ বং মধুনে নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে মধুনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ কুবেরেণ পুরাদত্তং অন্নপাত্রং প্রপূরিতম্। অক্ষয়ং সর্বদা দেবি ত্বয়েদং মধু গৃহ্যতাম্। ইদং মধু ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ২৬। ফলমূলাদিনৈবেদ্যং—“এতস্মৈ বং খণ্ডফলমূলাদি নৈবেদ্যায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে খণ্ডফলমূলাদি নৈবেদ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ ফলমূলানি সর্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধীনি গৃহু দেবি মমাচিরম্॥ ইদং খণ্ডফলমূলাদিনৈবেদ্যম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ২৭। নেত্রাঞ্জনং—“এতস্মৈ বং নেত্রাঞ্জনায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং নেত্রাঞ্জনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ নমস্তে সর্বদেবেশে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। চক্ষুযামঞ্জনং হৃদ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥ ইদং নেত্রাঞ্জনং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ২৮। শঙ্খাভরণং—“এতস্মৈ বং শঙ্খাভরণায়

নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং শঙ্খাভরণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ মহোদধিসম্ভুতাঃ সর্বদেবী প্রিয়াঃ সদা। ময়া নিবেদিতাঃ শঙ্খবলয়াভূষণায়তে॥ ইদং শঙ্খাভরণং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ২৯। স্বর্ণাভরণং—“এতস্মৈ বং স্বর্ণাভরণায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বং স্বর্ণাভরণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ স্বর্ণাদ্যলঙ্কারং দেবি ভূষণানাং সদুত্তমম্। হারকুণ্ডলকেয়ূরনুপুরাদি গৃহাণ মে॥ ইদং স্বর্ণাভরণম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ৩০। সিন্দূরং—“এতস্মৈ বং সিন্দূরায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে সিন্দূরায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রঞ্জনং সর্বলোকানাং ক্রিয়া পরময়া যুতম্। সিন্দূর তিলকং তেহস্ত ললাটট মণ্ডলম্॥ ইদং সিন্দূরং ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ৩১। লৌহ আভরণং—“এতস্মৈ বং লৌহ আভরণায় নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্বে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ বিদ্বাহে শ্মশানবাসিন্যে ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ। ইদং লৌহ আভরণম্ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” ৩২। রচনা—“এতস্মৈ বং রচনায়ৈ নমঃ।” তিনবার বলে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে রচনায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায়





৩৪ ওঁ ক্রীং হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" এইরূপে—“ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা, শিরোঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ক্রুং শিখায়ৈ বযট্, শিখাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ক্রৌং কবচায় হ্রং, কবচাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ক্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্, অস্ত্রাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" এইভাবে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করে আবরণ পূজা করবেন।

আবরণ পূজা—প্রথমে মন্ত্র দ্বারা অনুজ্ঞা গ্রহণ করবেন। যথা—“ওঁ শ্রীমদক্ষিণকালিকে দেবী আবরণন্তে পূজয়ামি।” এইরূপে অনুজ্ঞা নিয়ে অগ্নি আদি কোণস্থিত কেশরসমূহে ধ্যানান্তে কাল্যাদি পঞ্চদশ শক্তির পূজা করবেন। ধ্যান—“ওঁ সর্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ। তজ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরী হসন্তুখ্যাঃ স্ব স্ববাহনভূষিতাঃ॥” ধ্যান শেষে কাল্যাদি পঞ্চদশ শক্তির ‘ওঁ কাল্যাদি পঞ্চদশ শক্তিঃ ইহাগচ্ছতঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে সাধ্যমত উপচারে [ বা পঞ্চোপচারে ] পূজা করবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালৈ নমঃ।” এইরূপে—“ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ, ওঁ কুঙ্কায়ৈ নমঃ, ওঁ কুরুকল্লায়ৈ নমঃ, ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ বিপ্রচিন্তায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলায়ৈ নমঃ, ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ, ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ, ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে ব্রাহ্মী আদি অষ্টশক্তি ও ভৈরবগণের আবাহন ও ধ্যান করে যথাশক্তি উপচারে পূজা করবেন।

ব্রাহ্মী আদি অষ্টশক্তির পূজা—যথা—ব্রাহ্মীর পূজা (১)—‘ওঁ ব্রাহ্মী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ’ প্রভৃতি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করে ব্রাহ্মীর আবাহন করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ ব্রাহ্মীং হংসসমারুঢ়াং স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাম্। চতুর্ভুজং ত্রিনেত্রাং ব্রহ্মকুর্চ্চং পঞ্চজাম্॥ দণ্ডং পদ্মাঙ্কসূত্রং দধতীং চারুহাসিনীং। জটাজুটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ “ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করবেন।

নারায়ণীর পূজা (২)—পূর্বোক্তরূপে আবাহন করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড়বাহিনীম্। নানালঙ্কারসংযুক্তাং চারুকেশীং চতুর্ভুজাম্॥ ঘণ্টাং শঙ্খাং কপালং চক্রং সংদধতীং পরাম্। মধুমত্তাং মদোল্লাসদৃষ্টিং সর্বাঙ্গসুন্দরীম্॥ ওঁ ঙ্গে নারায়ণ্যৈ নমঃ।

মাহেশ্বরীর পূজা (৩)—পূর্বোক্তরূপে আবাহন করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ মাহেশ্বরীং বৃষারুঢ়াং শুক্রাং ত্রিনয়নাস্থিতাম্। কপালং ডমরুঙ্খৈব বরদাভয়মূলকম্। টঙ্কং দধতীং দেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥ ওঁ উং মাহেশ্বর্যৈ নমঃ।

চামুণ্ডার পূজা (৪)—পূর্বোক্তরূপে আবাহন করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ চামুণ্ডামহাসাং বিকটিতদশনাং ভীমবজ্রাং ত্রিনেত্রাং। নীলাস্ত্রোজপ্রভাভাং প্রমুদিতবপুযীং নর-মুণ্ডালিমালাম্। খড়্গাং শূলং কপালং নরশিরখচিতং খেটকং ধারয়ন্তীং। প্রেতারুঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চকুরপাম্। ওঁ ঋং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।



কৌমারীর পূজা (৫)—পূর্বোক্তরূপে আবাহন করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ কৌমারীং কুঙ্কুমাভাসাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাং। চতুর্ভুজাং শক্তিপাশাঙ্কুশাভয়বিধারিণীম্। নানালঙ্কারসংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিস্তয়েৎ॥ ওঁ ৯ং কৌমার্যৈ নমঃ।

অপরাজিতার পূজা (৬)—পূর্বোক্তরূপে আবাহন করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাম্। কপালং মাতুলিঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিস্তয়েৎ॥ ওঁ ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ।

বারাহীর পূজা (৭)—পূর্বোক্তরূপে আবাহন করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবাহনাং শুভাম্। ফলকং খড়্গামৃষলং হলং বেদভূজৈর্ধৃতাম্॥ ওঁ ওং বারাহ্যৈ নমঃ॥

নারসিংহীর পূজা (৮)—পূর্বোক্তরূপে আবাহন করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ নারসিংহীং নৃসিংহস্য বিভ্রতীং সদৃশং বপুঃ। চতুর্ভুজাং বিশালাক্ষীং মহারৌদ্রীং বরপ্রদাম্॥ ওঁ অং নারসিংহ্যৈ নমঃ। এবার অষ্টভৈরবের আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করে পূজা করবেন।

অসিতাঙ্গভৈরবের পূজা (৯)—‘অসিতাঙ্গভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ’ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে, ধ্যান করে পূজা করবেন।

যথা—ওঁ ধ্যায়েন্নীলাদ্রিসঙ্কাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্। জটাজুটধরাং বাহুচতুষ্টয়সুশোভিতম্॥ কপালং পঙ্কজধরং বরাভয় প্রদায়িনম্। ব্রাহ্মীশক্তি সমাপ্লিস্তং শরচ্চন্দ্র নিভাননম্॥ “ওঁ ঐং হ্রীং অং অসিতাঙ্গ ভৈরবায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করবেন।

রুদ্রভৈরবের পূজা (১০)—পূর্বোক্তরূপে আবাহনাদি পূর্বক ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ জলদাভং বিশালাক্ষং শঙ্খচক্রলসৎ-করম্। নানালঙ্কার সংযুক্তং কৃতিবাসং সুরালয়ম্। মদিরাঘূর্ণনয়নং রুদ্রভৈরবম্ আশ্রয়ে॥ ওঁ ঐং হ্রীং ঙ্রং রুদ্রভৈরবায় নমঃ।

চণ্ডভৈরবের পূজা (১১)—পূর্বোক্তরূপে আবাহনাদি পূর্বক ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ বালসূর্য্যপ্রতীকাংশং জটামণ্ডিত মস্তকম্। চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং ভালচন্দ্রং বিভূষণম্॥ ত্রিশূলং খটাঙ্গধরং বরদানাভয়প্রদম্। রজঃসত্ত্বগুণাক্রান্তং চণ্ডভৈরবম্ আশ্রয়ে॥ ওঁ ঐং হ্রীং উং চণ্ডভৈরবায় নমঃ।

ক্লেদভৈরবের পূজা (১২)—যথা—পূর্বোক্তরূপে আবাহনাদি পূর্বক ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ সহস্রতড়িদাভাসং নয়নত্রয়রাজিতম্। খড়্গাখটক পট্টিশ নাগপাশ করাধ্বজম্॥ ঘোরদংষ্ট্র করালাস্যং হেমকুণ্ডল ধারিণম্। চামুণ্ডাশক্তিসহিতং ভজেহং ক্লেদভৈরবম্॥ ওঁ ঐং হ্রীং ঋং ক্লেদভৈরবায় নমঃ।

কপালিভৈরবের পূজা (৬)—পূর্বোক্তরূপে আবাহনাদি পূর্বক ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ সুভগনয়নম্ আস্যং চন্দ্রমৌলিং সুবেশম্। দনুজ রুধিরপাত্রং বিভ্রতং শূলটঙ্কম্॥ সরসিরুহদধানং নীলমাস্যং সুকান্তিম্। শশিমিগিগণহারং চিন্তয়েহহং কপালিনম্॥ ওঁ ঐং হ্রীং ঐং কপালিভৈরবায় নমঃ।

সংহারভৈরবের পূজা (৮)—পূর্বোক্তরূপে আবাহনাদি পূর্বক ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—ওঁ সংহারভৈরবং ধ্যায়েৎ  
প্রলয়ানিলসন্নিভম্। জটাভারলসচ্চন্দ্রং খড়্গম্ উগ্রভয়ঙ্করম্॥ মুণ্ডমালাবলাকীর্ণং শ্রীতিকুণ্ডলমণ্ডিতম্। সংহারাস্ত্রং চক্রমসিং বিভ্রতং

বটুকগণের পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও ব্রহ্মাণীপুত্র বটুকায় নমঃ।” এইরূপে—“ওঁ মাহেশ্বরীপুত্র বটুকায় নমঃ, ওঁ বৈষ্ণবীপুত্র বটুকায় নমঃ, ওঁ কৌমারীপুত্র বটুকায় নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাণীপুত্র বটুকায় নমঃ, ওঁ মহালক্ষ্মীপুত্র বটুকায় নমঃ, নমঃ, ওঁ বারাহীপুত্র বটুকায় নমঃ, ওঁ চামুণ্ডাপুত্র বটুকায় নমঃ।” এবার ডাকিনী এবং যোগিনীগণের পক্ষেপচারে পূজা করবেন।

ক্ষেত্রপালগণের পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” এইভাবে—“ওঁ ক্ষাং ত্রিপুরায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ক্ষাং অগ্নিজিহ্বায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ক্ষাং অগ্নিবেতলায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ক্ষাং কালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ক্ষাং করালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ক্ষাং একপাদায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ক্ষাং ভীমনাথায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।”

এইরূপে ক্ষেত্রপালগণের ও গণপতির পূজা করবেন। তারপর মণ্ডলমধ্যে লোকপালগণের পঞ্চোপচারে পূজা করবেন।



ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা—পূর্বে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে পীতবর্ণায় বজ্রহস্তায় ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।” এইভাবে—অগ্নিকোণে—“ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে রক্তবর্ণায় শক্তিহস্তায় ছাগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।” দক্ষিণে—“ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপত্যে কৃষ্ণবর্ণায় দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় নমঃ।” নৈঋতে—“ওঁ ক্ষাং নৈঋতয়ে রক্ষোহধিপত্যে ধূম্রবর্ণায় খড়্গহস্তায় অশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ।” পশ্চিমে—“ওঁ বং বরুণায় জলাধিপত্যে শুক্লবর্ণায় পাশহস্তায় মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।” বায়ুকোণে—“ওঁ বাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে ধূম্রবর্ণায় অক্ষুহস্তায় মৃগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।” উত্তরে—“ওঁ কাং কুবেরায় যক্ষোহধিপত্যে শুক্লবর্ণায় নরবাহনায় গদাহস্তায় সপরিবারায় নমঃ।” ঈশানে—“ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপত্যে শুক্লবর্ণায় বৃষবাহনায় শূলহস্তায় সপরিবারায় নমঃ।” উর্ধ্বে—“ওঁ আং ব্রহ্মাণে প্রজাধিপত্যে রক্তবর্ণায় পদ্মহস্তায় হংসবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।” অধঃ—“ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপত্যে গৌরবর্ণায় চক্রহস্তায় গরুড়বাহনায় সপরিবারায় নমঃ।” এরপর ঘোড়শোপচারে মহাকালভৈরবের পূজা করবেন।

মহাকালভৈরবের পূজা—ধ্যান—“ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্। বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্॥ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্। ত্রিনেত্রমূর্ধ্বকেশঞ্চ মুণ্ডমালা বিভূষিতম্। জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥” এইভাবে ধ্যান করে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়ে মানসোপচারে পূজা করে আবার ধ্যান করে, ‘ওঁ মহাকালভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ’ ইত্যাদি

মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করে ঘোড়শোপচারে পূজা করবেন। প্রত্যেক উপচার অর্চনা করে, “ওঁ হ্রং ক্রৌং যাং রাং লাং বাং আং ক্রৌং মহাকালভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং হ্রং ফট্ স্বাহা এতৎ পাদ্যং মহাকালভৈরবায় নমঃ।” এইরূপে পূজা করে তিনবার তর্পণ করবেন। যথা—“ওঁ হ্রং ক্রৌং যাং রাং লাং বাং আং ক্রৌং মহাকালভৈরবং তর্পয়ামি নমঃ।” এবার দেবী পদতলস্থিত শবশিবের ধ্যান করে, যথাশক্তি উপচারে পূজা করবেন।

শবশিবের পূজা—ধ্যান—“ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং মহাকালং ত্রিলোচনম্। দিগম্বরঞ্চ দ্বিভুজং কালীপাদব্যবস্থিতম্॥ উর্ধ্বলিঙ্গ মহাদেবং চন্দ্রচূড়ং সদাশিবম্। ধ্যায়েচ্চ পরমানন্দং দেব্যা বাহনমুত্তমম্॥” এইরূপে ধ্যান করে, “ওঁ হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্য অর্ঘ্যাদিক্রমে পূজা করে, “ওঁ হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেত পদ্মাসনং তর্পয়ামি নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করবেন।

এবার দেবীর হাতে সুরাপাত্র দেবেন। যথা—কাংস্যপাত্রে মধু, নারিকেল জল ও আদা রেখে অর্চনা করবেন। যথা—“বং এতস্মৈ কাংস্যাখার সুরায় নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাংস্যাখার সুরায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ উন্মত্ত ভৈরবায় নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করে “হ্রং ফট্ স্বাহা”

১ মন্ত্র বলে দেবীর দক্ষিণ-অধঃ হস্তে পাত্র দেবেন, তারপর পঞ্চোপচারে অস্ত্রপূজা করবেন।



৮ দেবীর অস্ত্রপূজা—যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ।” এইরূপে—“ওঁ শক্তয়ে নমঃ, ওঁ দণ্ডায় নমঃ, ওঁ খড়্গায় নমঃ, ওঁ অক্ষুশায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ শূলায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ বরায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অভয়ায় নমঃ, ওঁ কপালায় নমঃ, ওঁ মুণ্ডমালায়ৈ নমঃ।” অতঃপর পঞ্চোপচারে গুরুপংক্তি পূজা করবেন।

গুরুপংক্তি পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং দিব্যৌষ শ্রীগুরুগণ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে, “ওঁ ঐং দিব্যৌষ শ্রীগুরুগণ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।” মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় তর্পণ করবেন। এইরূপে—“ওঁ ঐং সিদ্ধৌষ শ্রীগুরুগণ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং সিদ্ধৌষ শ্রীগুরুগণ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং মানবৌষ শ্রীগুরুগণ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং মানবৌষ শ্রীগুরুগণ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং পরমগুরুং শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং পরমগুরুং শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং পরাপরগুরুং শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং পরাপরগুরুং শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং পরমেষ্ঠীগুরুং শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং পরমেষ্ঠীগুরুং শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং শ্রীঅমুকীদেব্যস্বাসহিত শ্রীমৎ অমুকানন্দনাথ শ্রীগুরুং শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ওঁ ঐং শ্রীঅমুকীদেব্যস্বাসহিত শ্রীঅমুকানন্দনাথ শ্রীগুরুং শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।” (অমুকীদেব্যস্বা স্থলে নিজ গুরুপত্নী এবং অমুকানন্দনাথ স্থলে নিজগুরুর নাম বলবেন)। এরপর আবার মূলমন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে দেবীর ধ্যান

করে পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। যথা—“এষ পুষ্পাঞ্জলি সায়ুধবাহন পরিবার শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, “ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকামাতস্তু প্যতাম্।” এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করবেন। পরে করযোড়ে বলবেন—“সায়ুধবাহন পরিবার শ্রীশ্রীমন্মহাকালভৈরব-সহিত ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকাঃ পূজিতাঃ সন্তু।” এরপর যথাশক্তি বলি প্রদান করবেন।

বলি প্রকরণ—ছাগবলি বিধি—সুলক্ষণ যুক্ত ছাগপশুকে স্নান করিয়ে দেবীর সামনে পূর্বমুখে রেখে পূজক উত্তরমুখে বসে “ওঁ অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে পশুকে অবলোকন করে, কুশৌদক দিয়ে মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রোক্ষণ করবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত, এতৎ লোকমজয়দ্ যস্মিন্নগ্নিঃ। স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেয্যসি পিবেতা অপঃ॥ ওঁ বায়ুঃ পশুরাসীৎ, তেনাযজন্ত, স এতৎ লোকমজয়দ্ যস্মিন্ বায়ুঃ। স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেয্যসি পিবেতা অপঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ পশুরাসীৎ, তেনাযজন্ত, স এতৎ লোকমজয়দ্ যস্মিন্ সূর্য্যঃ। স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেয্যসি পিবেতা অপঃ॥ ওঁ বাচন্তে শুদ্ধামি, ওঁ প্রাণন্তে শুদ্ধামি, ওঁ চক্ষুন্তে শুদ্ধামি, ওঁ শ্রোত্রন্তে শুদ্ধামি, ওঁ নাভিন্তে শুদ্ধামি, ওঁ মেঢ়ন্তে শুদ্ধামি, ওঁ পায়ুন্তে শুদ্ধামি, ওঁ চরিত্রাংস্তে শুদ্ধামি। ওঁ মনস্ত আপ্যায়তাং, বাক্তে আপ্যায়তাং, প্রাণস্ত আপ্যায়তাং, চক্ষুস্ত আপ্যায়তাং, শ্রোত্রস্ত আপ্যায়তাং॥ যত্তে ক্রুরং যদাস্তিতং



১৫ তত্তে আপ্যায়তাং, তত্তে নিষ্ঠায়তাং, তত্তে শুধ্যতু পরমহোভ্যঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ পশুরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং ছাগপশুং  
প্রোক্ষ্যামি স্বাহা॥” তারপর পশুকে স্পর্শ করে মন্ত্র পাঠ করবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায়  
পরমাত্মনে হুঁকারায় ত্রিমূর্তয়ে॥” এরপর পশুর শৃঙ্গে সিন্দূর পরিয়ে, “ওঁ ছাগপশবে নমঃ” মন্ত্রে পশুর পাদ্যাদিক্রমে পূজা করে,  
বিভিন্ন অঙ্গে পূজা করবেন। যথা : মস্তকে—“ওঁ রুধিরবদনায়ৈ নমঃ।” ললাটে—“ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।” কর্ণদ্বয়ে—“ওঁ বৃহস্পতয়ে  
নমঃ।” চক্ষুদ্বয়ে—“ওঁ চন্দ্রাদিত্যাভ্যাং নমঃ।” মুখে ও নাসিকায়—“ওঁ সরস্বতৈ নমঃ।” জিহ্বাতে—“ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।” গ্রীবাতে—  
“ওঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।” চতুষ্পদে—“ওঁ মহাভৈরবৈ নমঃ।” উদরে—“ওঁ বৈষ্ণবৈ নমঃ।” পুচ্ছে—“ওঁ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ।”  
সর্বাঙ্গে—“ওঁ রুধিরবদনায়ৈ নমঃ।” তারপর পশুকে স্পর্শ করে মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—“ওঁ শিরঃ পুনাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং বিষুঃ  
পুনাতু তে। পৃষ্ঠং পুনাতু বৈকুণ্ঠঃ কবচং তে জনার্দনঃ॥ গুহ্যং পুচ্ছন্ত পবনো জজ্ঞাপাদৌ মহেশ্বরঃ। এবং সমস্ত গাত্রাণি পুনাতু  
পুরুষোত্তমঃ॥ ওঁ ছাগত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ শর্ব্বরূপিণম্ বলিরূপিণম্॥ ওঁ চণ্ডিকা প্রীতিদানেন দাতুরাপদ  
বিনাশনে। চামুণ্ডা বলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্তাং ঘাতয়াম্যাদ্য তস্মাদযজ্ঞে  
বধোহবধঃ॥” পরে পশুকে শিবরূপী চিন্তা করে, “ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং” মন্ত্রে মস্তকে কুশোদক দিয়ে পরে পুষ্প দিয়ে অর্চনা করবেন।

১৬ যথা—“ওঁ এতস্মৈ ছাগপশবে নমঃ” মন্ত্রে কুশবারি দ্বারা পশুকে প্রোক্ষণ করে, “এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বহুয়ে নমঃ। এতৎ  
সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীমম্মহাকালভৈরবসহিত ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে অর্চনা করে পশুর কর্ণে—“ওঁ পশুপাশায় বিদ্রুহে  
বিশ্বকস্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।” মন্ত্র তিনবার পাঠ করে উৎসর্গ বাক্য বলবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি  
অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মাণঃ বা  
দাসস্য) মনোগতাভীষ্টসিদ্ধিকাম ইমং ছাগপশুং বহির্দৈবতং শ্রীমম্মহাকালভৈরবসহিত ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ তুভ্যমহং  
ঘাতয়িষ্যে।” (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)

১৭ খড়্গপূজা—খড়্গের ডানদিকে সিন্দূর দ্বারা “ওঁ ঐং হ্রীং ক্রীং” বীজত্রয় লিখে খড়্গের ধ্যান করে পূজা করবেন। খড়্গের  
ধ্যান, যথা—“ওঁ কৃষ্ণং পিণাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপকম্। উগ্রং রক্তাসনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্॥ রক্তাশ্বরথরথৈব পাশহস্তং  
কুটুস্থিনম্। পীবমানঞ্চ রুধিরং ভূঞ্জানং ক্রব্যসংস্থিতম্॥ এইরূপে ধ্যান করে—“ওঁ রসনা ত্বং চণ্ডিকায়াঃ সুরলোক প্রসাধকঃ। ওঁ  
হ্রীং ক্রীং কালি কালি বিকটদংষ্ট্রে ষ্ট্বে ষ্ট্বে ফেৎকারিণি খাদয় খাদয় ছেদয় সর্বদুষ্টান্ মারয় বলিং খড়্গেন ছিন্দি ছিন্দি কিলি  
কিলি চিকি চিকি পিব পিব রুধিরং ষ্ট্বে ষ্ট্বে কিরি কিরি কালিকায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করে—“ওঁ খড়্গায়

১ নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদিক্রমে পূজা করে, খড়্গামূলে—“ও ব্রহ্মণে নমঃ”, অগ্নে—“ও রুদ্রায় নমঃ”, মধ্য—“ও জয়্যৈ নমঃ”, উভয়পার্শ্বে—“ও কালযমাভ্যাং নমঃ”, ও বজ্রেশ্বরী লৌহদণ্ডায়ৈ খড়্গায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে তারপর—“ও কালি কালি বজ্রেশ্বরী লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে খড়্গের উপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে করযোড়ে পাঠ করবেন—“ও অসির্কিশনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভোবিজয়ৈশ্চ বশ্মপালঃ নমোহস্ততে॥ ইত্যষ্টৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা। নক্ষত্রং কৃত্তিকাং তুভ্যং গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ॥ হিরণ্যঞ্চ শরীরং তে ধাতা দেবো জনার্দনঃ। পিতা পিতামহো দেবঃ ত্বং মাং পালয় সর্বদা॥ নীলজীমূতসন্ধাশতীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ কুশোদরঃ। ভাবশুদ্ধোহমর্ষণশ্চ অতিতেজোস্তথৈব চ॥ ইয়ং যেন ধৃতা ক্ষৌণী হতশ্চ মহিষাসুরঃ। তীক্ষ্ণধারায়, শুদ্ধায় তস্মৈ খড়্গায় তে নমঃ॥ ও খড়্গায় খরনাশায় শক্তিকার্য্যার্থ তৎপরঃ। পশুশ্চেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোহস্ততে॥” পরে—“ও ছাগত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মিন্ যজ্ঞে বধোহবধঃ॥ ও হ্রীং হ্রীং হ্রঃ ক্রীং ক্রীং ক্রঃ নিখিলব্রহ্মাণ্ড খণ্ড খণ্ড বলিরূপং গৃহু গৃহু স্বাহা।” মন্ত্র পাঠ করে পশুর স্কন্ধে খড়্গা স্পর্শ করাবেন। তারপর স্তম্ভের পূজা করবেন।

স্তুতপূজা—স্তুতে সিন্দূরাদি দিয়ে, “ওঁ স্তুভ্যায় নমঃ” মন্ত্রে পাদ্যাদিক্রমে স্তুতের পূজা করে করষোড়ে পাঠ করবেন—“ওঁ স্তুত্বং স্তুত্বরাপোহসি ব্রহ্মণা নির্মিত পুরা। অতস্তুং পূজ্যাম্যদ্য পশুবন্ধনহেতবে॥ ওঁ স্তুভুমুলে বসেদ ব্রহ্মা স্তুভুমধ্যে চ মাধবঃ। স্তুভাগ্নৌ চ স্বয়ং রুদ্রাস্তুভূমচলো ভব॥ ওঁ সর্বৈ দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সম্যক্ষোরগরাক্ষসাঃ। তব সান্নিধ্যমায়ান্তি তস্মাত্তুমচলো ভব॥” এবার—

“ওঁ আং হ্রীং ফট্” মন্ত্রে খড়া নিয়ে এক আঘাতে পশুকে ছেদন করবেন। পূজক স্বয়ং বলি করায় অক্ষম হলে পশুর গ্রীবায পূর্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করে খড়া স্পর্শ করিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে (কামারকে) অনুমতি দিয়ে ছেদন করাবেন।\* বলির শেষে মাটির বা তাম্রপাত্রে জল, সৈন্ধব, কদলী, শর্করা ও মধু রেখে সেই পাত্রে রুধির ও কিঞ্চিৎ মাংস নিয়ে দেবীর বামে পাত্র রাখবেন এবং ছাগশির উত্তরমুখে রেখে ছিন্নমস্তকে ঘৃত দীপ জ্বলে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করে ঐ সমাংস রুধির উৎসর্গ করবেন। উৎসর্গ বাক্য, যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিহে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীমদক্ষিণকালিকা শ্রীতিকাঃ এষ সপ্রদীপ ছাগশীর্ষবলিঃ ওঁ শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি) এষ সমাংসরুধিরবলিঃ ওঁ শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” করযোড়ে পাঠ করবেন—“ওঁ আহারে রুধিরাকাঙ্ক্ষি বলিং গৃহু জয়ং কুরু। মম শত্রুবিনাশায় পূজাং

\* বিশেষ দ্রষ্টব্য : ছেত্তা পূর্বমুখে বসবেন এবং বলি উত্তরাগ্রে থাকবে। অথবা বলি পূর্বাগ্রে থাকবে ছেত্তা উত্তরমুখে বসবেন। বলির পর পশুর ছিন্নমুণ্ড থেকে দন্তঘর্ষণজনিত “কট কট” শব্দ হলে কর্তার মরণ, চক্ষু থেকে জল পড়লে হানি হয়ে থাকে। ছিন্নশির পূর্বোত্তরদিকে পড়লে সম্পৎলাভ, ঈশান ও অগ্নিকোণের মধ্যে পড়লে সিদ্ধিলাভ ও বায়ু বা নৈঋতকোণে পড়লে হানি ঘটে।



৮ গৃহ সুরেশ্বরী" এরপর অবশিষ্ট রুধির চারভাগ করে একভাগ—“এষ রুধিরবলিঃ ওঁ হুং বাং বটুকায় নমঃ” মন্ত্রে বটুকাকে, ২য় ভাগ—“এষ রুধিরবলিঃ ওঁ হুং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ” মন্ত্রে যোগিনীগণকে, ৩য় ভাগ—“এষ রুধিরবলিঃ ওঁ হুং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ” মন্ত্রে ক্ষেত্রপালকে নিবেদন করবেন এবং ৪র্থ ভাগ—“এষ রুধিরবলিঃ ওঁ হুং গাং গণপতয়ে নমঃ।” মন্ত্রে গণপতিকে প্রদান করবেন। কুম্ভাণ্ডাদি বলি থাকলে এখানে প্রদান করবেন।

কুম্ভাণ্ডাদি বলি—কুম্ভাণ্ডাদিতে সিন্দূর দিয়ে, “বং এতস্মৈ কুম্ভাণ্ডবলয়ে নমঃ” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা শোধন করতঃ, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভাণ্ড বলয়ে নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা করে, উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুকস্য) শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা প্রীতিকামঃ ইমং কুম্ভাণ্ডবলিং বনস্পতিদৈবতং শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে।” (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)। এইক্রমে—কদলী—ইমং কদলী বলিং, আখ—ইমমিক্ষু বলিং, আদা—ইমমার্কক বলিং, ইমং মধুকপটিংবলিং, ইমং স্তম্ববলিং, বনস্পতিদৈবতম্ ইত্যাদিরূপে উৎসর্গ করবেন।

৯ তন্ত্রোক্ত ছাগবলি বিধি—সুলক্ষণযুক্ত ছাগপশুকে স্নান করিয়ে দেবীর সামনে রেখে “ফট্” মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা প্রোক্ষণ করবেন। এবার “হুং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠন মুদ্রা ও ধেনুগুদ্রা দেখিয়ে অমৃতীকরণ করে মন্ত্র পাঠ করে পশুর ললাটে ও শৃঙ্গে সিন্দূর দিবেন। যথা—“ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য্য কোটি সমপ্রভম্। সিন্দূরকজ্জলাদীনি গৃহু গৃহু যথা সুখং॥” এবার পশুর অঙ্গ পূজা করবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ছাগপশবে নমঃ।” (মস্তকে) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষৌং অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ।” (ললাটে) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রভৈরবায় নমঃ।” (মুখে) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ।” (পৃষ্ঠে) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ।” (জঙ্ঘা চতুস্তয়ে) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ।” (পুচ্ছে) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কপালিভৈরবায় নমঃ।” (উদরে) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ।” (কণ্ঠে) “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে করযোড়ে বলবেন—“ওঁ ছাগত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। কালিকা প্রীতিদানেন নমামি বলিরূপিণম্॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্তাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাদ যজ্ঞে বধোহবধঃ॥” তারপর “ওঁ হ্রীং শ্রীং ফট্” মন্ত্র বলে পশুর মস্তকে কুশোদক দিয়ে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণোরৌ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুক দেবশর্মাণঃ বা দাসস্য) শ্রীমদক্ষিণকালিকা প্রীতিকামঃ ইমং ছাগপশুং বহিঃদৈবতং অর্চিতং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে।

# শ্রীশ্রীকালীপূজা পদ্ধতি

# শ্রীশ্রীকালীপূজা পদ্ধতি





৭৫ বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণদৈবতঃ। অতস্ত্বাং পূজয়ামীহ শান্তিং কুরু নমোহস্ততে॥” তারপর মন্ত্র পাঠ পূর্বক পাশদ্বারা মহিষকে স্তম্ভে বন্ধন করবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ মেধ্যাকার স্তম্ভমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডরূপিণং পশুং বন্ধয় বন্ধয়। সশৃঙ্গ সর্কীবয়বসহিতং পশুং বন্ধয় বন্ধয় হং ফট্ স্বাহা॥” এবার করযোড়ে পাঠ করবেন—“ওঁ মহিষং ত্বং মহাবীর সর্কীভীষ্টপ্রদায়কঃ। কুমতিং সর্কপাপশ্চ মম শক্রং শ্চ নাশয়॥” তারপর মহিষের স্নানের জন্য জলে তীর্থ আবাহন করবেন। যথা—“ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী। কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরব সাগরাঃ। মহিষস্য পশোঃ স্নানে সন্নিধ্যামিহ কল্পয়॥” তারপর মন্ত্র পাঠ করতঃ সহস্রধারা দ্বারা মহিষকে স্নান করাবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ হ্রীং নিখিলপাপক্ষয়ায় ব্রহ্মবীজস্বরূপায় দিব্যতেজসে নমঃ। ওঁ ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ মহিষরূপ চণ্ডিকায়ৈ ইমং মহিষং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা॥” তারপর হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রদ্বারা পশুকে বেষ্টন করে শৃঙ্গে হরিদ্রাক্ত সূত্রদ্বারা আলতা বেঁধে সিন্দূর ও গলায় রক্তপুষ্পের মালা দিয়ে মন্ত্র পাঠ করবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে হৃদ্ধারায় ত্রিমূর্তয়ে॥ ওঁ শিরঃ পুনাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং বিষঃ পুনাতু তে। পৃষ্ঠং পুনাতু বৈকুণ্ঠঃ জঠরঞ্চ হতাশনঃ॥ ওঁ হং পুচ্ছঞ্চ পবনো জজ্ঞাপাদৌ মহেশ্বরঃ। এবং সমস্ত গায়ে পুনাতু তাং জনাদিনঃ॥ ওঁ জলদসদৃশবর্ণং, চারুবিস্তীর্ণকর্ণং, ধরনীধরসমাস্রং দীর্ঘতীক্ষ্ণগ্রন্থশৃঙ্গম্। বলিমিমমুপনীতং চণ্ডি মেধং গৃহীত্বা॥ ভগবতি মম নিতাং রাজলক্ষ্মীং বিধেহি॥ ওঁ কুরু মম রিপুনাশং কাম্যঞ্চাচ্ছিঞ্চ সিদ্ধিং, হর হর মম দুঃখং সর্কপাপং কুবুদ্ধিম্। ভবতারণবরেন্যৈ পূজিতাধিষ্ঠিতা

৩৮ ভা, ভগবতি ফলদা ত্বং সর্কযজ্ঞরতানাম্॥” পরে মহিষের অঙ্গে ন্যাস করবেন। যথা : নাসাদ্বয়ে—ওঁ অং নমঃ, ওঁ আং নমঃ। চক্ষুদ্বয়ে—ওঁ ইং নমঃ, ওঁ ঈং নমঃ। পৃষ্ঠে—ওঁ ঋং নমঃ, ওঁ ঞ্ং নমঃ। দন্তপঙতিতে—ওঁ ৯ং নমঃ ওঁ ৯ুং নমঃ। গণ্ডদ্বয়ে—ওঁ এং নমঃ, ওঁ ঐং নমঃ। পুচ্ছে—ওঁ ওং নমঃ, ওঁ ঔং নমঃ। ললাটে—ওঁ অং নমঃ। জিহ্বাতে—ওঁ অং নমঃ। দক্ষিণপদদ্বয়ে—ওঁ কং ঋং গং ঘং ঙং নমঃ। বামপদদ্বয়ে—ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং নমঃ। জজ্ঞাদ্বয়ে—ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং নমঃ। পার্শ্বদ্বয়ে—ওঁ তং থং দং ধং নং নমঃ। পৃষ্ঠে—ওঁ পং ফং বং ভং মং নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ যং রং লং বং নমঃ। উদরে—ওঁ শং ষং সং নমঃ। গলে—ওঁ হং লং নমঃ। মস্তকে—ওঁ ক্ষং নমঃ। পরে—“ওঁ মহিষপশবে নমঃ।” মন্ত্রে পাদ্যাদিক্রমে মহিষের পূজা করে, “ওঁ যমায় নমঃ” মন্ত্রে অধিপতি দেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করবেন। তারপর করযোড়ে পাঠ করবেন—“ওঁ মহিষ ত্বং মহাবীর মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ শর্করূপিণং বলিরূপিণম্॥ ওঁ চণ্ডিকাপ্রীতিদানেন দাতুরাপদ্বিনাশনে। চণ্ডিকা বালরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা স্বয়মেব স্বয়ন্তুবা। অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যাদ্য তস্মাদ যজ্ঞে বধোহবধঃ॥ যথা বাহং ভবান্ দ্বেষ্টি যথা বহসি চণ্ডিকাম্। তথা মম রিপুন্ হংসি শুভাং বহ লুলাপক॥ ওঁ যমস্য বাহনং ত্বং হি বররূপধরোহব্যয়ঃ। আয়ুর্কিবত্তং যশো দেহি কাসরায় নমো নমঃ॥” মন্ত্র পাঠ করে মহিষকে শিবরূপী চিত্তা করে, “ওঁ ঐং হ্রীং হ্রীং” মন্ত্রে মহিষের মাথায় ফুল দিয়ে উৎসর্গ বাক্য পাঠ পূর্বক উৎসর্গ করবেন। উৎসর্গ বাক্য, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসং অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে

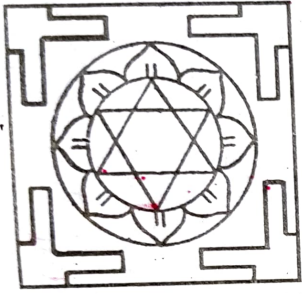
অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুকস্য) শ্রীমদক্ষিণকালিকা প্রীতিকামঃ ইমং মহিষপশুং যমদৈবতং সাযুধবাহন শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে ।” (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)। উৎসর্গ বাক্য পাঠের পর মহিষের মাথায় জল দিয়ে করষোড়ে পাঠ করবেন—“ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পশুং সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা । প্রোষিতঃ কালিকাপ্রীত্যৈ মমাত্মানঞ্চ তারয় ॥” তারপর আগের মত খড়্গের পূজা (পৃঃ ৮৫ পং ৯) করে খড়্গা নিয়ে “ওঁ হুং হ্রং কালি বিকটদংষ্ট্রে স্বেং স্বেং ফেৎকারিণি খাদয় ছেদয় ছেদয় সর্বান্ দুষ্টান্ মারয় মারয় লুলাপক খড়্গোন ছিন্দি ছিন্দি কিলি কিলি চিকি চিকি পিব পিব রুধিরং স্বেং স্বেং কিরি কিরি কালিকায়ৈ নমঃ ॥ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং মহিষং মহামোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা ।” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে মহিষের গলায় খড়্গা স্পর্শ করাবেন। পরে মন্ত্র পাঠ করে মহিষকে পাশরজ্জু বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন। যথা—“ওঁ যজ্ঞার্থে বন্ধনস্থোহসি মুক্তয়ে মোচিতো ময়া। দেব্যাঃ প্রীতিং সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশুত্তম ॥ ওঁ শিরঃ পুচ্ছাদিমেদ্রেষু পাদয়োঃ জঙ্ঘয়োস্তথা। উদরে পৃষ্ঠদেশে ত্বাং মুঞ্চন্তু পঞ্চদেবতাঃ ॥ ওঁ খড়্গাঘাতোদ্ভবং দুঃখং যত্তে মনসি বর্ভতে। তৎ ক্ষমস্ব মহাভাগ গন্ধর্বলোকমবাপ্নুহি ॥” শেষে স্তম্ভের (যূপকাঠের) পূজা (পৃঃ ৮৬ পং ৯) করে, নিজে অথবা অসামর্থ্যপক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা এক আঘাতে ছেদন করাবেন। তারপর মাটির অথবা তাম্রপাত্রে জল, সৈন্ধব, শর্করা ও মধু দিয়ে ঐ পাত্রে রুধির নিয়ে দেবীর সামনে স্থাপন করে উৎসর্গ বাক্য পাঠ পূর্বক রুধির উৎসর্গ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসং অদ্য অমুকেমাসি অমুকোরাশিস্থে

ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীমদক্ষিণকালিকা প্রীতিকামঃ  
এষ মহিষরুধিরবলিঃ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং কৌষিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্॥” এরপর কৃষ্ণ দ্বারা ঐ পাত্রের  
রুধির চারভাগে ভাগ করে অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে বিভিন্ন দেবতাকে উৎসর্গ করবেন। যথা : অগ্নিকোণে—“ওঁ বিদারিকায়ৈ নমঃ।”  
নৈঋতে—“ওঁ পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ।” বায়ুকোণে—“ওঁ পৃথনায়ৈ নমঃ” দৈশানে—“ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ।” তারপর ছিন্নশীর্ষের উপর  
ঘৃত প্রদীপ জ্বেলে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকেরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীমদক্ষিণকালিকাদেব্যোঃ দর্শনাভিবন্দন স্পর্শনাভিপূজন স্নপন  
তর্পণজনিত পূর্বপুণ্যাধিক পুণ্যপ্রাপ্তিকামঃ এষ সপ্রদীপ মহিষশীর্ষবলিঃ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” তারপর করযোড়ে পাঠ  
করবেন—“ওঁ জয় ত্বং সর্বভূতেশে সর্বভূত সমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যো বলিং গৃহু নমোহস্ততে॥—ইতি মহিষবলি বিধি॥

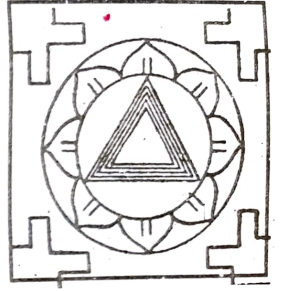
দীপমালা উৎসর্গ—বলির পর দীপমালা উৎসর্গ করতে হয়। বিশেষতঃ কার্তিক মাসে দীপাশ্বিতা অমাবস্যায়া কালীপূজায় অবশ্যই দীপমালা উৎসর্গ করবেন। যথা—“বৎ এতস্মৈ দীপমালায়ৈ নমঃ” তিনবার বলে তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্প এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্প এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে দেবীর উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প দিয়ে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ



অমুকদেবশৰ্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণঃ বা দাসস্য) শ্রীমদক্ষিণকালিকা প্রীতিকামঃ ইয়ং সংখ্যক (১০৮ হলে—  
অষ্টোত্তর শত সংখ্যক, ২৮ হলে—অষ্টাবিংশতি সংখ্যক) দীপমালাঃ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” (পরার্থে—  
দদানি)।



তাল্লিক হোমের সৃষ্টি—দীর্ঘ ও প্রস্থে চারি হস্তপরিমিত সমচতুষ্কোণ  
স্থানে বালি বিছিয়ে, কুশ দিয়ে তার মধ্যে একটি অধোমুখ ত্রিকোণমণ্ডল  
তার মধ্যে একটি বিন্দু আঁকবেন। এবার ত্রিকোণমণ্ডলের উপরে আর একটি  
উর্ধ্বমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করে ষট্‌কোণ মণ্ডল করবেন। পরে তার বাইরে  
একটি গোলাকার বৃত্ত করে ঐ বৃত্তের গায়ে অষ্টদল পদ্ম আঁকবেন।  
তারপরে তার বাইরে দু’টি করে রেখা অঙ্কন করে চারদিকে চারটি দ্বার  
অঙ্কন করে বজ্রভূপুর অঙ্কিত করবেন, এবং সৃষ্টিলের বাইরে উত্তরমুখ ও  
পূর্বমুখে তিন তিনটি রেখা আঁকবেন।



তাল্লিক হোম প্রকরণ—সৃষ্টি নির্মাণ করে মূলমন্ত্রে (ক্রীং) অভ্যক্ষণ করবেন। মূলমন্ত্রে (ক্রীং) অবলোকন, “ফট্” মন্ত্রে তাড়ন

এবং (ক্রীং) মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করে, “হং” মন্ত্রে পুনরায় অভ্যক্ষণ করবেন। তারপর (ক্রীং) মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে, “ওঁ কুণ্ডায় নমঃ”  
কিংবা “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকা সৃষ্টিলায় নমঃ।” এই মন্ত্রে পূজা করে পূর্বাগ্র তিনটি রেখায় পূজা করবেন। পূর্বাগ্র  
রেখা তিনটিতে দক্ষিণদিক ক্রমে পূজা করবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ।” (এইরূপে) “ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায়  
নমঃ।” উত্তরাগ্র তিনটিতে—“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ।” তারপর কুণ্ডমধ্যে ষট্‌কোণ, তার বাইরে বৃত্ত প্রভৃতির  
উপর এবং অষ্টদল পদ্মের উপর ‘ক্রীং’ মূলমন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। তারপর ‘ওঁ’ এই মন্ত্রে হোমের দ্রব্য সমুদয় প্রোক্ষণ করে  
বহির যোগপীঠ পূজা করবেন। যথা : কর্ণিকায়—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“প্রকৃত্যে, কুর্মায়, অনন্তায়,  
পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়, রত্নসিংহাসনায়।” অগ্ন্যাদিকোণচতুষ্টয়ে—“ওঁ ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়,  
বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়।” পূর্বাদি চারিদিকে—“ওঁ অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়।” মাঝে—“অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায়  
দ্বাদশকলায়নে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়নে, মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়নে নমঃ।” পূর্বাদিকেশরে আগে “ওঁ” এবং শেষে “নমঃ”  
যোগ করে পূজা করবেন। যথা—“পীতায়ৈ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ, স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, রুচিরায়ৈ, জ্বালিন্যৈ, বং  
বহ্ন্যসনায়।” এবার কূর্মমুদ্রায় পুষ্প নিয়ে বাগীশ্বরীর ধ্যান করে পূজা করবেন। যথা—“ওঁ বাগীশ্বরী মৃতুম্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্।  
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমম্বিতাম্॥” ধ্যান শেষে—“ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরসহিত বাগীশ্বর্য্যে নমঃ।” এই প্রকারে পঞ্চোপচারে পূজা  
কালীপূজা-৭

করবেন। তারপর শুদ্ধ অগ্নি নিয়ে মূলমন্ত্র (ক্ৰীং) পাঠ করে এবং “বৌষট্” মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত এবং দর্শন করে “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্র পাঠ করে আবাহন ও পুনরায় মূলমন্ত্র “ক্ৰীং” উচ্চারণ করে “হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা” মন্ত্র পাঠ করে কিয়দংশ স্তম্ভিলের দক্ষিণে নিষ্কম্প করবেন। এবার অবশিষ্ট অগ্নিকে “ফট্” মন্ত্রে রক্ষণ করে, “হুং” মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা ও “রং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করে, দুই হাত দিয়ে অগ্নিকে স্তম্ভিলের উপর তিনবার ঘুরিয়ে মাটিতে জানু স্পর্শ করে অগ্নিকে “শিববীজ” এবং স্তম্ভিলকে “দেবীষোনি” চিন্তা করে কুণ্ডের মধ্যস্থলে নিজের দিকে স্থাপন করবেন। এরপর পুষ্পদ্বারা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বহির্মুণ্ডয়ে নমঃ।” মন্ত্র পাঠ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে বং বহিঃচৈতন্যায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করে, “ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা।” মন্ত্র পাঠ করবেন। তারপর করযোড়ে পাঠ করবেন। যথা—“ওঁ অগ্নিঃ প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্। অগ্নে ত্বং শ্রীমদক্ষিণাকালিকানামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে পাঠ করবেন—“ওঁ দক্ষিণকালিকানামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে পাঠ করবেন—“ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাগ্নি সাধয় সাধয় স্বাহা।” এবার “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দক্ষিণকালিকানামাগ্নে নমঃ” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে পরে, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।” এইভাবে—“ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ অগ্নিষড়ঙ্গৈভ্যো নমঃ, ওঁ অগ্নে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ, ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ বজ্রাদ্যষ্ট্রেভ্যো নমঃ।” তারপর স্রুব (কুশী) অধোমুখে তিনবার তপ্ত করে কুশ দ্বারা মার্জন করবেন

তারপর কুশ দ্বারা পবিত্র বন্ধন করে সেই পবিত্র ঘটমধ্যে নিক্ষেপ পূর্বক বাম, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা নাড়ী চিন্তা করে, “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।” “ওঁ সোমায় স্বাহা।” “ওঁ অগ্নি সোমাভ্যাং স্বাহা।” মন্ত্রে তিনবার আহুতি দেবেন এবং “ওঁ অগ্নে সৃষ্টিকৃতে স্বাহা” মন্ত্রে দু’বার হোম করবেন। পরে মহাব্যাহতি হোম করবেন। যথা—“ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় সাধয় স্বাহা।” এই মন্ত্রে তিনবার হোম করে, “ওঁ অগ্নেগর্ভধানাদি সংস্কারং সম্পাদয়ামি স্বাহা” মন্ত্রে হোম করে অগ্নিতে, “এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতা সহিতায়ৈ ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে মূল দেবতার পূজা করে, ঘটদ্বারা “ক্রীং স্বাহা” মূলমন্ত্রে পঁচিশবার ঘটাহুতি দিবেন। তারপর অগ্নি ও দেবতার একত্ব চিন্তা করে আবার “ক্রীং স্বাহা” মন্ত্রে এগারো বার ঘটাহুতি দেবেন। পরে—“ওঁ মূলমন্ত্রস্যঙ্গদেবতাভ্যাং স্বাহা, ওঁ আবরণদেবতাভ্যাং স্বাহা।” মন্ত্রে ঘটাহুতি দিয়ে, সঙ্কল্প করে বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা দেবীর হোম করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথেী অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুকস্য) সর্বাপছান্তিপূর্বক শ্রীমদক্ষিণকালিকা প্রীতিকামঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকাপূজাসীভূত হোমকর্মাণি ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ং সংখ্যক হোমমহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)। (ইয়ং সংখ্যক স্থলে সংখ্যা উল্লেখ করবেন ১০০৮ হলে—অষ্টোত্তর সহস্র, ১০৮ হলে—অষ্টোত্তর শত, ২৮ হলে—অষ্টাবিংশতি সংখ্যক উল্লেখ করবেন।) এইভাবে সঙ্কল্প করে সমিধের অর্চনা করবেন। যথা—“ওঁ এতেভ্যো



ইয়ং সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ করে) সাজ্যবিল্পপত্রভ্যো নমঃ।” এইভাবে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতদধিপত্যে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবায় নমঃ। সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে অর্চনা করে, “ওঁ ক্রীং শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ স্বাহা” মন্ত্রে হোম করবেন। পরে মহাব্যাহতি হোম করবেন। যথা—“ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।” তারপর “নমঃ” মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ ঘটাক্ত একটি কুশ অগ্নিতে আহুতি দেবেন। এবার ২৮টি সাজ্য বিল্পপত্র দ্বারা—“ওঁ হং ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং আং ক্রৌং মহাকালভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং হং ফট্ মহাকালভৈরবায় স্বাহা।” মন্ত্রে হোম করবেন। এবং ২৮টি বিল্পপত্র দ্বারা—“ওঁ হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় স্বাহা।” মন্ত্রে হোম করে—“ওঁ তদ্বিষ্ণেঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥” এই মন্ত্রে ২৮টি যজ্ঞডম্বুর সমিধ বা আজ্যদ্বারা হোম করবেন।

তারপর ঘটদ্বারা হোম করবেন—“ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা।” এইক্রমে—“ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ মংস্যাং দশাবতারেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ কাল্যাং দশমহাবিদ্যাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরবগণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ব্রাহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ কাল্যাং দশদশশক্তিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ক্ষেত্রপালগণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বটুকগণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ডাকিনীগণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ যোগিনীগণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ লক্ষ্ম্যে স্বাহা, ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ যমুনায়ৈ স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা।” এইভাবে হোম করে পূর্ণাহুতি দিবেন।

পূর্ণাহুতি—মূলমন্ত্র (ক্রীং) বলে অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়ে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্য উৎসর্গ করবেন। যথা—“বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প

ভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রহ্মণে নমঃ” মন্ত্রে কুশোদক দিয়ে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য কাৰ্ত্তিকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীমদক্ষিণকালিকা পূজাসীভূত হোমকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণু অর্চিতং ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে।” (পরার্থে—দদানি)।

তারপর সংহারমুদ্রা দ্বারা পূজিতা দেবীকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করে “ক্ষমস্ব” মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন করবেন। তারপর, “অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ” মন্ত্রে কুণ্ডের ঈশান কোণে দুগ্ধ বা দধি দিয়ে, “ওঁ পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব” মন্ত্রে অগ্নিতে জল দেবেন।

এরপর হোমের ভস্ম নিয়ে অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা তিলক ধারণ করবেন। মন্ত্র, যথা—(ললাটে)—ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষ্ম, (কণ্ঠে) ওঁ জমদগ্নে ত্র্যায়ুষ্ম, (দক্ষিণ ও বাম বাহুমূলে)—ওঁ যদেবানাং ত্র্যায়ুষ্ম, (হৃদি)—ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষ্ম। তারপর প্রাণায়াম করে যথাসাধ্য মূলমন্ত্র জপ করে গোযোনি মুদ্রায় দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করবেন। এরপর দক্ষিণান্ত করবেন।

দক্ষিণান্ত—দক্ষিণা দ্রব্য একটি পাত্রে রেখে, “বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ” মন্ত্রে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ, এতদধিপত্যে ওঁ দেবায় বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীমহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে অর্চনা করে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মৎসক্লিত শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা পূজাতদ্ধোমকর্মসাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকাদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” (পরার্থে—দদানি।) এই দক্ষিণা দেবীর উদ্দেশ্যে দিয়ে, মূল দক্ষিণান্ত করবেন।

মূল দক্ষিণা—পূর্বরূপে দক্ষিণা দ্রব্যের অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করে, উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা পূজা সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু অর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রান্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।” (পরার্থে—দদানি।) এবার অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—“কৃতৈতৎ শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা পূজাচ্ছিদ্রমস্তু।”

বৈগুণ্য সমাধান—“বিষ্ণুরোম তৎসদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মৎসক্লিত শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা পূজাকর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্যোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি।) এরপর দশবার শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করবেন। তারপর ডান হাতে সামান্যার্ঘ্যের জল নিয়ে—“ওঁ ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাদিকারতঃ জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তাবস্থাসু কর্মণা মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যস্ম্যতং যদুক্তং তৎসর্বং মাং

মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক সমস্তকর্মফলং শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমদক্ষিণকালিকা চরণে সমর্পয়ামি স্বাহা।” এরপর স্তব-কবচাদি পাঠ করবেন।

কালীস্তোত্রম্—ওঁ কর্পূরমধ্যমাস্ত্রস্মরণপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং, বীজন্তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধু ত্রিকৃতং যে জপন্তি। যেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ, সচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরে সর্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥১॥ ঈশানঃ সেন্দুবাম শ্রবণপরিগতোবীজ-মন্যম্বেহেশি, দ্বন্দ্বন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিত্। জিহ্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্রুজাক্ষীবন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবাণাবতংসে ॥২॥ ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্বামনেত্রৈ যুক্তো, বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্বিগলিত-চিকুরে কালিকে যে জপন্তি। দ্বৈষ্টারং যুন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি, স্কন্ধদ্বন্দ্বাশ্রধারাদয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥৩॥ উর্ধ্বং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডঃ তথাধঃ, সব্যে চাভীর্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি। জৈপ্তুতনাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্তোতদম্, তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়ন্ত্যম্বকস্য ॥৪॥ বর্গাদ্যং বহিসংস্থং বিধুরতিললিতং তত্রয়ং কুর্চ্চযুগ্মং, লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধরোষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা। মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং। তে লক্ষ্মীলাসলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপো ভবন্তি ॥৫॥ প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং, ত্বনাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি। তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে, বাগদেবী দেবি মুণ্ডপ্রগতিশয়লসংকণ্ঠি-পীনস্তনাঢ্যে ॥৬॥



শ্রীকবীপূজাপদ্ধতি

শ্রীশ্রীকালীপূজা পদ্ধতি

200

ধারয়িত্বা বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ। নারায়ণোহপি যদ্ধৃষ্টা নারী ভৃষ্টা মহেশ্বরম্॥ যোগেশং ক্ষোভমনয়দ্ যদ্ধৃষ্টা চ রঘুবহঃ। বরদপ্তান্  
জঘানৈব রাবণাদি নিশাচরান্॥ যস্য-প্রসাদাদীশোহহং ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভুঃ॥ ধনাধিপঃ কুবেরোহপি সুরেশোহভূচ্চটীপতিঃ। এবং হি  
সকলা দেবীঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরঃ প্রিয়ে। শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাপি কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দোহনুষ্টুপ্ দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা। জগতাং  
মোহনে দুষ্টনিগ্রহে ভুক্তিমুক্তিষু। যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ওঁ শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীংকরৈকাক্ষরী পরা। ক্রীং  
ক্রীং ক্রীং মে ললাটঞ্চ কালিকা খড়াধারিণী॥ হুং হুং পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীং হ্রীং পাতু শ্রুতী মম॥ দক্ষিণে কালিকে পাতু ঘ্রাণযুগ্মং মহেশ্বরী॥  
ক্রীং ক্রীং ক্রীং রসনাং পাতু হুং হুং পাতু কপোলকম্। বদনং সকলং পাতু হ্রীং হ্রীং স্বাহা স্বরূপিণী॥ দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধৌ মহাবিদ্যা  
সুখপ্রদা। খড়্গামুণ্ডধরা কালী সর্বাসমভিতোহবতু। ক্রীং হুং হ্রীং ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম॥ ঐং হুং ওঁ ঐং স্তনদ্বয়ং ক্রীং ফট্ স্বাহা  
ককুৎস্থলম্। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা ভূজৌ পাতু সর্কর্ডকা॥ ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং করৌ পাতু ষড়ক্ষরী মম। ক্রীং নাভিং মধ্যদেশঞ্চ  
দক্ষিণে কালিকেহবতু॥ ক্রীং স্বাহা পাতু পৃষ্ঠস্ত কালিকা যা দশাক্ষরী। হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে হুং হ্রীং পাতু কটিদ্বয়ম্॥ কালী দশাক্ষরী  
বিদ্যা স্বাহা পাতুরুযুগ্মকম্। ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু কালিকা জানুনী মম॥ কালী হ্র্যমবিদ্যেয়ং চতুর্ভুগফলপ্রদা। ক্রীং হুং হ্রীং পাতু  
সা গুলফং দক্ষিণে কালিকেহবতু॥ ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা পাতু চতুর্দশাক্ষরী মম॥ খড়া মুণ্ডধরা কালী বরদা ভয়হারিণী। বিদ্যাভিঃ সকলাভিঃ  
সা সর্বাসমভিতোহবতু॥ কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা তথাগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনত্বিষঃ॥ লীলা ঘনা বলাকা চ

মাত্ৰা মুদ্রা মিতা চ মাম্ ॥ এতং সৰ্বাঃ খজ্ঞধরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ ॥ রক্ষন্তু দিগ্দিদিক্ষু মাং ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা । মহেশ্বরী চ চামুণ্ডা  
কৌমারী চাপরাজিতা ॥ বারাহী নারসিংহী চ সৰ্ব্বশামিতভূষণাঃ । রক্ষন্তু সাযুধৈদিক্ষু বিদিক্ষু মং যথা তথা ॥ ইত্যেবং কথিতং দিব্যং  
কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহামন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ॥ ত্রৈলোক্যাকর্ষণং ব্রহ্মকবচং মন্থখোদিতম্ । গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহীয়াৎ  
কবচং ততঃ ॥ কবচং ক্রিঃ সকৃদপি যাবজ্জীবঞ্চ বা পুনঃ । এতচ্ছুব্রাদমাবৃত্ত ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ত্রৈলোক্যঃ ক্ষোভয়তেব কবচস্য  
প্রসাদতঃ । মহাকবিভবেন্মাসং সৰ্বসিন্দীপ্তরো ভবেৎ ॥ পুষ্পাঞ্জলীন্ কালিকায়ৈ মূলে নৈব পঠেৎ স কৃৎ ! শতবর্ষ সহস্রাণাং পূজায়াঃ  
ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ভুক্ত্যে বিনিখিতঐতং স্বর্ণস্থং ধারয়েদ যদি । শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কঠে বা ধারয়েদ যদি ॥ ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ  
ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ । পুত্রবান্ বলবান্ শ্রীমান্ নানাবিদ্যানিধির্ভবেৎ । ব্রহ্মাত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদগাত্র স্পর্শনে ততঃ । নাশমায়ান্তি যা  
নারী বন্ধ্যা বা মৃতপুত্রিনী ॥ কঠে বা বামবাহৌ বা কবচস্য চ ধারণাৎ । বহুপত্যা জীবনংসা ভবত্যেব ন সংশয় ॥ ন দেয়ং পরশিম্যেভ্যো  
হ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ । শিম্যেভ্যো ভক্তিযুক্তেভ্যশ্চান্যথা মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ স্পষ্টামুদ্রয় কমলা বাগ্দেশী তন্মুখে বসেৎ । পৌত্রান্তং স্থৈর্য্যমাস্থায়  
নিবসত্যেব নিশ্চিতম্ ॥ ইদং কবচমঙ্গাহ্না যো জপেৎ কালী দক্ষিণাম্ । শতলক্ষং প্রজপ্ত্বা হি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি ॥ নশস্ত্রঘাতমাপ্নোতি  
সৌহৃঢ়িরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥

—ইতি ভৈরবতন্ত্রে ভৈরবীভৈরব সংবাদে কালীকল্পে কালীকবচং সমাপ্তম্।



দক্ষিণকালিকাস্তোত্রম্—ওঁ কৃশোদরি মহাচণ্ডি মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে। কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ঘোরদংষ্ট্রে কোটরাঙ্কি  
কিটীশক প্রসাধিনি। ঘুরঘোররবাস্ফারে নমস্তে চিত্তবাসিনি ॥ বন্ধুকপুষ্পসঙ্কশে ত্রিপুরে ভয়নাশিনি। ভাগ্যোদয়সমুৎপন্নে নমস্তে বরবন্দিনি ॥  
জয় দেবীজগদ্ধাত্রী ত্রিপুরাদ্যে ত্রিদেবতে। ভক্তেভ্যঃ বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোহস্ততে ॥ ঘোরবিঘ্নবিনাশায় কুলাচারসমৃদ্ধয়ে। নমামি বরদে  
দেবি মুণ্ডমালা বিভূষণে ॥ রক্তধারাসমাকীর্ণে করকাক্ষীবিভূষিতে। সৰ্ববিঘ্নহরে কালি নমস্তে ভৈরবপ্রিয়ে ॥ নমস্তে দক্ষিণামূর্ত্তে কালি  
ত্রিপুরভৈরবি। ভিন্নাঙ্গনচয়প্রথ্যে প্রবীণশবসংস্থিতে ॥ গলচ্ছেহাগিতধারাভিঃ স্মেরাননসরোরুহে। পীনোন্নতকুচদ্বন্দ্বে নমস্তে ঘোরদক্ষিণে ॥  
আরক্তমুখ শান্তাভির্নেত্রালিভিন্নিরাজিতে। শবদ্বয়কৃতোত্তংসে নমস্তে মদবিহূলে ॥ পঞ্চাশন্মুণ্ডঘটিতমালালোহিতলোহিতে। নানা-  
মণিবেশোভাঢ্যে নমস্তে ব্রহ্মসেবিতো ॥ শবাস্তিকৃতকেয়ুর, শঙ্খ-কঙ্কণ-মণ্ডিতে। শববক্ষঃ সমারুঢ়ে নমস্তে বিষ্ণুপূজিতে ॥ শবমাংসকৃতগ্রাসে  
সাত্ত্বাহসৈ মুহুমূহঃ। মুখশীঘ্র স্মিতামোদে নমস্তে শিববন্দিতে ॥ খড়্গামুণ্ডধরে বামে সব্যে ভয়বরপ্রদে। দন্তুরে চ মহারৌদ্রে নমস্তে  
চণ্ডনায়িকে ॥ ত্বং গতিং পরমা দেবী ত্বং মাতা পরমেশ্বরী। ত্রাহি মাং করুণাসার্দ্রে নমস্তে চণ্ডনায়িকে ॥ নমস্তে কালিকে দেবি নমস্তে  
ভক্তবৎসলে। মূৰ্খতাং হর মে দেবি প্রতিভা জয়দায়িনী ॥ গদ্যপদ্যময়ীং বাণীং তৰ্কব্যাকরণাদিকম্। অনধীতগতাং বিদ্যাং দেহি দক্ষিণ-  
কালিকে ॥ জয়ং দেহি সভামধ্যে ধনং দেহি ধনাগমে। দেহি মে চিরজীবিত্বং কালিকে রক্ষ দক্ষিণে ॥ রাজ্য দেহি যশো দেহি পুত্রান্  
দারান্ ধনং তথা। দেহান্তে দেহি মে মুক্তিং জগন্মাতঃ প্রসীদ মে ॥ ওঁ মঙ্গলা ভৈরবী দুৰ্গা কালিকা ত্রিদশেশ্বরী। উমা হৈমবতীকন্যা কল্যাণী

ভৈরবেশ্বরী ॥ কালী ব্রাহ্মী চ মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী বাসলী চণ্ডী ত্বাং জগন্মুনয়ঃ সদা ॥ উগ্রতারেতি তারেতি  
শিবত্যেকজটেতি চ। লোকোত্তরেতি কালিকে গীয়তে কৃতিভিঃ সদা ॥ যথা কালী তথা তারা তথা ছিন্না চ কুল্লুকা। একমূর্ত্তিচতুর্ভেদ  
দেবি ত্বং কালিকা পুরা ॥ একদ্বিত্রিবিধা দেবী কোটিধানন্তরূপিণী। অঙ্গাসিকৈর্নামভেদৈঃ কালিকেতি প্রগীয়তে ॥ শঙ্কুঃ পঞ্চমুখেনৈব গুণান্  
বভূবু ন তে ক্ষমঃ। চাপলৈর্যৎ কৃতং স্তোত্রং ক্ষমস্ব বরদা ভব ॥ প্রাণান্ রক্ষ যশো রক্ষ পুত্রান দারান্ ধনং তথা। সৰ্বকালে সৰ্বদেশে  
পাহি মাং দক্ষিণকালিকে ॥ যঃ সংপূজ্য পঠেৎ স্তোত্রং দিবা বা রাত্রিসম্ভাযোঃ। ধনং ধান্যং তথা পুত্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

—ইতি মহাকালবিরচিতং শ্রীমদক্ষিণকালিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্—

পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্র—প্রথমে “(নমঃ) ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।” মন্ত্রে আচমন করে করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“(নমঃ) ওঁ  
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সৰ্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।” তারপর  
পুষ্প নিয়ে বলবেন—

“ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি। ধর্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।  
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্ততে ॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ ॥ ১ ॥

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। উমে ব্রহ্মাণি কৌমারি বিশ্বরূপে প্রসীদ মে॥ ভগবতি ভয়চ্ছেদে কাত্যায়নি চ কামদে।  
কালকৃৎ কৌশিকি ত্বং হি কাত্যায়নি নমোহস্ততে॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ॥ ২॥

ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্তীতে সুরনায়িকে। কুলদ্যোতকরে চোদ্যে জয়ং দেহি নমোহস্ততে॥ সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।  
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ততে॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ॥ ৩॥”

তারপর প্রণাম মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রণাম করবেন। যথা—“ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি। ধর্মার্থ মোক্ষদে দেবি নারায়ণি  
নমোহস্ততে॥” অতঃপর দক্ষিণান্ত কৰ্ম করবেন।

বিসর্জন ক্রিয়া—শুদ্ধাসনে বসে বৈদিক আচমন, বিষুস্মরণ করে যথাবিধি তান্ত্রিক আচমনাদি করে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, গুরু  
এবং নারায়ণাদির পূজা শেষ করে দেবীর যথাবিহিত দশোপচারে পূজা করে স্তবাদি পাঠ এবং আরত্রিক করবেন। তারপর আবরণ  
দেবতাগণকে দেবীর অঙ্গে লীন চিন্তা করে—সংহার মুদ্রার সাহায্যে নির্মাল্য নিয়ে, “ওঁ নির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করবেন।  
তারপর সামান্যার্ঘ্য জল নিয়ে—“ওঁ শ্রীমদক্ষিণকালিকে দেবি ক্ষমস্ব।” মন্ত্রে বিসর্জন করে তাঁর তেজ পুষ্পের সঙ্গে নিম্নমন্ত্রে হৃদয়ে  
স্থাপন করে পাঠ করবেন—“ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্বতবাসিনি। ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমাস্তরম॥” তারপর অল্প  
নৈবেদ্য “ওঁ উচ্ছিষ্টচাগুলিন্যৈ নমঃ”, মন্ত্রে ঈশান কোণে দিয়ে কিঞ্চিৎ শেষ নিয়ে পাদোদক পান করে মাথায় নির্মাল্যার্পণ করবেন।

তারপর মূল মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অষ্টোত্তরশত সচন্দন পুষ্পকে মাথায় নিয়ে ত্রিলোককে বশে আনয়ন করবেন। এরপর ঘট নেড়ে  
দিয়ে সুতো ছিঁড়ে দেবেন। হরিদ্রা বাটা গুলে দর্পণের সাহায্যে দেবীর চরণ দর্শন করবেন। পরে শান্তি আশীর্বাদ দেবেন।

তন্ত্রোক্ত শান্তিমন্ত্র—সুরাস্ত্রামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুহেমেশ্বরঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্যণঃ প্রভুঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়  
তে। ওঁ আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতিস্তথা॥ বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষা দিকপালাঃ পাস্তু তে  
সদা॥ ওঁ কীর্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধাঃ পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তৃষ্টিঃ কান্তিঃ মাতরঃ॥ এতাস্ত্রাম-ভিষিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যঃ  
সমাগতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ॥ গ্রহাস্ত্রামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর  
এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাস্চাঙ্গরসাং গণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ  
যে॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্বাঃ যক্ষরাক্ষসপগাঃ॥ এতে ত্রামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

সুরাশোধন মন্ত্র—“ওঁ বাং বীং বুং বৈং বৌং বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ।” মন্ত্রটি সুরার উপর দশবার জপ করবেন।  
তারপর—“ওঁ শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ শুক্রশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ।” মন্ত্রটি সুরার উপর দশবার জপ করবেন। সবশেষে—  
“হ্রীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং ক্রুং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ কৃষ্ণশাপ বিমোচয়ামৃতং স্রাবয় স্বাহা।” মন্ত্রটি দশবার জপ করে মূলমন্ত্র আটবার জপ করে দেবীর  
ধ্যান করবেন।



মাংসশোধন মন্ত্র—“ওঁ হৌ ক্ষৌ মাংস মহামাংস শোধয় হৌ ক্ষৌ স্বাহা।”

সংক্ষেপে কারণশোধন মন্ত্র—“ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আনন্দেশ্বরায় বিদ্যাহে সুধাদেবৌ ধীমহি তন্নোহর্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ।” মন্ত্রটি দশবার জপ করবেন। “হ্রীং শ্রীং ছাং ছ্রীঁ ছুঁ ছেঁ ছেঁ ছঃ ছুরিকাভেতি শোভিনি বিকারমস্য দ্রব্যস্য হর হর স্বাহা।” এই মন্ত্র তিনবার জপ করে—“হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ অমৃতে অমৃতবর্ষিণী মহাপ্রকাশযুক্তে স্বাহা।” মন্ত্রটি তিনবার জপ করবেন।

—শ্রীশ্রীকালীপূজা পদ্ধতি সমাপ্ত—

### শ্মশানকালিকা পূজাবিধি

আচমন বিধি—এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং শিবতত্ত্বায় স্বাহা। এরপর দক্ষিণকালিকা পূজার মতোই ওষ্ঠাদি মার্জন করবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য—যথানিয়মে একটি অর্ঘ্য সাজিয়ে এবং অর্চনা করে—ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোহর্ঘ্যঃ) ওঁ হ্রীং হং সং মার্ত্তণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় ওঁ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা। তারপর আর একটি অর্ঘ্য সাজিয়ে অর্চনা করে—এতৎ সম্প্রদান্যৈ শ্মশানকালিকায়ৈ নমঃ, মন্ত্র বলে অর্ঘ্যে কুশোদক দিয়ে অর্ঘ্য নিয়ে—ওঁ উদ্যাদাদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্য চৈতন্যদায়িন্যৈ ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোহর্ঘ্যঃ)

এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং শ্মশানকালিকায়ৈ দেবৌ স্বাহা। এবার তন্ত্রোক্ত স্বস্তিবাচন ও স্বস্তিসূক্ত যথারীতি পাঠ করে দক্ষিণকালিকা পূজার মতো পঞ্চগব্য শোধন, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম করবেন। তারপর করশোধন, পুষ্পশুদ্ধি, কায়াদি শোধন ও ভূতশুদ্ধি করবেন। পরে—“এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং” মন্ত্রে প্রাণায়াম করে আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন।

আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা—আপন হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার অগ্রভাগ স্পর্শ করে—“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসং শ্রীমৎ শ্মশানকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি শ্রীমৎ শ্মশান কালিকায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি শ্রীমৎ শ্মশানকালিকায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি শ্রীমৎ শ্মশানকালিকায়াঃ বাহ্ননশ্চক্ষুস্তক্শোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।”

তারপর দক্ষিণকালিকা পূজা পদ্ধতিতে মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, পীঠশক্তির ন্যাস করে করাসন্যাস করবেন।

করন্যাস—এং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লীং অনামিকাভ্যাং হুং। কালিকে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

কালীপূজা-৮

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীমৎ শ্মশানকালিকা মন্ত্রস্য ভৃগুঋষিঃ নিবৃট্চ্ছন্দঃ শ্রীমৎ শ্মশানকালিকা দেবতা ঐং হ্রীং শ্রীং বীজং ক্লীং  
কালিকে শক্তিঃ ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং কীলকং পুরুষার্থচতুষ্টয় সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ভৃগুঋষয়ে নমঃ, মুখে—নিবৃট্চ্ছন্দসে  
নমঃ, হৃদি—শ্মশানকালিকায়ৈ নমঃ। ঋষ্যাদিন্যাসের পর আবার করাস্ত্যাস করবেন।

মূলপুটিত মাতৃকান্যাস—এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং অং এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং  
এং নমঃ ললাটে। এইক্রমে—এং ইত্যাদি মূলমন্ত্র আং মূলমন্ত্র মুখবত্তে। মূলমন্ত্র ইং মূলমন্ত্র দক্ষিণেন্ত্রে। মূলমন্ত্র ঈং মূলমন্ত্র  
বামেন্ত্রে। মূলমন্ত্র উং মূলমন্ত্র দক্ষিণকর্ণে। মূলমন্ত্র উং মূলমন্ত্র বাম কর্ণে। মূলমন্ত্র ঋং মূলমন্ত্র দক্ষিণ নাসায়। মূলমন্ত্র ঋং মূলমন্ত্র  
বাম নাসায়। মূলমন্ত্র ঞং মূলমন্ত্র দক্ষিণগণ্ডে। মূলমন্ত্র ঞং মূলমন্ত্র বামগণ্ডে। মূলমন্ত্র এং মূলমন্ত্র ওষ্ঠে। মূলমন্ত্র ঐং মূলমন্ত্র অধরে।  
মূলমন্ত্র ওং মূলমন্ত্র উর্ধ্বদন্তপংক্তৌ। মূলমন্ত্র ওং মূলমন্ত্র অধোদন্তপংক্তৌ। মূলমন্ত্র অং মূলমন্ত্র মস্তকে। মূলমন্ত্র অঃ মূলমন্ত্র মূখে।

মূলমন্ত্র কং মূলমন্ত্র দক্ষিণ বাহুমূলে। মূলমন্ত্র খং মূলমন্ত্র কূর্পরে। মূলমন্ত্র গং মূলমন্ত্র মণিবন্ধে। মূলমন্ত্র ঘং মূলমন্ত্র অঙ্গুলি মূলে।  
মূলমন্ত্র ঙং মূলমন্ত্র অঙ্গুল্যাগ্রে। মূলমন্ত্র চং মূলমন্ত্র বামবাহুমূলে। মূলমন্ত্র ছং মূলমন্ত্র কূর্পরে। মূলমন্ত্র জং মূলমন্ত্র মণিবন্ধে। মূলমন্ত্র  
ঝং মূলমন্ত্র অঙ্গুলি মূলে। মূলমন্ত্র ঞং মূলমন্ত্র অঙ্গুল্যাগ্রে। মূলমন্ত্র টং মূলমন্ত্র দক্ষিণ উরুমূলে। মূলমন্ত্র ঠং মূলমন্ত্র জানুতে। মূলমন্ত্র  
ডং মূলমন্ত্র গুল্ফে। মূলমন্ত্র ঢং মূলমন্ত্র অঙ্গুলি মূলে। মূলমন্ত্র ণং মূলমন্ত্র অঙ্গুল্যাগ্রে। মূলমন্ত্র তং মূলমন্ত্র বাম উরুমূলে। মূলমন্ত্র  
থং মূলমন্ত্র জানুনি। মূলমন্ত্র দং মূলমন্ত্র গুল্ফে। মূলমন্ত্র ধং মূলমন্ত্র অঙ্গুলিমূলে। মূলমন্ত্র নং মূলমন্ত্র অঙ্গুল্যাগ্রে। মূলমন্ত্র পং মূলমন্ত্র  
দক্ষিণপার্শ্বে। মূলমন্ত্র ফং মূলমন্ত্র বাম পার্শ্বে। মূলমন্ত্র বং মূলমন্ত্র পৃষ্ঠে। মূলমন্ত্র ভং মূলমন্ত্র নাভৌ। মূলমন্ত্র মং মূলমন্ত্র উদরে।  
মূলমন্ত্র যং মূলমন্ত্র হৃদি। মূলমন্ত্র রং মূলমন্ত্র দক্ষিণস্কন্ধে। মূলমন্ত্র লং মূলমন্ত্র ককুদি। মূলমন্ত্র বং মূলমন্ত্র বামস্কন্ধে। মূলমন্ত্র শং  
মূলমন্ত্র হৃদয়াদি দক্ষিণ-করাগ্রে। মূলমন্ত্র ষং মূলমন্ত্র হৃদয়াদি বামকরাগ্রে। মূলমন্ত্র সং মূলমন্ত্র হৃদাদি দক্ষিণ পাদাগ্রে। মূলমন্ত্র  
হং মূলমন্ত্র হৃদয়াদি বাম পাদাগ্রে। মূলমন্ত্র লং মূলমন্ত্র হৃদয়াদি জঠরে। মূলমন্ত্র ক্ষং মূলমন্ত্র হৃদয়াদি মুখে।

অনুলোম মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্রন্যাস—এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং ললাটে। এইক্রমে—মুখবৃত্তে, দক্ষিণনেত্রে, বামনেত্রে, দক্ষিণকর্ণে, বামকর্ণে, দক্ষিণ নাসাপুটে, বামনাসাপুটে, দক্ষিণগণ্ডে, বামগণ্ডে, ওষ্ঠে, অধরে, উর্ধ্বদন্তপংক্তিতে, অধোদন্তপংক্তিতে, মস্তকে, মুখে, দক্ষিণবাহুমূলে, কূপরে, মণিবন্ধে, অঙ্গুলিমূলে, অঙ্গুল্যাগ্রে, বাম বাহুমূলে, কূপরে, মণিবন্ধে,



১১ অঙ্গুলিমূলে, অঙ্গুল্যাগ্রে, দক্ষিণ উরুমূলে, জানুনি, গুল্ফে, অঙ্গুলিমূলে, অঙ্গুল্যাগ্রে, বাম উরুমূলে, জানুনি, গুল্ফে, অঙ্গুলিমূলে, অঙ্গুল্যাগ্রে, দক্ষিণপার্শ্বে, বামপার্শ্বে, পৃষ্ঠে, নাভিতে, উদরে হৃদয়ে, দক্ষিণক্লে, ককুদি, বামক্লে, হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে, হৃদয়াদি বামকরাগ্রে, হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে, হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে, হৃদয়াদি জঠরে, হৃদয়াদি মুখে, এইভাবে অঙ্গসমূহ স্পর্শ করবেন। তারপর বিলোম মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্রন্যাস করবেন।

বিলোম মাতৃকাস্থানে মূলমন্ত্রন্যাস—এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং হৃদয়াদি মুখে। এইক্রমে হৃদয়াদি জঠরে, হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে, হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে, হৃদয়াদি বামকরাগ্রে, হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে, বামক্লে, ককুদি, দক্ষিণ ক্লে, হৃদয়ে, উদরে, নাভিতে, পৃষ্ঠে, বামপার্শ্বে, দক্ষিণপার্শ্বে, অঙ্গুলি অগ্রে, অঙ্গুলি মূলে, গুল্ফে, জানুতে, বাম উরুমূলে, অঙ্গুলিমূলে, গুল্ফে, জানুতে, দক্ষিণ উরুমূলে, অঙ্গুলি অগ্রে, অঙ্গুলি মূলে, মণিবন্ধে, কূপরে, বাম বাহুমূলে, অঙ্গুলি অগ্রে, অঙ্গুলিমূলে, মণিবন্ধে, কূপরে, দক্ষিণ বাহুমূলে, মুখে, মস্তকে, অধোদন্তপংক্তিতে, উর্ধ্বদন্তপংক্তিতে, অধরে, ওষ্ঠে, বামগণ্ডে, দক্ষিণ গণ্ডে, বাম নাসায়, দক্ষিণ নাসায়, বামকর্ণে, দক্ষিণকর্ণে, বামনেত্রে, দক্ষিণনেত্রে, মুখবৃত্তে, ললাটে। এইরূপে অঙ্গ সকল স্পর্শ করবেন। এবার বৃহৎ ষোড়ান্যাসে অসমর্থ হলে দক্ষিণকালিকা পূজার ন্যায় সংক্ষেপে ষোড়ান্যাস করবেন। তারপর তত্ত্বন্যাস করবেন—

তত্ত্বন্যাস—এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা (পাদ থেকে নাভি পর্যন্ত স্পর্শ করবেন)। এইক্রমে—

এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা (নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করবেন) এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং শিবতত্ত্বায় স্বাহা (হৃদয় থেকে মস্তক পর্যন্ত স্পর্শ করবেন)। এবার বীজন্যাস করবেন।

বীজন্যাস—এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং (ব্রহ্মরন্ধ্রে)। এইরূপে—এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং (জহ্নয়মধ্যে)। এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং (ললাটে)। এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং (নাভিতে)। এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং (সর্বাঙ্গে)। সবশেষে তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার ব্যাপকন্যাস করবেন।

ব্যাপকন্যাস—“এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং” এই মন্ত্রে পাদদেশ থেকে মস্তক ও মস্তক থেকে পাদদেশ পর্যন্ত ব্যাপকন্যাস সমাপ্ত করে কূর্মমুদ্রায় পুষ্প-বিল্বপত্রাদি নিয়ে ধ্যান করবেন।

শ্মশানকালিকার ধ্যান—“ওঁ অঞ্জনাধিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুক্লমাংসাতীভৈরবাম্ ॥ পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং কপালকম্। সদ্যঃ কৃত্ব শিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্ ॥ স্মিতবজ্রাং সদা চামমাংসচর্কণতৎপরাম্। নানালঙ্কার ভূষাক্ষীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ ॥” ধ্যান করে পুষ্পটি নিজের মাথায় দিয়ে মানসোপচারে দক্ষিণকালিকা পূজার মতো পূজা করে বিশেষাঘ্য স্থাপন করে শঙ্খজলে পূজা করবেন। যথা—“এং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রীং শিখায়ৈ বষট্, ক্লীং কবচায় হুং, কালিকে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং অস্ত্রায় ফট্। শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমৎ শ্মশানকালিকে মাতং ইহাগচ্ছ

ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহসন্নিরুদ্ধা ভব, ইহ সন্নিরুদ্ধাস্থ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” অতঃপর মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করে শঙ্খজলে—“এং হ্রী শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং” মন্ত্র দশবার জপ করে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা সংরক্ষণ, এবং তাতে ভূতিনী ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করে ঐ জল সামান্য কোশায় নিয়ে সেই জল দ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণ অভ্যক্ষণ করবেন। এবার মণ্ডলে পূজা করবেন।

মণ্ডলে পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ।” এইরূপে—“ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ কমঠায় নমঃ, ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ সুধাসুধয়ে নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ চিত্তামণি গৃহায় নমঃ, ওঁ শ্মশানায় নমঃ, ওঁ পারিজাতায় নমঃ, ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ।”

মণ্ডলে পূজার পর দক্ষিণকালিকা পূজার মতো পীঠপূজা করে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা বেদীশোধন, বিতানশোধন ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে ঘট স্থাপন করে কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন করে আবাহন পূর্বক যথাশক্তি উপচারে গণেশাদির পূজা করবেন। তারপর পুনরায় কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান করে পুষ্পটি ঘটের উপর দিয়ে আবাহন করবেন।

আবাহন—করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—“ওঁ এহেহি ভগবত্যস্থ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহে। যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্বদা॥ ওঁ মহাপদ্ম বনান্তস্থে কারণানন্দ বিগ্রহে। সর্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরী॥ ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার

সমম্বিতে। যাবত্নাং পূজয়িষ্যামি তাবত্নং সুস্থিরা ভব॥ এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং শ্রীমন্মহাকালভৈরবসহিত শ্রীমৎ শ্মশানকালিকে মাতঃ ইহাগচ্ছ” প্রভৃতি মন্ত্র ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করবেন। আবাহনের পর দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করবেন। যথা—“এং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রীং শিখায়ৈ বষট্, ক্লীং কবচায় হং, কালিকে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং অস্ত্রায় ফট্।”

এবার ধেনুমুদ্রা, পরমীকরণ মুদ্রা, ভূতিনীমুদ্রা, আকর্ষণী মুদ্রা ও যোনি মুদ্রা প্রভৃতি প্রদর্শন করে দক্ষিণকালিকা পূজার মতোই দেবীর চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন। চক্ষুর্দানের মন্ত্র একই প্রকার শুধুমাত্র ‘দক্ষিণকালিকা’ স্থলে ‘শ্মশানকালিকায়াঃ উর্ধ্বচক্ষুঃ কল্পয়ামি। শ্মশানকালিকায়াঃ বামচক্ষুঃ কল্পয়ামি। শ্মশানকালিকায়াঃ দক্ষিণচক্ষুঃ কল্পয়ামি।’ উল্লেখ করবেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠাতেও দক্ষিণকালিকার মতোই মন্ত্রাদি। শুধুমাত্র ‘শ্রীমদদক্ষিণকালিকায়াঃ’ স্থলে ‘শ্রীমৎ শ্মশানকালিকায়াঃ প্রাণাঃ’ ইত্যাদি উল্লেখ করবেন।

এছাড়া পদতলস্থিত শবশিবের চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি দক্ষিণকালিকা পূজার মতোই বৈদিক গায়ত্রী পাঠপূর্বক করে, কূর্মমুদ্রায় পুষ্প-বিল্বপত্রাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান করে ঘটে দিয়ে প্রধান পূজা করবেন। সমস্ত উপচার যথারীতি অর্চনা করে এবং মূলমন্ত্র বলে নিবেদন করবেন। যথা—“এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।” বলে তিনবার অভ্যক্ষণ করে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতদধিপত্যে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ”, ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনা করে, “ইদং রজতাসনং এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং



হ্রীং ঐঃ শ্মশানকালিকায়ৈ নমঃ।” এইক্রমে—সমস্ত উপচার নিবেদন করবেন। এবার—“শ্রীমৎ শ্মশানকালিকে দেবি! আজ্ঞাপয়  
আবরণন্তে পূজ্যামি।” মন্ত্রে অনুষ্ঠা নিয়ে দক্ষিণকালিকা পূজার মতোই আবরণ পূজা, ব্রাহ্মাদ্যষ্টশক্তিপূজা, অষ্টভৈরবের পূজা  
ও ডাকিনী যোগিনীর পূজা, বটুকগণের পূজা, ক্ষেত্রপালগণের পূজা এবং লোকপালগণের পূজা করে মহাকালভৈরবের পূজা  
করবেন।

তারপর দেবীর পদতলস্থিত শবরূপী মহাদেবের পূজা করে অম্রপূজা ও গুরুপংক্তি পূজা শেষ করে তন্ত্রোক্ত বিধিতে বলিদান করবেন।

হোমবিধি—দক্ষিণকালিকা পূজার মতোই স্তম্ভিল করে “ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং” মন্ত্রে অবলোকন, “ফট্” মন্ত্রে তাড়ন, পুনরায় মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ “হুং” মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করে পুনরায় মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে “শ্রীমৎ শ্মশানকালিকা স্তম্ভিলায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করে অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্য দক্ষিণকালিকা পূজার মতো করবেন। শুধুমাত্র মূলমন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ, “বৌষট্” মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত করবেন।

বিশ্বপত্র সমিধ সঙ্কল্প—“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকস্য) সর্বাণ্যপছান্তিপূর্ব্বক শ্রীমৎ শ্বশানকালিকা প্রীতিকামনয়া শ্রীমৎ শ্বশানকালিকা পূজাসীভূত

এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং শ্রীমৎ শ্রীশানকালিকায়ৈ স্বাহা ইতি মন্ত্ৰেণ সাজ্যবিষপত্রৈরিয়ৎসংখ্যক হোমমহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)। (ইয়ৎ সংখ্যক স্থলে বিষ্ণপত্রের সংখ্যা উল্লেখ করবেন)। এইভাবে সঙ্কল্প করে—“এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং এং শ্রীমৎ শ্রীশানকালিকায়ৈ স্বাহা।” মন্ত্ৰে হোম করবেন। তারপর দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যসমাধান, মূলমন্ত্র জপ, জপ সমর্পণ, স্তব-কবচাদি পাঠ এবং সামর্থ্য পক্ষে রুদ্রচণ্ডী পাঠ করা কর্তব্য।

—ইতি শ্মশানকালিকা পূজাবিধি—

ভদ্রকালী ও মহাকালী পূজাবিধি—পূজাবিধি দক্ষিণকালিকা পূজাবিধির ন্যায়। ধ্যান—“ওঁ ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তীং। নাহং তৃপ্তা বদন্তীজগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করেমি॥ হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখাসন্নিভং পায়ুগুণং। দন্তৈর্জ্জাম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী॥” মন্ত্র—“ক্লীং ক্লীং ক্লীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ ক্লীং ক্লীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা॥”

মহাকালীর ধ্যান—ভদ্রকালীর ধ্যানের মন্ত্রের মতো। মন্ত্র—“ক্লীং ক্লীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং মহাকাল্যে ক্লীং ক্লীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা॥” অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি দক্ষিণকালিকা পূজাবিধির মতো। বিশেষ—অষ্টদলপদ্মের ভূপুরে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের এবং বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা হবে এবং ভূগৃহে পূর্বাদি চারিদ্বারে বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণপতির পূজা হবে।

নিশাকালী পূজাপদ্ধতি : ধ্যান—“ওঁ শবোপরি সমাসীনাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥ ধ্যায়েদন্তভুজৈর্যুজাং করপদ্মে বিরাজিতম্ ॥ শক্তিশূলধনুর্বাণখড়্গাখোটকবরাভয়াম্ ॥ পঞ্চবজ্রাং মহারৌদ্রীং প্রতিবজ্রং ত্রিলোচনাম্ ॥ প্রলয়ানলধূলাভাং কৃষ্ণবর্ণবিধায়িনীম্ ॥ জটাজূট-সমায়ুক্তকেশজালবিরাজিতাম্ ॥ কৃষ্ণবস্ত্রধরাং কট্যাং নাগপাশেন বেষ্টিতাম্ ॥ হাস্যযুক্তাং নিশাকালীং সদাঘূর্ণিতলোচনাম্ ॥” পূজা মন্ত্র—“ওঁ হ্রীং হ্রীং নিশাকাল্যৈ নমঃ ॥” ঋষ্যাদিন্যাস—(শিরসি) “ওঁ দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ”, (মুখে) “ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ”, (হৃদি) “ওঁ পরাংপরতরাক্তিকালিকায়ৈ নমঃ” তত্খন্যাস—(পাদাদি নাভি পর্যন্ত) “ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, (নাভ্যাদিহৃদি পর্যন্ত) ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ॥” (হৃদয়াদিশিরঃ পর্যন্ত) “হ্রং হেসৌঃ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ॥” করন্যাস—হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রং মধ্যমাভ্যাং বযট্, হ্রং অনামিকাভ্যাং হ্রং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্ ॥” অঙ্গন্যাস—“হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রং শিখায়ৈ বযট্, হ্রং কবচায় হ্রং, হ্রৌং নেত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্ ॥”

ব্যাপকন্যাস—মূলমন্ত্র (হ্রীং) সপ্তসংখ্যক ব্যাপকন্যাস করবেন। অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি দক্ষিণকালিকা পূজার মতোই করবেন।

রক্ষাকালী পূজা—ঋষ্যাদিন্যাস ছাড়া সমস্ত পূজানুষ্ঠান দক্ষিণকালিকা পূজার মতোই হবে। ঋষ্যাদিন্যাস (শিরসি)—“দক্ষিণাঋষয়ে নমঃ”, (মুখে)—“পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ”, (হৃদি)—“কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ॥” ধ্যান—“ওঁ চতুর্ভুজাং কৃষ্ণবর্ণাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥ খড়্গাঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্ ॥ কর্তৃকাং খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ বামেন বিভ্রতীম্ ॥ দ্যাং লিখন্তী জটামেকাং

বিভ্রতীং শিরসিদ্ধয়াম্ ॥ মুণ্ডমালাধরাশীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাং ॥ রক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা ॥ কৃষ্ণবস্ত্রধরা কট্যাং ব্যাগ্রাজিন সমধ্বিতা ॥ বামপাদং শবহাদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ॥ বিন্যস্য সিংহপৃষ্ঠেষু লেলিহানা শবদ্বয়ম্ ॥ সাউহাসা মহাঘোররাবযুক্তা সুভীষণা ॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা ॥”

রটন্তী কালী পূজার কালাদি—মাঘ মাসে কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির নাম—রটন্তী। ঐ তিথিতে ঐ দিন সন্ধ্যাকালে এই পূজা করা হয়। কাষ্য কালী পূজার দিন ও কালাদি—অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পর্বদিন বলে। পর্বসমূহের মধ্যে অমাবস্যাকে মহাপর্ব বলে। এই পর্বদিনে পূজা করলে যথেষ্ট ফলভোগী হওয়া যায়। শনি ও মঙ্গলবারে বা অমাবস্যাযুক্ত শনি ও মঙ্গলবারে এবং পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে দেবীর পূজা হয়। ঐ রকম তিথি ও রাত্রির এক প্রহর গতে পূজা করা উচিত। কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যা তিথিতে বিশেষ ফল কামনায় এই দেবীর পূজা করণীয়।

দীপাঘিতা কালী পূজার কালাদি—যে দিনে অমাবস্যা অর্ধরাত্রি পর্যন্ত স্থায়িনী হবে, সেই দিনে পূজা করতে হবে। যদি উভয় দিনেই অর্ধরাত্রি পর্যন্ত অমাবস্যা থাকে, তবে পূর্বদিনেই পূজা করা উচিত। দীপাঘিতা কালীপূজায় গৌণ চান্দ্রমাসের উল্লেখ করতে হয়।



## মুদ্রাসূচী

১। অক্ষুশ মুদ্রা—ডান হাত উপড় করে মুঠো করে মধ্যমাঙ্গুলিকে নীচুদিকে সরল করে তার মধ্যপর্কে তর্জনী সংযোগ করে কিছু কুঞ্চিত করলে তাকে “অক্ষুশ মুদ্রা” বলে। ২। অবগুষ্ঠন মুদ্রা—ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নীচু মুখে তর্জনী সরল করে দক্ষিণাবর্তে ঘোরালে “অবগুষ্ঠন মুদ্রা” হয়। ৩। ধেনুমুদ্রা—করযোড়ে করে বামহাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে ডানহাতের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করিয়ে ডানহাতের তর্জনী বামহাতের মধ্যমাতে এবং বামহাতের তর্জনী ডান হাতের মধ্যমাতে এবং সেই সঙ্গে বামহাতের কনিষ্ঠা ডান হাতের অনামাতে ও দক্ষিণহাতের কনিষ্ঠা বামহাতের অনামাতে যোগ করলে “ধেনুমুদ্রা” হয়। ৪। যোনিমুদ্রা—দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি উভয় হাত দিয়ে একরূপভাবে জড়িয়ে ধরতে হয় যার দ্বারা মধ্যমা দুটি তর্জনী দুটির উপরে পড়ে, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দুটি তার মধ্যে থাকে এইভাবে অঙ্গুলি সমস্ত মিলিত করে অঙ্গুষ্ঠ দুটিতে চেপে ধরলে “যোনিমুদ্রা” হয়। ৫। মৎস্যমুদ্রা—নীচুনাথ ডান হাতের পিঠে বামহাত স্থাপন করে অঙ্গুষ্ঠ দুটি জলে বিচরণশীল মাছের পাখার মতো সঞ্চালন করলে “মৎস্যমুদ্রা” হয়। ৬। নারাচমুদ্রা—ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সংযুক্ত করে অন্যান্য অঙ্গুলিগুলি বক্রভাবে নীচুমুখে রাখলে “নারাচমুদ্রা” হয়। ৭। তত্ত্বমুদ্রা—ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত করলে “তত্ত্বমুদ্রা” হয়। ৮। বরমুদ্রা—ডানহাতের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করে বরদানের মতো নীচুভাগে স্থাপন

করলে “বরমুদ্রা” হয়। ১০। অভয় মুদ্রা—বরমুদ্রার বিপরীত, অর্থাৎ বামহাত চিৎ করে অনামামুখে অঙ্গুষ্ঠ যোগ সহ উর্দ্ধমুখী করলে এবং ডানহাত কিছু নিচে অধোমুখী করে রাখলে “অভয়মুদ্রা” হয়। ১০। খড়্গমুদ্রা—ডানহাতের মধ্যে থেকে তজনী ও মধ্যমা সরলভাবে রেখে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপরে অঙ্গুষ্ঠ রাখলে “খড়্গমুদ্রা” হয়। ১১। যুগ্মমুদ্রা—অঙ্গুষ্ঠকে ভিতরে রেখে বামহাত মুঠো করে এবং ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ, তজনী ও মধ্যমা যুক্ত করে তাদের অগ্রভাগ ঐ মুষ্টিবদ্ধ বামহাতের অঙ্গুষ্ঠমূলের ফাঁকে প্রবেশ করালেই “যুগ্মমুদ্রা” হবে। ১২। কূর্ম্মমুদ্রা—বামহাত চিৎ করে অঙ্গুষ্ঠ ও তজনীর মধ্যভাগ ডানহাতের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে রেখে ডানহাতের তজনীর অগ্রভাগে বামহাতের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত করলে এবং ডান কনিষ্ঠাগ্র বামহাতের তজনীর অগ্রে যোগ করবেন না। ঐ বাম হাতের মধ্যমা অনামিকা ডান হাতের কনিষ্ঠার মূলদেশে সংযুক্ত করলে “কূর্ম্মমুদ্রা” হয়। ১৩। ভূতিতী মুদ্রা—যোনিমুদ্রা বন্ধন করে মধ্যমা দুটিকে বাঁকা করে রেখে মধ্যমা দুটির অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠ দুটিকে স্থাপন করলে “ভূতিতী মুদ্রা” হয়। ১৪। গালিনী মুদ্রা—বামহাতের উপর ভিন্নভাবে নীচুমুখ ডানহাত রেখে এবং বাম অঙ্গুষ্ঠাগ্রের সাথে ডান কনিষ্ঠাগ্র ও ডান অঙ্গুষ্ঠাগ্রের সাথে বাম কনিষ্ঠাগ্র যোগ করে অন্যান্য অঙ্গুলি থেকে সামান্য আলাদা করে রাখলে “গালিনী মুদ্রা” হয়। ১৫। পরমীকরণ মুদ্রা—দু’হাতের দুটি অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর গ্রথিত করে অপর অঙ্গুলিসমূহকে প্রসারিত করলে “পরমীকরণ মুদ্রা” হয়। একে “পদ্মামুদ্রা”-ও বলে। ১৬। আবাহনী মুদ্রা—দুই হাত চিৎভাবে অঞ্জলিবদ্ধ করে দুই হাত অনামার মূলদেশে যোগ করলে “আবাহনী মুদ্রা” হয়। ১৭। স্থাপনী মুদ্রা—আবাহনী

মুদ্রা অধোমুখ করলে “স্থাপনী মুদ্রা” হয়। ১৮। সন্নিধাপনী মুদ্রা—দুই হাত মুঠো করে অঙ্গুষ্ঠ দু’টি উন্নত করলে “সন্নিধাপনী মুদ্রা” হয়। ১৯। সন্নিরোধনী মুদ্রা—সন্নিধাপনী মুদ্রার ন্যায় সমস্তই কেবল অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মুঠিমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে “সন্নিরোধনী মুদ্রা” হয়। ২০। সম্মুখীকরণ মুদ্রা—সন্নিরোধনী মুদ্রা চিৎ করলেই “সম্মুখীকরণ মুদ্রা” হয়। ২১। লেলিহান মুদ্রা—ডান হাত নীচু মুখ করে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি সমানভাবে নীচু মুখে রেখে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দণ্ডবৎ সরল করলে “লেলিহান মুদ্রা” হয়। ২২। গো-যোনি মুদ্রা—ডানহাত মুঠো করলে “গো-যোনি মুদ্রা” হয়। ২৩। সংহার মুদ্রা—বামহাত নীচু মুখ করে তার উপরে ডানহাত চিৎ করে রেখে বামহাতের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করিয়ে হাতের অঙ্গুলি দিয়ে পরস্পর আকর্ষণ করে মোচড় দিয়ে আবর্তন করে দুই তর্জনী এককালে বার করে পরস্পর অগ্রভাগে স্পর্শ করলে “সংহার মুদ্রা” হয়। ২৪। গ্রাসমুদ্রা—বামহাতকে চিৎ করে সব অঙ্গুলিগুলি কিছুটা কুঞ্চিত করলে “গ্রাসমুদ্রা” হয়। ২৫। প্রার্থনা মুদ্রা—ডান ও বাম হাতের সমস্ত অঙ্গুলি সোজা করে বাম হাতের উপর ডান হাত চিৎভাবে বুকের উপর রাখলে “প্রার্থনা মুদ্রা” হয়।

### মুদ্রার চিত্র



১। অঙ্কুশমুদ্রা ২। অবগুণ্ঠনমুদ্রা ৩। ধেনুমুদ্রা ৪। যোনিমুদ্রা ৫। মৎস্যমুদ্রা ৬। নারচমুদ্রা ৭। তত্ত্বমুদ্রা ৮। খড়্গমুদ্রা ৯। মুণ্ডমুদ্রা ১০। কূর্মমুদ্রা ১১। ভূতিনী মুদ্রা



১২। গালিনীমুদ্রা ১৩। পরমীকরণমুদ্রা ১৪। আবাহনীমুদ্রা ১৫। স্থাপনীমুদ্রা ১৬। সন্নিরোধনীমুদ্রা ১৭। সন্নিধাপনীমুদ্রা ১৮। সম্মুখীকরণমুদ্রা ১৯। লেলিহানমুদ্রা ২০। সংহারমুদ্রা



# বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী

(১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট)

**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** ভিঃ পিঃ তে পুস্তক পাইতে হইলে পুস্তকের সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হইবে। মনি অর্ডার কুপনে আপনার নাম, ঠিকানা এবং পুস্তকের নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুস্তকের মূল্য ছাড়া মাণ্ডল, রেজেষ্ট্রী ও ভিঃ পিঃ কমিশন পৃথকভাবে দিতে হইবে।

কাশীদাসী মহাভারত (পদ্যে)। কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ (পদ্যে)। শ্রীমদ্ভাগবত (পদ্যে)। শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (পদ্যে)। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ (পদ্যে)। প্রভাস খণ্ড (পদ্যে)। বৃহৎ কৃষ্ণলীলা সারাবলী (পদ্যে)। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (পদ্যে)। বাল্মীকি রামায়ণ (গদ্যে)। শিবপুরাণ (পদ্যে) (২ খণ্ডে)। পুরোহিত দর্পণ। বাইশকবি শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ। বৃহৎ অদ্ভুত রামায়ণ। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা।